BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

BUKHARI SHARIF (4TH VOLUME)

BANGLA TRANSLATION

NET RELEASE BY : www.banglainternet.com

PART : KROY-BIKROY

বুখারী শরীফ

চতুর্থ খণ্ড

banglainternet.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় পরম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

অধ্যায় ঃ ক্রয়-বিক্রয়

وَقَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا وَقَوْلُهُ : اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ

এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ আল্লাহ্ বেচা-কেনাকে বৈধ এবং সূদকে অবৈধ করেছেন (২ ঃ ২৭৫) এবং আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ কিন্তু তোমরা পরস্পর যে ব্যবসায় নগদ আদান-প্রদান কর.... ।

١٢٧٧. بَابُ مَا جَاءَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ، وَاِذَا رَاَوْ تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا، قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ، وَقَوْلِهِ : لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

১২৭৭. পরিচ্ছেদঃ আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে (ইরশাদ করছেন)ঃ সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহ্‌কে অধিক স্মরণ করবে যাতে তোমরা সফলকাম হও। যখন তারা দেখল ব্যবসায় কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। বলুন, আল্লাহ্‌র নিকট যা আছে, তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ্ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা। (৬২ ঃ ১০-১১) আর আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কিন্তু তোমাদের পরস্পর রাযী হয়ে ব্যবসা করা বৈধ।

banglainternet.com

١٩١٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ اَخْبَرَنِىْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَ اَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ

يُكْثِرُ الْحَدِيْثَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَتَقُوْلُوْنَ مَا بَالُ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ لاَ يُحَدِّثُوْنَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ (ص) بِمِثْلِ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ وَاِنَّ اِخْوَتِىْ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ كَانَ يَشْغَلُهُمْ صَفْقٌ بِالْاَسْوَاقِ ، وَكُنْتُ اَلْزَمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى مِلْءِ بَطْنِىْ فَاَشْهَدُ اِذَا غَابُوْا وَاَحْفَظُ اِذَا نَسُوْا ، وَكَانَ يَشْغَلُ اِخْوَتِىْ مِنَ الْاَنْصَارِ عَمَلُ اَمْوَالِهِمْ وَكُنْتُ امْرَأً مِسْكِيْنًا مِنْ مَسَاكِيْنَ الصُّفَّةِ اَعِىْ حِيْنَ يَنْسَوْنَ وَقَدْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَدِيْثٍ يُحَدِّثُهُ اِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ اَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتّٰى اَقْضِىَ مَقَالَتِىْ هٰذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ اِلَيْهِ ثَوْبَهُ اِلاَّ وَعٰى مَا اَقُوْلُ فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَىَّ حَتّٰى اِذَا قَضٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَقَالَتَهُ جَمَعْتُهَا اِلٰى صَدْرِىْ ، فَمَا نَسِيْتُ مِنْ مَقَالَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ تِلْكَ مِنْ شَىْءٍ۔

১৯১৯ আবুল ইয়ামান (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আপনারা বলে থাকেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আবূ হুরায়রা (রা.) বেশী বেশী হাদীস বর্ণনা করে থাকে এবং আরো বলেন, মুহাজির ও আনসারদের কি হলো যে, তারা তো রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন না? (কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে,) আমার মুহাজির ভাইগণ বাজারে কেনা-বেচায় ব্যস্ত থাকতেন আর আমি কোন প্রকারে আমার পেটের চাহিদা মিটিয়ে (খেয়ে না খেয়ে) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর দরবারে পড়ে থাকতাম। তাঁরা যখন (কাজের ব্যস্ততায়) অনুপস্থিত থাকতেন আমি তখন উপস্থিত থাকতাম। তাঁরা যা ভুলে যেতেন আমি তা সংরক্ষণ করতাম। আর আমার আনসার ভায়েরা নিজেদের খেত-খামারের কাজে ব্যাপৃত থাকতেন। আমি ছিলাম সুফ্ফার মিসকীনদের একজন মিসকীন। তাঁরা যা ভুলে যেতেন, আমি তা সংরক্ষণ করতাম। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর এক বর্ণনায় বললেন, আমার এ কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত যে কেউ তার কাপড় বিছিয়ে দিবে এবং পরে নিজের শরীরের সাথে তার কাপড় জড়িয়ে নেবে, আমি যা বলছি সে তা স্মরণ রাখতে পারবে। [আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন] আমি আমার গায়ের চাদরখানা বিছিয়ে দিলাম, যতক্ষণ না রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁর কথা শেষ করলেন, পরে আমি তা আমার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলাম। ফলে আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সে কথার কিছুই ভুলি নি।

١٩٢٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ اٰخٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بَيْنِىْ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ فَقَالَ سَعْدُ بْنُ الرَّبِيْعِ اِنِّىْ اَكْثَرُ الْاَنْصَارِ مَالاً فَاَقْسِمُ لَكَ نِصْفَ مَالِىْ وَانْظُرْ اَىَّ زَوْجَتَىَّ هَوِيْتَ نَزَلْتُ لَكَ عَنْهَا فَاِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ لاَ حَاجَةَ لِىْ فِىْ ذٰلِكَ هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوْقُ قَيْنُقَاعٍ قَالَ فَغَدَا اِلَيْهِ

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ فَاَتَى بِاَقِطٍ وَسَمْنٍ قَالَ ثُمَّ تَابَعَ الْغُدُوَّ فَمَا لَبِثَ اَنْ جَاءَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَلَيْهِ اَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَزَوَّجْتَ قَالَ نَعَمْ قَالَ وَمَنْ قَالَ اِمْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ كَمْ سُقْتَ قَالَ زِنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ اَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ -

১৯২০ আবদুল আযীয ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা.) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা যখন মদীনায় আসি, তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার এবং সা'দ ইব্ন রাবী' (রা.) -এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি করে দেন। পরে সা'দ ইব্ন রাবী' বললেন, আমি আনসারদের মাঝে অধিক ধন-সম্পত্তির অধিকারী। আমার অর্ধেক সম্পত্তি তোমাকে ভাগ করে দিচ্ছি এবং আমার উভয় স্ত্রীকে দেখে যাকে তোমার পসন্দ হয়, বল আমি তাকে তোমার জন্য পরিত্যাগ করব। যখন সে (ইদ্দত পূর্ণ করবে) তখন তুমি তাকে বিবাহ করে নিবে। আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, এ সবে আমার কোন প্রয়োজন নেই। বরং (আপনি বলুন) ব্যবসা-বাণিজ্য করার মত কোন বাজার আছে কি? তিনি বললেন, কায়নুকার বাজার আছে। পরের দিন আবদুর রাহমান (রা.) সে বাজারে গিয়ে পনীর ও ঘি (খরিদ করে) নিয়ে আসলেন। এরপর ক্রমাগত যাওয়া-আসা করতে থাকেন। কিছুকাল পরে আবদুর রাহমান (রা.) -এর কাপড়ে বিয়ের মেহেদী দেখা গেল। এতে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, সে কে? তিনি বললেন, জনৈকা আনসারী মহিলা। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী পরিমাণ মাহর দিয়েছ? আবদুর রাহমান (রা.) বললেন, খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। নবী করীম ﷺ তাঁকে বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

١٩٢١ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ الْمَدِيْنَةَ فَاٰخَى النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيْعِ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ سَعْدٌ ذَا غِنًى فَقَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَقَاسِمُكَ مَالِيْ نِصْفَيْنِ وَاُزَوِّجُكَ قَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْ اَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّوْنِيْ عَلَى السُّوْقِ فَمَا رَجَعَ حَتّٰى اِسْتَفْضَلَ اَقِطًا وَسَمْنًا فَاَتٰى بِهِ اَهْلَ مَنْزِلِهِ فَمَكَثْنَا يَسِيْرًا اَوْ مَاشَاءَ اللّٰهُ فَجَاءَ وَعَلَيْهِ وَضَرٌ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مَهْيَمْ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَزَوَّجْتُ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ مَاسُقْتَ اِلَيْهَا قَالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ اَوْ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

banglainternet.com

১৯২১ আহমাদ ইব্ন ইউনুস (র.)....আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবদুর রাহমান ইব্ন আওফ (রা.) মদীনায় আগমন করলে নবী করীম ﷺ তাঁর ও সা'দ ইব্ন রাবী' আনসারীর মাঝে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন করে দেন। সা'দ (রা.) ধনী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি আবদুর রাহমান (রা.)-কে বললেন, আমি

তোমার উদ্দেশ্যে আমার সম্পত্তি অর্ধেক অর্ধেক ভাগ করে নিতে চাই এবং তোমাকে বিবাহ করিয়ে দিতে চাই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। আমাকে বাজার দেখিয়ে দাও। তিনি বাজার হতে মুনাফা করে নিয়ে আসলেন পনীর ও ঘি। এভাবে কিছু কাল কাটালেন। একদিন তিনি এভাবে আসলেন যে, তাঁর গায়ে বিয়ের মেহেদীর রংয়ের চিহ্ন লেগে আছে। নবী করীম ﷺ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার? তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি জনৈকা আনসারী মহিলাকে বিবাহ করেছি। তিনি (নবী ﷺ) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তাকে কী দিয়েছে? তিনি বললেন, খেজুরের এক আঁটি পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি (নবী ﷺ) বললেন, একটি বকরী দিয়ে হলেও ওয়ালীমা কর।

١٩٢٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظٌ وَمَجِنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ فَكَأَنَّهُمْ تَأَثَّمُوْا فِيْهِ فَنَزَلَتْ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوْا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ، فِيْ مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا

১৯২২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ (র.)...ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উকায, মাজিন্না ও যুল-মাজায (নামক স্থানে) জাহিলিয়্যাতের যুগে বাজার ছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পরে লোকেরা ঐ সকল বাজারে যেতে গুনাহ্ মনে করতে লাগল। ফলে (কুরআন মজীদের আয়াত) নাযিল হলঃ তোমাদের রবের অনুগ্রহ সন্ধানে তোমাদের কোন পাপ নেই। (২ ঃ ১৯৮) ইব্ন আব্বাস (রা.) (আয়াতের সংগে) হজ্জের মওসুমে কথাটুকুও পড়লেন।

١٢٧٨. بَابُ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ

১২৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ হালাল সুস্পষ্ট, হারামও সুস্পষ্ট, উভয়ের মাঝে অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে।

١٩٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ فَرْوَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْحَلاَلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَةٌ، فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ كَانَ

BanglaInternet.com

لِمَا اسْتَبَانَ اَتْرَكَ وَمَنِ اجْتَرَأَ عَلٰى مَا يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْاِثْمِ اَوْشَكَ اَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِيْ حِمَى اللّٰهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمٰى يُوْشِكْ اَنْ يُوَاقِعَهُ ـ

১৯২৩ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না, আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্, আবদুল্লাহ্ ইব্ন মুহাম্মদ ও মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.)... নু'মান ইব্ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট, উভয়ের মাঝে বহু অস্পষ্ট বিষয় রয়েছে। যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি যে বিষয়ে গুনাহ্ হওয়া সুস্পষ্ট, সে বিষয়ে অধিকতর পরিত্যাগকারী হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি গুনাহের সন্দেহযুক্ত কাজ করতে দুঃসাহস করে, সে ব্যক্তির সুস্পষ্ট গুনাহের কাজে পতিত হবার যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। গুনাহ্সমূহ আল্লাহ্র সংরক্ষিত এলাকা, যে জানোয়ার সংরক্ষিত এলাকার চার পাশে চরতে থাকে, তার ঐ সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

١٢٧٩ بَابُ تَفْسِيْرِ الْمُشَبَّهَاتِ وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ اَبِيْ سِنَانٍ مَا رَاَيْتُ شَيْئًا اَهْوَنَ مِنَ الْوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلٰى مَا لاَ يَرِيْبُكَ

১২৭৯ পরিচ্ছেদ ঃ সন্দেহজনক কাজের ব্যাখ্যা। হাস্সান ইব্ন আবূ সিনান (র.) বলেন, আমি পরহেযগারী থেকে বেশী সহজ কাজ দেখতে পাইনি। (তা হলো) যা তোমার কাছে সন্দেহযুক্ত মনে হয়, তা পরিত্যাগ করে সন্দেহমুক্ত কাজ কর।

١٩٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ اَخْبَرَنَا سُفْيَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِيْ مُلَيْكَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اِمْرَاَةً سَوْدَاءَ جَاءَتْ فَزَعَمَتْ اَنَّهَا اَرْضَعَتْهُمَا فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَاَعْرَضَ عَنْهُ وَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ وَقَدْ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ اَبِيْ اِهَابٍ التَّمِيْمِيِّ ـ (ص)

১৯২৪ মুহাম্মদ ইব্ন কাছীর (র.).... উক্বা ইব্ন হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন কালো মেয়েলোক এসে দাবী করল যে, সে তাদের উভয় (উক্বা ও তার স্ত্রী)-কে দুধপান করিয়েছে। তিনি এ কথা নবী ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে নবী ﷺ তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং মুচকি হেঁসে বললেন, কি ভাবে ? অথচ এমনটি বলা হয়ে গেছে। তাঁর স্ত্রী ছিলেন আবূ ইহাব তামীমীর কন্যা।

banglainternet.com

١٩٢٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلٰى اَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ

اَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّيْ فَاقْبِضْهُ قَالَتْ فَلَمَّا كَانَ عَامَ الْفَتْحِ اَخَذَهُ سَعْدُ بْنُ اَبِيْ وَقَّاصٍ وَقَالَ ابْنُ اَخِيْ قَدْ عَهِدَ اِلَيَّ فِيْهِ فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ اَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِيْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ فَتَسَاوَقَا اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِيْ كَانَ قَدْ عَهِدَ اِلَيَّ فِيْهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ اَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ اَبِيْ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِهِ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اِحْتَجِبِيْ مِنْهُ لِمَا رَأٰى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَارَاَهَا حَتّٰى لَقِيَ اللّٰهَ ـ

১৯২৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন কাযাআ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, উত্বা ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস তার ভাই সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.)-কে ওয়াসীয়াত করে যান যে, যাম'আর বাঁদীর গর্ভস্থিত পুত্র আমার ঔরসজাত; তুমি তাকে (ভ্রাতুষ্পুত্র রূপে) তোমার অধীনে নিয়ে আসবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, মক্কা বিজয়ের কালে ঐ ছেলেটিকে সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস (রা.) নিয়ে নিলেন এবং বললেন, এ আমার ভাইয়ের পুত্র। তিনি আমাকে এর সম্পর্কে ওয়াসীয়াত করে গেছেন। এদিকে যাম'আর পুত্র 'আব্দ দাবী করে যে, এ আমার ভাই, আমার পিতার বাঁদীর পুত্র। তার শয্যা সঙ্গিনীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছে। তারপর উভয়ে নবী ﷺ-এর কাছে গেলেন। সা'দ বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ আমার ভাইয়ের পুত্র, সে এর ব্যাপারে আমাকে ওয়াসীয়াত করে গেছে। এবং 'আব্দ ইব্ন যাম'আ বললেন, আমার ভাই। আমার পিতার দাসীর পুত্র, তাঁর সঙ্গে শায়িনীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেছে। তখন নবী ﷺ বললেন, হে 'আব্দ ইব্ন যাম'আ! এ ছেলেটি তোমার প্রাপ্য। তারপর নবী ﷺ বললেন, শয্যা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারী যে, বঞ্চিত সে। এরপর তিনি নবী সহধর্মিণী সাওদা বিন্ত যাম'আ (রা.)-কে বললেন, তুমি ঐ ছেলেটি থেকে পর্দা করবে। কারণ তিনি ঐ ছেলেটির মধ্যে উত্বার সাদৃশ্য দেখতে পান। ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঐ ছেলেটি আর সাওদা (রা.)-কে দেখে নি।

١٩٢٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ اَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ، فَقَالَ اِذَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَاِذَا اَصَابَ بِعَرْضِهِ فَلَا تَاْكُلْ فَاِنَّهُ وَقِيْذٌ قُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُرْسِلُ كَلْبِيْ وَاُسَمِّيْ فَاَجِدُ مَعَهُ عَلَى الصَّيْدِ كَلْبًا اٰخَرَ لَمْ اُسَمِّ عَلَيْهِ وَلَا اَدْرِيْ اَيُّهُمَا اَخَذَ قَالَ لَا تَاْكُلْ اِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلٰى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلٰى الْاٰخَرِ

banglainternet.com

১৯২৬ আবুল ওয়ালীদ (র.)....আদী ইব্ন হাতিম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ -কে পার্শ্বফলা বিহীন তীর (দ্বারা শিকার) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, যদি তীরের ধারালো

পার্শ্ব আঘাত করে, তবে সে (শিকারকৃত জানোয়ারের গোশ্‌ত) খাবে, আর যদি এর ধারহীন পাশ্বের আঘাতে মারা যায়, তবে তা খাবে না। কেননা তা প্রহারে মৃত। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি বিসমিল্লাহ্ পড়ে আমার (শিকারী) কুকুর ছেড়ে দিয়ে থাকি। পরে তার সাথে শিকারের কাছে (অনেক সময়) অন্য কুকুর দেখতে পাই যার উপর আমি বিসমিল্লাহ্ পড়িনি এবং আমি জানি না যে, উভয়ের মধ্যে কে শিকার ধরেছে। তিনি বললেন, তুমি তা খাবে না। তুমি তো তোমার কুকুরের উপর বিসমিল্লাহ্ পড়েছ, অন্যটির উপর পড় নাই।

١٢٨٠. بَابُ مَا يُتَنَزَّهُ مِنَ الشُّبُهَاتِ

১২৮০. পরিচ্ছেদ ঃ সন্দেহযুক্ত থেকে বাঁচা

١٩٢٧ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِتَمْرَةٍ مَسْقُوْطَةٍ فَقَالَ لَوْلاَ اَنْ تَكُوْنَ صَدَقَةً لاَكَلْتُهَا وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلٰى فِرَاشِيْ ـ

১৯২৭ কাবীসা (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) পথ অতিক্রমকালে নবী ﷺ পড়ে থাকা একটি খেজুর দেখে বললেন, যদি এটা সাদ্‌কার খেজুর বলে সন্দেহ না হতো, তবে আমি তা খেতাম। আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে হাম্মাম (র.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, আমার বিছানায় পড়ে থাকা খেজুর আমি পাই।

١٢٨١. بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ الْوَسَاوِسَ وَنَحْوَهَا مِنَ الْمُشَبَّهَاتِ

১২৮১. পরিচ্ছেদ ঃ ওয়াসওয়াসা ইত্যাদিকে যে সন্দেহ বলে গণ্য করে না

١٩٢٨ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ عَنْ عَمِّهِ قَالَ شُكِيَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ الرَّجُلُ يَجِدُ فِي الصَّلٰوةِ شَيْئًا اَيَقْطَعُ الصَّلٰوةَ قَالَ لاَ حَتّٰى يَسْمَعَ صَوْتًا اَوْ يَجِدَ رِيْحًا وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ حَفْصَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ لاَوُضُوْءَ اِلاَّ فِيْمَا وَجَدْتَ الرِّيْحَ اَوْسَمِعْتَ الصَّوْتَ

banglainternet.com

১৯২৮ আবূ নু'আঈম (র.) .... আব্‌বাদ্ ইব্‌ন তামীমের চাচা (আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ ইব্‌ন আসিম) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ-এর নিকট এক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হল যে, সালাত আদায়

কালে তার উযূ ভঙ্গের কিছু হয়েছে বলে মনে হয়, এতে কি সে সালাত ছেড়ে দেবে? তিনি বলেন, না, যতক্ষণ না সে আওয়াজ শোনে বা দুর্গন্ধ টের পায় অর্থাৎ নিশ্চিত না হয়। ইব্ন আবূ হাফসা (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেন, তুমি গন্ধ না পেলে অথবা আওয়াজ না শোনলে উযূ করবে না।

١٩٢٩ حَدَّثَنِيْ اَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الطُّفَاوِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ قَوْمًا قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ قَوْمًا يَاْتُوْنَنَا بِاللَّحْمِ لَانَدْرِيْ اَذَكَرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ، اَمْ لَا : فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ سَمُّوا اللّٰهَ عَلَيْهِ وَكُلُوْهُ

১৯২৯ আহমদ ইব্ন মিকদাম ইজলী (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, কিছু সংখ্যক লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! বহু লোক আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে আমরা জানি না, তারা বিস্‌মিল্লাহ্ পড়ে যবেহ্ করেছিল কিনা? নবী ﷺ বললেন, তোমরা এর উপর আল্লাহ্র নাম লও এবং তা খাও (ওয়াসওয়াসার শিকার হয়ো না।)

١٢٨٢. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا نِ انْفَضُّوْا اِلَيْهَا

১২৮২. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহ্র বাণীঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল। (৬২ ঃ ১১)

١٩٣٠ حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِذ اَقْبَلَتْ مِنَ الشَّامِ عِيْرٌ تَحْمِلُ طَعَامًا فَالْتَفَتُوْا اِلَيْهَا حَتّٰى مَا بَقِيَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ اِلَّا اِثْنَا عَشَرَ رَجُلًا فَنَزَلَتْ : وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوًا نِ انْفَضُّوا اِلَيْهَا

১৯৩০ তাল্‌ক ইব্ন গান্নাম (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন একবার আমরা নবী ﷺ -এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। তখন সিরিয়া হতে একটি ব্যবসায়ী কাফেলা খাদ্য নিয়ে আগমন করল। লোকজন সকলেই সে দিকে চলে গেলেন, নবী ﷺ -এর সঙ্গে মাত্র বারোজন থেকে গেলেন। এ প্রসংগে নাযিল হলঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা সে দিকে ছুটে গেল।

banglainternet.com

١٢٨٣. بَابُ مَنْ لَمْ يُبَالِ مِنْ حَيْثُ كَسَبَ الْمَالَ

১২৮৩. পরিচ্ছেদ, যে ব্যক্তি কোথা থেকে সম্পদ উপার্জন করল,তার পরোয়া করে না।

١٩٣١ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِىْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِىُّ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ يَاْتِىْ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَايُبَالِى الْمَرْءُ مَا اَخَذَ مِنْهُ اَمِنَ الْحَلَالِ اَمْ مِنَ الْحَرَامِ

১৯৬১ আদম (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন এক যুগ আসবে, যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে, সে কোথা থেকে অর্জন করল, হালাল থেকে না হারাম থেকে।

١٢٨٤. بَابُ التِّجَارَةِ فِى الْبَزِّ وَغَيْرِهِ وَقَوْلُهُ : رِجَالٌ لَاتُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانَ الْقَوْمُ يَتَبَايَعُوْنَ وَيَتَّجِرُوْنَ وَلٰكِنَّهُمْ اِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ حَتّٰى يُؤَدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ

১২৮৪. পরিচ্ছেদ ঃ কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যের ব্যবসা। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ সে সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির থেকে বিরত রাখে না। (সূরা নূর ঃ ৩৭০) কাতাদা (র.) বলেন, লোকেরা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন এবং যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ্র কোন হক এসে উপস্থিত হত, তখন তাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র স্মরণ থেকে বিরত রাখতো না, যতক্ষণ না তাঁরা আল্লাহ্র সমীপে তা আদায় করে দিতেন।

١٩٣٢ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ اَبِى الْمِنْهَالِ قَالَ كُنْتُ اَتَّجِرُ فِى الصَّرْفِ ، فَسَاَلْتُ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ ح وَحَدَّثَنِى الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِىْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ وَعَامِرُ بْنُ مُصْعَبٍ اَنَّهُمَا سَمِعَا اَبَا الْمِنْهَالِ يَقُوْلُ سَاَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَسَاَلْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الصَّرْفِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلَا بَاْسَ وَاِنْ كَانَ نَسَاءً فَلَا يَصْلُحُ

banglainternet.com

১৯৩২ আবূ আসিম (র.)... আবুল মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি সোনা-রূপার ব্যবসা করতাম। এ সম্পর্কে আমি যায়দ ইব্ন আরকাম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী ﷺ বলেছেন ফাযল ইব্ন ইয়া'কূব (র.) অন্য সনদে .... আবুল মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত,

তিনি বলেন, আমি বারা ইব্‌ন আযিব ও যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-কে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা উভয়ে বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর যুগে ব্যবসায়ী ছিলাম। আমরা তাঁকে সোনা-রূপার ব্যবসা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, যদি হাতে হাতে (নগদ) হয়, তবে কোন দোষ নেই; আর যদি বাকী হয় তবে দুরস্ত নয়।

١٢٨٥. بَابُ الْخُرُوْجِ فِى التِّجَارَةِ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ

১২৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বের হওয়া। মহান আল্লাহ্‌র বাণীঃ তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের সন্ধান কর। (৬২ ঃ ১০)

١٩٣٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيْدَ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَطَاءٌ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَيْرٍ اَنَّ اَبَا مُوْسَى الْاَشْعَرِىَّ اِسْتَاْذَنَ عَلٰى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَكَاَنَّهُ كَانَ مَشْغُوْلاً فَرَجَعَ اَبُوْ مُوْسٰى فَفَزِعَ عُمَرُ فَقَالَ اَلَمْ اَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ اِئْذَنُوْا لَهُ قِيْلَ قَدْ رَجَعَ فَدَعَاهُ فَقَالَ كُنَّا نُؤْمَرُ بِذٰلِكَ فَقَالَ تَاْتِيْنِىْ عَلٰى ذٰلِكَ بِالْبَيِّنَةِ فَانْطَلَقَ اِلٰى مَجْلِسِ الْاَنْصَارِ فَسَاَلَهُمْ فَقَالُوْا لاَيَشْهَدُ لَكَ عَلٰى هٰذَا اِلاَّ اَصْغَرُنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىُّ فَذَهَبَ بِاَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ، فَقَالَ عُمَرُ : اَخْفٰى عَلَىَّ مِنْ اَمْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ يَعْنِى الْخُرُوْجَ اِلٰى تِجَارَةٍ

১৯৩৩ মুহাম্মদ (র.)... উবায়দুল্লাহ্ ইব্‌ন উমায়র (র.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ মূসা আশ্‌আরী (রা.) উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি; সম্ভবতঃ তিনি কোন কাজে ব্যস্ত ছিলেন। তাই আবূ মূসা (রা.) ফিরে আসেন। পরে উমর (রা.) পেরেশান হয়ে বললেন, আমি কি আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন কায়স (আবূ মূসার নাম)– এর আওয়াজ শুনতে পাইনি? তাঁকে আসতে বল। কেউ বলল, তিনি তো ফিরে চলে গেছেন। উমর (রা.) তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি (উপস্থিত হয়ে) বললেন, আমাদের এরূপই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উমর (রা.) বললেন, তোমাকে এর উপর সাক্ষী পেশ করতে হবে। আবূ মূসা (রা.) ফিরে গিয়ে আনসারদের এক মজলিসে পৌঁছে তাদের এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। তাঁরা বললেন, এ ব্যাপারে আমাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-ই সাক্ষ্য দেবে। তিনি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে নিয়ে গেলেন। উমর (রা.) (তার কাছ থেকে সে হাদীসটি শুনে) বললেন, (কি আশ্চর্য) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নির্দেশ কি আমার কাছ থেকে গোপন রয়ে গেল? (আসল ব্যাপার হল) বাজারের ক্রয়-বিক্রয় অর্থাৎ ব্যবসায়ের জন্য বের হওয়া আমাকে অনবহিত রেখেছে।

١٢٨٦. بَابُ التِّجَارَةِ فِى الْبَحْرِ وَقَالَ مَطَرٌ لاَ بَأْسَ بِهِ ، وَمَاذَكَرَهُ اللّٰهُ فِى الْقُرْاٰنِ اِلاَّ بِحَقٍّ ثُمَّ تَلاَ : وَ تَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيْهِ وَلِتَبْتَغُوْا مِنْ فَضْلِهِ ، وَالْفُلْكُ السُّفُنُ الْوَاحِدُ وَالْجَمْعُ سَوَاءٌ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمْخَرَ السُّفُنُ الرِّيْحَ وَلاَ تَمْخَرُ الرِّيْحَ مِنَ السُّفُنِ اِلاَّ الْفُلْكُ الْعِظَامُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِىْ جَعْفَرُ بْنُ رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ هُرْمُزَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلاً مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ خَرَجَ فِى الْبَحْرِ فَقَضٰى حَاجَتَهُ وَسَاقَ الْحَدِيْثَ

১২৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ সমুদ্রে/ নৌপথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। মাতার (র.) বলেন, এতে কোন দোষ নেই এবং তা যথাযথ বলেই আল্লাহ্ কুরআনে এর উল্লেখ করেছেন। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেনঃ এবং তোমরা এতে নৌযানকে দেখতে পাও তার বুক চিরে চলাচল করে, বা এজন্য যে, তাঁর অনুগ্রহের অনুসন্ধান করতে পার। (১৬ ঃ ১৪) আয়াতে উল্লেখিত (الفلك) 'আল-ফুলক' শব্দের অর্থ নৌযান। একবচন ও বহুবচনে সমভাবে ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ (র.) বলেন, নৌযান, বায়ু বিদীর্ণ করে চলে এবং নৌযানের মধ্যে বৃহৎ নৌযানই বায়ুতে বিদীর্ণ করে বায়ু চলে। লাইছ (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত যে, তিনি বনী ইসরাঈলের জনৈক ব্যক্তির আলোচনায় বলেন, সে নদীপথে বের হল এবং নিজের প্রয়োজন সেরে নিল। এরপর রাবী পুরা হাদীসটি বর্ণনা করেন।

١٢٨٧. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى: وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَقَالَ قَتَادَةُ كَانُوْا يَتَّجِرُوْنَ وَلٰكِنَّهُمْ كَانُوْا اِذَا نَابَهُمْ حَقٌّ مِنْ حُقُوْقِ اللّٰهِ لَمْ تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ حَتّٰى يُؤَدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ

১২৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্র বাণী ঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (৬২ ঃ ১১) এবং আল্লাহ্র বাণীঃ সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির থেকে গাফিল রাখে না। কাতাদা (র.) বলেন, সাহাবীগণ (রা.) ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন বটে, কিন্তু যখন তাঁদের সামনে আল্লাহ্র কোন হক এসে উপস্থিত হত, যতক্ষণ না তাঁরা এ হক আল্লাহ্র সমীপে আদায় করে দিতেন, ততক্ষণ ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহ্র যিকির থেকে গাফেল করতে পারত না।

١٩٣٤ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَقْبَلَتْ عِيْرٌ وَنَحْنُ نُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْجُمُعَةَ فَانْفَضَّ النَّاسُ اِلاَّ اِثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَنَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوًا اَنْفَضُّوْا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَائِمًا

১৯৩৪ মুহাম্মদ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা নবী ﷺ -এর সংগে জুমু'আর দিন সালাত আদায় করছিলাম। এমন সময় এক বাণিজ্যিক কাফেলা এসে হাযির হয়, তখন বারজন লোক ছাড়া সকলেই কাফেলার দিক ছুটে যান। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ যখন তারা দেখল ব্যবসা ও কৌতুক; তখন তারা আপনাকে দাঁড়ান অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে গেল। (৬২ ঃ ১০)।

١٢٨٨ بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

১২৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ মহান আল্লাহর বাণী ঃ তোমরা যা উপার্জন কর, তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট থেকে ব্যয় কর। (২ ঃ ২৬৭)

١٩٣٥ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِيْ وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ لَهَا اَجْرُهَا بِمَا اَنْفَقَتْ وَلِزَوْجِهَا بِمَا كَسَبَ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذٰلِكَ لاَيَنْقُصُ بَعْضُهُمْ اَجْرَ بَعْضٍ شَيْئًا

১৯৩৫ উছমান ইব্ন আবূ শায়বা (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যখন কোন মহিলা তার ঘরের খাদ্য থেকে ফাসাদের উদ্দেশ্য ছাড়া ব্যয় করে তখন তার জন্য সাওয়াব রয়েছে তার খরচ করার, তার স্বামীর জন্য সাওয়াব রয়েছে তার উপার্জনের এবং সংরক্ষণকারীর জন্যও অনুরূপ রয়েছে। তাদের কারো কারণে কারোর সাওয়াব কিছুই কম হবে না।

١٩٣٦ حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا اَنْفَقَتِ الْمَرْاَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ اَمْرِهِ فَلَهَا نِصْفُ اَجْرِهِ

banglainternet.com

১৯৩৬ ইয়াহ্ইয়া বিন্ জা'ফর (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন কোন মহিলা তার স্বামীর উপার্জন থেকে তার অনুমতি ছাড়াই ব্যয় করবে, তখন তার জন্য অর্ধেক সাওয়াব রয়েছে।

١٢٨٩. بَابُ مَنْ اَحَبَّ الْبَسْطَ فِى الرِّزْقِ

১২৮৯. পরিচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি জীবিকায় বৃদ্ধি কামনা করে

١٩٣٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِىْ يَعْقُوْبَ الْكِرْمَانِىُّ حَدَّثَنَا حَسَّانُ حَدَّثَنَا يُوْنُسُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَنْ سَرَّهُ اَنْ يُبْسَطَ لَهُ رِزْقُهُ اَوْ يُنْسَأَ فِى اَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

১৯৩৭ মুহাম্মদ ইব্ন আবূ ইয়া'কূব কিরমানী (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি শুনেছি, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি পসন্দ করে যে, তার জীবিকা বৃদ্ধি হোক অথবা তার মৃত্যুর পরে সুনাম থাকুক, তবে সে যেন আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করে।

١٢٩٠ بَابُ شِرَى النَّبِىِّ ﷺ بِالنَّسِيْئَةِ

১২৯০. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ কর্তৃক বাকীতে খরিদ করা

١٩٣٨ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَمِ فَقَالَ حَدَّثَنِى الْاَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِىٍّ اِلَى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ

১৯৩৮ মুয়াল্লা ইব্ন আসাদ (র.).... আমাশ (র.) থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন ইব্রাহীম (র.)-এর কাছে বাকীতে ক্রয়ের জন্য বন্ধক রাখা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছিলাম। তখন তিনি বলেন, আসওয়াদ (র.) 'আয়িশা (রা.) থেকে আমার কাছে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ জনৈক ইয়াহূদীর নিকট থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট নিজের লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন।

١٩٣٩ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَنَسٍ ح وَحَدَّثَنِىْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَوْشَبٍ حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ اَبُو الْيَسَعِ الْبَصْرِىُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِىُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ مَشٰى اِلَى النَّبِىِّ ﷺ بِخُبْزِ شَعِيْرٍ وَاِهَالَةٍ سَنِخَةٍ وَلَقَدْ رَهَنَ

banglainternet.com

النَّبِيُّ ﷺ دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِيْنَةِ عِنْدَ يَهُوْدِيٍ وَاَخَذَ مِنْهُ شَعِيْرًا لِاَهْلِهِ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ : مَا اَمْسٰى عِنْدَ اٰلِ مُحَمَّدٍ ﷺ صَاعُ بُرٍّ وَلَا صَاعُ حَبٍّ وَاِنَّ عِنْدَهُ لَتِسْعَ نِسْوَةٍ

১৯৩৯ মুসলিম ও মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল্লাহ্ ইব্ন হাওশাব (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একবার তিনি যবের আটা ও পুরোনো গন্ধযুক্ত চর্বি নিয়ে নবী ﷺ -এর নিকট উপস্থিত হলেন। রাবী বলেন, আমি তাঁকে বলতে শুনেছি যে, মদীনায় অবস্থান কালে তাঁর বর্ম জনৈক ইয়াহূদীর নিকট বন্ধক রেখে তিনি নিজ পরিবারের জন্য তার থেকে যব খরিদ করেন। [রাবী কাতাদা (র.) বলেন] আমি তাঁকে [আনাস (রা.)-কে] বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ ﷺ -এর পরিবারের কাছে এক সা' পরিমাণ গম বা এক সা' পরিমাণ আটাও থাকত না, অথচ সে সময় তাঁরা নয়জন সহধর্মিণী ছিলেন।

١٢٩١. بَابُ كَسْبِ الرَّجُلِ وَعَمَلِهِ بِيَدِهِ

১২৯১. পরিচ্ছেদ ঃ লোকের উপার্জন এবং নিজ হাতে কাজ করা

١٦٤٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِىْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ اَبُوْ بَكْرِ نِ الصِّدِّيْقُ قَالَ : لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِىْ اَنَّ حِرْفَتِىْ لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُنَةِ اَهْلِىْ وَشُغِلْتُ بِاَمْرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَسَيَاْكُلُ اٰلُ اَبِىْ بَكْرٍ مِنْ هٰذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيْنَ فِيْهِ

১৯৪০ ইসমাঈল ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)-কে খলীফা বানানো হল, তখন তিনি বললেন, আমার কওম জানে যে, আমার উপার্জন আমার পরিবারের ভরণ পোষণে অপর্যাপ্ত ছিল না। কিন্তু এখন আমি মুসলিম জনগণের কাজে সার্বক্ষণিক ব্যাপৃত হয়ে গেছি। অতএব আবূ বকরের পরিবার এই রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে খাদ্য গ্রহণ করবে এবং আবূ বকর (রা.) মুসলিম জনগণের সম্পদের তত্ত্বাবধান করবে।

١٩٤١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ قَالَ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْاَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَ اَصْحَابُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عُمَّالَ اَنْفُسِهِمْ فَكَانَ يَكُوْنُ لَهُمْ اَرْوَاحٌ فَقِيْلَ لَهُمْ لَوِ اغْتَسَلْتُمْ رَوَاهُ هَمَّامٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ

banglainternet.com

১৯৪১ মুহাম্মদ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সাহাবীগণ নিজেদের কাজ-কর্ম নিজেরা করতেন। ফলে তাদের শরীর থেকে ঘামের গন্ধ বের হত। সেজন্য তাদের

বলা হল, যদি তোমরা গোসল করে নাও (তবে ভাল হয়)। হাম্মাম (র.),... 'আয়িশা (রা.) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٩٤٢ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسَى عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

১৯৪২ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.),... মিকদাম (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নিজ হাতে উপার্জিত জীবিকার খাদ্যের চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেউ খায় না। আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ.) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন।

١٩٤٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

১৯৪৩ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র নবী দাঊদ (আ.) নিজের হাতের উপার্জন থেকেই খেতেন।

١٩٤٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فَيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ -

১৯৪৪ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন বুকাইর (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে এক বোঝা লাকড়ী সংগ্রহ করে পিঠে বহন করে নেওয়া উত্তম কারো কাছে সাওয়াল করার চাইতে। (যার কাছে যাবে) সে দিতেও পারে অথবা নাও দিতে পারে।

١٩٤٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ وَثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ الْحَدِيثَ

banglainternet.com

১৯৪৫ ইয়াহ্‌ইয়া ইব্‌ন মূসা (র.)...যুবাইর ইব্‌ন আওয়াম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ

বলেছেন, তোমাদের কারো পক্ষে তার রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে বের হওয়া তার সাওয়াল করা থেকে উত্তম। আবূ নু'আঈম (র.) বলেন, মুহাম্মদ ইব্ন সওয়াব ও ইব্ন নুমাইর (র.) হিশাম (র.)-এর মাধ্যমে তার পিতা থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٢٩٢. بَابُ السُّهُوْلَةِ وَالسَّمَاحَةِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَمَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِيْ عَفَافٍ

১২৯২. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে নম্রতা ও সদ্ব্যবহার। আর যে ব্যক্তি তার পাওনার তাগাদা করে সে যেন অন্যায় বর্জন করে তাগাদা করে।

١٩٤٦ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ رَحِمَ اللّٰهُ رَجُلاً سَمْحًا اِذَا بَاعَ وَاِذَا اشْتَرَى وَاِذَا اقْتَضٰى

১৯৪৬ আলী ইব্ন আইয়্যাশ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় এবং পাওনা তাগাদায় নম্র ব্যবহার করে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর রহম করুন।

١٢٩٣. بَابُ مَنْ اَنْظَرَ مُوْسِرًا

১২৯৩. পরিচ্ছেদ ঃ সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেওয়া

١٩٤٧ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ اَنَّ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ حَدَّثَهُ اَنَّ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوْحَ رَجُلٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَالُوْا اَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ كُنْتُ اٰمُرُ فِتْيَانِيْ اَنْ يُنْظِرُوْا وَيَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُوْسِرِ قَالَ قَالَ فَتَجَاوَزُوْا عَنْهُ وَقَالَ اَبُوْ مَالِكٍ عَنْ رِبْعِيٍّ كُنْتُ اُيَسِّرُ عَلَى الْمُوْسِرِ وَاُنْظِرُ الْمُعْسِرَ، وَتَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ وَقَالَ اَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ رِبْعِيٍّ فَاَنْظِرُ الْمُوْسِرَ، وَاَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ وَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ اَبِيْ هِنْدٍ عَنْ رِبْعِيٍّ فَاَقْبَلُ مِنَ الْمُوْسِرِ، وَاَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُعْسِرِ

banglainternet.com

১৯৪৭ আহমদ ইব্ন ইউনুস (র.)... হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তিগণের মধ্যে এক ব্যক্তির রূহের সাথে ফেরেশতা সাক্ষাৎ করে জিজ্ঞাসা করলেন! তুমি কি কোন নেক কাজ করেছ? লোকটি উত্তর দিল, আমি আমার কর্মচারীদের আদেশ করতাম যে, তারা যেন সচ্ছল ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় এবং তার উপর পীড়াপীড়ি না করে। রাবী বলেন, তিনি বলেছেন, ফেরেশতারাও তাঁকে ক্ষমা করে দেন। আবূ মালিক (র.) রিব্ঈ ইব্ন হিরাশ (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি সচ্ছল ব্যক্তির ব্যাপারে সহজ করতাম এবং অভাবগ্রস্তকে অবকাশ দিতাম। শু'বা (র.) আবদুল মালিক (র.) থেকে অনুরূপ বর্ণনা করেন। আবু আওয়ানা (র.) আবদুল মালিক (র.) সূত্রে বর্ণনা করেন, আমি সচ্ছলকে অবকাশ দিতাম এবং অভাবগ্রস্তকে মাফ করে দিতাম এবং নুআঈম ইব্ন আবূ হিন্দ (র.) রিব্ঈ (র.) সূত্রে বলেন, আমি সচ্ছল ব্যক্তি থেকে গ্রহণ করতাম এবং অভাবগ্রস্তকে ক্ষমা করে দিতাম।

١٢٩٤. بَابٌ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا

১২৯৪. পরিচ্ছেদ ঃ অভাবগ্রস্তকে অবকাশ প্রদান করা

١٩٤٨ حَدَّثَنَا هِشَامُ ابْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا يَحْيَ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ لَعَلَّ اللّٰهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ عَنَّا فَتَجَاوَزَ اللّٰهُ عَنْهُ

১৯৪৮ হিশাম ইব্ন আম্মার (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যবসায়ী লোকদের ঋণ দিত। কোন অভাবগ্রস্তকে দেখলে সে তার কর্মচারীদের বলত, তাকে মাফ করে দাও, হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের মাফ করে দিবেন। এর ফলে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে মাফ করে দেন।

١٢٩٥. بَابٌ إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا وَيُذْكَرُ عَنِ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ كَتَبَ لِي النَّبِيُّ ﷺ هٰذَا مَا اشْتَرَى مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنَ الْعَدَّاءِ بْنِ خَالِدٍ بَيْعَ الْمُسْلِمِ الْمُسْلِمَ لَا دَاءَ وَلَا خِبْثَةَ وَلَا غَائِلَةَ ، وَقَالَ قَتَادَةُ الْغَائِلَةُ الزِّنَا وَالسَّرِقَةُ وَالْإِبَاقُ وَقِيْلَ لِإِبْرَاهِيْمَ إِنَّ بَعْضَ النَّخَّاسِيْنَ يُسَمِّي أَرِيَّ خُرَاسَانَ وَسِجِسْتَانَ فَيَقُوْلُ جَاءَ أَمْسِ مِنْ خُرَاسَانَ جَاءَ الْيَوْمَ مِنْ

banglainternet.com

سِجِسْتَانَ ، فَكَرِهَهُ كَرَاهِيَةً شَدِيْدَةً ، وَ قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ لاَ يَحِلُّ لاِمْرِئٍ يَبِيْعُ سِلْعَةً يَعْلَمُ اَنَّ بِهَا دَاءً اِلاَّ اَخْبَرَهُ

১২৯৫. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রেতা -বিক্রেতা কর্তৃক কোন কিছু গোপন না করে পণ্যের পূর্ণ অবস্থা বর্ণনা করা এবং একে অন্যের কল্যাণ কামনা করা। আব্দা ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ আমাকে লিখে দেন যে, এটি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আব্দা ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে খরিদ করলেন। এ হলো এক মুসলিমের সঙ্গে আর এক মুসলিমের ক্রয়-বিক্রয়। এতে নেই কোন খুঁৎ, কোন অবৈধতা এবং গায়েলা। কাতাদা (র.) বলেন, গায়িলা অর্থ ব্যভিচার, চুরি ও পলায়নের অভ্যাস। ইবরাহীম নাখয়ী (র.)-কে বলা হল, কোন কোন দালাল খুরাসান ও সিজিস্তান এর খাসবারশি নাম উচ্চারণ করে এবং বলে, এটি কালকে এসেছে খুরাসান থেকে, আর এটি আজ এসেছে সিজিস্তান থেকে। তিনি এরূপ বলাকে খুবই গর্হিত মনে করলেন। উকবা ইব্ন আমির (র.) বলেন, কোন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সে কোন পণ্য বিক্রি করছে এবং এর দোষ-ত্রুটি জেনেও তা প্রকাশ করে না।

١٩٤٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ رَفَعَهُ اِلَى حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

১৯৪৯ সুলায়মান ইব্ন হারব (র.) .... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়, ততক্ষণ তাদের ইখ্তিয়ার থাকবে। যদি তারা সত্য বলে এবং অবস্থা ব্যক্ত করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে আর যদি মিথ্যা বলে এবং দোষ গোপন করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।

١٢٩٦. بَابُ بَيْعِ الْخَلْطِ مِنَ التَّمْرِ

১২৯৬. পরিচ্ছেদ ঃ মিশ্রিত খেজুর বিক্রি করা

١٩٥٠ حَدَّثَنَا اَبُوْنُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيٰى عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُرْزَقُ تَمْرَ الْجَمْعِ وَهُوَ الْخَلْطُ مِنَ التَّمْرِ وَكُنَّا نَبِيْعُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَصَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَدِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ

banglainternet.com

১৯৫০ আবূ নুআঈম (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমাদের মিশ্রিত খেজুর দেওয়া হত, আমরা তার দু'সা' এক সা'-এর বিনিময়ে বিক্রি করতাম। নবী ﷺ বললেন, এক সা' এর পরিবর্তে দু'সা' এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দু'দিরহাম বিক্রি করবে না।

١٢٩٧. بَابُ مَا قِيْلَ فِى اللَّحَّامِ وَالْجَزَّارِ

১২৯৭. পরিচ্ছেদ ঃ গোশ্‌ত বিক্রেতা ও কসাই প্রসংগে

١٩٥١ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ قَالَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِىْ شَقِيْقٌ عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْاَنْصَارِ يُكْنَى اَبَا شُعَيْبٍ ، فَقَالَ لِغُلَامٍ لَهُ قَصَّابٍ اِجْعَلْ لِىْ طَعَامًا يَكْفِىْ خَمْسَةً، فَاِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ اَدْعُوَ النَّبِىَّ ﷺ خَامِسَ خَمْسَةٍ فَاِنِّىْ قَدْ عَرَفْتُ فِىْ وَجْهِهِ الْجُوْعَ فَدَعَاهُمْ فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّ هٰذَا قَدْ تَبِعَنَا فَاِنْ شِئْتَ اَنْ تَاْذَنَ لَهُ فَاْذَنْ لَهُ وَاِنْ شِئْتَ اَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ فَقَالَ لَا بَلْ قَدْ اَذِنْتُ لَهُ

১৯৫১ উমর ইব্‌ন হাফস (র.)..... আবূ মাস্‌উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ শুআইব নামক জনৈক আনসারী এসে তার কসাই গোলামকে বললেন, পাঁচ জনের উপযোগী খাবার তৈরী কর। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-সহ পাঁচ জনকে দাওয়াত করতে যাই। তাঁর চেহারায় আমি ক্ষুধার চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তারপর সে লোক এসে দাওয়াত দিলেন। তাদের সঙ্গে আরেকজন অতিরিক্ত এলেন। নবী ﷺ বললেন, এ আমাদের সঙ্গে এসেছে, তুমি ইচ্ছা করলে একে অনুমতি দিতে পার আর তুমি যদি চাও সে ফিরে যাক, তবে সে ফিরে যাবে। সাহাবী বললেন, না, বরং আমি তাকে অনুমতি দিলাম।

١٢٩٨. بَابُ مَا يُمْحَقُ الْكَذِبُ وَالْكِتْمَانُ فِى الْبَيْعِ

১২৯৮. পরিচ্ছেদ ঃ মিথ্যা বলা ও দোষ গোপন করায় ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট হওয়া

١٩٥٢ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَّرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْخَلِيْلِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ قَالَ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

banglainternet.com

১৯৫২ বদল ইব্‌ন মুহাব্বার (র.)... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে। যদি তাঁরা সত্য বলে ও যথাযথ

অবস্থা বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি পণ্যের প্রকৃত অবস্থা গোপন করে ও মিথ্যা বলে তবে ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত চলে যাবে।

١٢٩٩. بَابُ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالَى : يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

১২৯৯. পরিচ্ছেদ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা চক্র বৃদ্ধি হারে সূদ খেয়ো না এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার (৩ ঃ ১৩০)।

١٩٥٣ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ ذِئْبٍ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَيَاْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا اَخَذَ الْمَالَ اَمِنْ حَلَالٍ اَمْ مِنْ حَرَامٍ

১৯৫৩ আদম ইব্‌ন আবূ ইয়াস (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ বলেছেন, মানুষের উপর এমন এক যুগ অবশ্যই আসবে যখন মানুষ পরোয়া করবে না যে কিভাবে সে মাল অর্জন করল হালালা থেকে না হারাম থেকে।

١٣٠٠. بَابُ اٰكِلِ الرِّبٰوا وَشَاهِدِهٖ وَكَاتِبِهٖ وَقَوْلُهٗ تَعَالَى : اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا .... فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

১৩০০. পরিচ্ছেদ ঃ সূদ গ্রহণকারী, তার সাক্ষী ও লেখক। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ যারা সূদ খায় তারা সেই ব্যক্তিরই ন্যায় দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এ জন্য যে, তারা বলে, বেচাকেনা তো সূদের মত..... তারা অগ্নির অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে (২ ঃ ২৭৫)।

١٩٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ اٰخِرُ الْبَقَرَةِ قَرَاَهُنَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْهِمْ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ حَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ

banglainternet.com

১৯৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন বাশ্‌শার (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হল, তখন নবী ﷺ তা মসজিদে পড়ে শোনালেন। তারপর মদের ব্যবসা হারাম বলে ঘোষণা করেন।

١٩٥٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ رَاَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ اَتَيَانِىْ فَاَخْرَجَانِىْ اِلٰى اَرْضٍ مُقَدَّسَةٍ فَانْطَلَقْنَا حَتّٰى اَتَيْنَا عَلٰى نَهَرٍ مِنْ دَمٍ فِيْهِ رَجُلٌ قَائِمٌ وَعَلٰى وَسَطِ النَّهَرِ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ حِجَارَةٌ فَاَقْبَلَ الرَّجُلُ الَّذِىْ فِى النَّهَرِ فَاِذَا اَرَادَ الرَّجُلُ اَنْ يَّخْرُجَ رَمَى الرَّجُلُ بِحَجَرٍ فِىْ فِيْهِ فَرَدَّهُ حَيْثُ كَانَ فَجَعَلَ كُلَّمَا جَاءَ لِيَخْرُجَ رَمٰى فِىْ فِيْهِ بِحَجَرٍ فَيَرْجِعُ كَمَا كَانَ فَقُلْتُ مَا هٰذَا فَقَالَ الَّذِىْ رَاَيْتَهُ فِى النَّهَرِ اٰكِلُ الرِّبَا

১৯৫৫ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... সামুরা ইব্ন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, আজ রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি যে, দু'ব্যক্তি আমার নিকট এসে আমাকে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে এক রক্তের নদীর কাছে পৌঁছলাম। নদীর মধ্যস্থলে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে এবং আরেক ব্যক্তি নদীর তীরে, তার সামনে পাথর পড়ে রয়েছে। নদীর মাঝখানের লোকটি যখন বের হয়ে আসতে চায় তখন তীরের লোকটি তার মুখে পাথর খণ্ড নিক্ষেপ করে তাকে স্বস্থানে ফিরিয়ে দিচ্ছে। এভাবে যতবার সে বেরিয়ে আসতে চায় ততবারই তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করছে আর সে স্বস্থানে ফিরে যাচ্ছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ কে? সে বলল, যাকে আপনি (রক্তের) নদীতে দেখেছেন, সে হল সূদখোর।

١٣٠١. بَابُ مُوْكِلِ الرِّبٰوا ، لِقَوْلِهِ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا... ...ثُمَّ تُوَفّٰى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هٰذِهِ اٰخِرُ اٰيَةٍ نَزَلَتْ عَلَى النَّبِىِّ ﷺ

১৩০১. পরিচ্ছেদ ঃ সূদদাতা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সূদের যা বকেয়া আছে, তা ছেড়ে দাও। ....কর্মফল পুরাপুরি দেওয়া হবে আর তাদের প্রতি কোনরূপ অন্যায় করা হবে না.(২ ঃ ২৭৮ - ২৮১)। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন. এটিই শেষ আয়াত, যা নবী ﷺ -এর উপর নাযিল হয়েছে।

١٩٥٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَوْنِ بْنِ اَبِىْ جُحَيْفَةَ قَالَ : رَاَيْتُ اَبِىْ اشْتَرٰى عَبْدًا حَجَّامًا فَاَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَاَلْتُهُ فَقَالَ : نَهٰى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَثَمَنِ الدَّمِ وَنَهٰى عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوْشُوْمَةِ وَاٰكِلِ الرِّبَا وَمُوْكِلِهِ وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

BanglaInternet.com

১৯৫৬ আবুল ওয়ালীদ (র.)... আওন ইব্ন আবূ জুহাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার পিতাকে দেখেছি, তিনি এক গোলাম খরিদ করেন যে শিঙ্গা লাগানোর কাজ করত। তিনি তার শিঙ্গার

যন্ত্রপাতি সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তা ভেঙ্গে ফেলা হল। আমি এ ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, নবী ﷺ কুকুরের মূল্য এবং রক্তের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন, আর দেহে দাগ দেওয়া ও লওয়া থেকে নিষেধ করেছেন। সূদ খাওয়া ও খাওয়ানো নিষেধ করেছেন আর ছবি অংকনকারীর উপর লা'নত করেছেন।

١٣٠٢. بَابُ يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ

১৩০২. পরিচ্ছেদ ঃ (আল্লাহ্ তা'আলার বাণী) ঃ আল্লাহ্ সূদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ্ কোন অকৃজ্ঞ পাপীকে ভালবাসেন না (২ঃ২৭৬)।

١٩٥٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُوْنُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ اَنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ الْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ -

১৯৫৭ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.) .... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে বলতে শুনেছি, মিথ্যা কসম পণ্য চালু করে দেয় বটে, কিন্তু বরকত নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

١٣٠٣. بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ

১৩০৩. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে কসম খাওয়া নিষিদ্ধ

١٩٥٨ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ اَوْفٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَقَامَ سِلْعَةً وَهُوَ فِى السُّوْقِ فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدْ اُعْطِىَ بِهَا مَالَمْ يُعْطَ لِيُوْقِعَ فِيْهَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَنَزَلَتْ : اِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً

১৯৫৮ আমর ইব্ন মুহাম্মদ (র.) ... আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবূ আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি বাজারে পণ্য আমদানী করে আল্লাহ্র নামে কসম খেল যে, এর এত দাম লাগান হয়েছে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তা কেউ বলেনি। এতে তার উদ্দেশ্য সে যেন কোন মুসলিমকে পণ্যের ব্যাপারে ধোঁকায় ফেলতে পারে। এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল হয়, যারা আল্লাহর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছমূল্যে বিক্রি করে (৩ ঃ৭৭)।

banglainternet.com

١٣٠٤. بَابُ مَا قِيْلَ فِى الصَّوَّاغِ وَقَالَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِىُّ ﷺ لاَيُخْتَلَى خَلاَهَا قَالَ الْعَبَّاسُ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَاِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَبُيُوْتِهِمْ فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ

১৩০৪. পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণকার প্রসঙ্গে। তাউস (র.) ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, মক্কার কাচা ঘাস কাটা যাবে না। আব্বাস (রা.) বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস ব্যতীত। কেননা তা মক্কাবাসীদের কর্মকারদের ও তাদের ঘরের কাজে ব্যবহৃত হয়। নবী ﷺ বলেন, আচ্ছা, ইযখির ঘাস ব্যতীত।

١٩٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِىْ عَلِىُّ بْنُ حُسَيْنٍ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ عَلِيًّا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ لِىْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِىْ مِنَ الْمَغْنَمِ، وَكَانَ النَّبِىُّ ﷺ اَعْطَانِىْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُسِ فَلَمَّا اَرَدْتُ اَنْ اَبْتَنِىَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ اَنْ يَرْتَحِلَ مَعِىَ فَنَاتِىَ بِاِذْخِرٍ اَرَدْتُ اَنْ اَبِيْعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِيْنَ بِهِ فِىْ وَلِيْمَةِ عُرْسِىْ

১৯৫৯ আবদান (র.)... হুসাইন ইব্ন আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন, আলী (রা.) বলেছেন, (বদর যুদ্ধের) গনীমতের মাল থেকে আমার অংশের একটি উটনী ছিল এবং নবী ﷺ তাঁর খুমস্ থেকে একটি উটনী আমাকে দান করলেন। যখন আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কন্যা ফাতিমা (রা.) এর সঙ্গে বাসর রাত যাপনের ইচ্ছা করলাম সে সময় আমি কায়নুকা গোত্রের একজন স্বর্ণকারের সাথে এই চুক্তি করেছিলাম যে, সে আমার সঙ্গে (জংগলে) যাবে এবং ইযখির ঘাস বহন করে আনবে এবং তা স্বর্ণকারদের নিকট বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা আমার বিবাহের ওয়ালীমার ব্যবস্থা করব।

١٩٦٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَلَمْ تَحِلَّ لاَحَدٍ قَبْلِىْ وَلاَ لاَحَدٍ بَعْدِىْ وَاِنَّمَا حَلَّتْ لِىْ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ لاَيُخْتَلَى خَلاَهَا وَلاَيُعْضَدُ شَجَرُهَا وَ لاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُلْتَقَطُ لُقَطَتُهَا اِلاَّ لِمُعَرِّفٍ وَقَالَ عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اِلاَّ الْاِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَلِسُقُفِ بُيُوْتِنَا فَقَالَ اِلاَّ الْاِذْخِرَ فَقَالَ عِكْرِمَةُ هَلْ تَدْرِىْ مَا يُنَفِّرُ صَيْدَهَا هُوَ اَنْ تُنَحِّيَهُ مِنَ الظِّلِّ وَتَنْزِلَ مَكَانَهُ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدٍ لِصَاغَتِنَا وَقُبُوْرِنَا

banglainternet.com

১৯৬০ ইসহাক (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ (মক্কা বিজয়ের দিন) বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা মক্কায় (রক্তপাত) হারাম করে দিয়েছেন। আমার আগেও কারো জন্য মক্কা হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল করা হবে না। আমার জন্য শুধুমাত্র দিনের কিছু অংশে মক্কায় (রক্তপাত) হালাল হয়েছিল। মক্কার কোন ঘাস কাটা যাবে না, কোন গাছ কাটা যাবে না। কোন শিকারকে তাড়ানো যাবে না। ঘোষণাকারী ব্যতীত কেউ মক্কার যমীনে পড়ে থাকা মাল উঠাতে পারবে না। তখন আব্বাস ইব্ন আবদুল মুত্তালিব (রা.) বললেন, কিন্তু ইযখির ঘাস, যা আমাদের স্বর্ণকারদের ও আমাদের ঘরের ছাদের জন্য ব্যবহৃত তা ব্যতীত। নবী ﷺ বললেন, ইযখির ঘাস ব্যতীত। রাবী ইকরামা (র.) বলেন, তুমি জানো শিকার তাড়ানোর অর্থ কি? তা হল, ছায়ায় অবস্থিত শিকারকে তাড়িয়ে তার স্থানে নিজে বসা। আবদুল ওহাব (র,) খালিদ (র.) সূত্রে বলেছেন, আমাদের স্বর্ণকারদের জন্য ও আমাদের কবরের জন্য।

١٣٠٥. بَابُ ذِكْرِ الْقَيْنِ وَالْحَدَّادِ

১৩০৫ পরিচ্ছেদঃ তীরের ফলক প্রস্তুতকারী ও কর্মকার প্রসংগে

١٩٦١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيْ عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِي الضُّحٰى عَنْ مَسْرُوْقٍ عَنْ خَبَّابٍ قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِيْ عَلَى الْعَاصِ ابْنِ وَائِلٍ دَيْنٌ فَاَتَيْتُهُ اَتَقَاضَاهُ قَالَ لاَ اُعْطِيْكَ حَتّٰى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ ﷺ فَقُلْتُ لاَ اَكْفُرُ حَتّٰى يُمِيْتَكَ اللّٰهُ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ دَعْنِيْ حَتّٰى اَمُوْتَ وَاُبْعَثَ فَسَاُوْتٰى مَالاً وَوَلَدًا فَاَقْضِيْكَ فَنَزَلَتْ : اَفَرَءَيْتَ الَّذِيْ كَفَرَ بِاٰيَاتِنَا وَقَالَ لَاُوْتَيَنَّ مَالاً وَّوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا

১৯৬১ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... খাব্বাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, জাহিলিয়্যাতের যুগে আমি কর্মকারের পেশায় ছিলাম। 'আস ইব্ন ওয়াইলের কাছে আমার কিছু পাওনা ছিল আমি তার কাছে তাগাদা করতে গেলে সে বলল, যতক্ষণ তুমি মুহাম্মদ ﷺ-কে অস্বীকার না করবে ততক্ষণ আমি তোমাকে তোমার পাওনা দিব না। আমি বললাম, আল্লাহ্ তোমাকে মৃত্যু দিয়ে তারপর তোমাকে পুনরোত্থিত করা পর্যন্ত আমি তাঁকে অস্বীকার করব না। সে বলল, আমি মরে পুনরোত্থিত হওয়া পর্যন্ত আমাকে অব্যাহতি দাও। শীগ্গীরই আমাকে সম্পদ ও সন্তান দেওয়া হবে, তখন আমি তোমার পাওনা পরিশোধ করব। এ প্রসঙ্গে এ আয়াত নাযিল হলঃ তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখান করে এবং বলে আমাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দেওয়া হবেই (১৯৪৭৭)।

banglainternet.com

١٣٠٦. بَابُ الْخِيَاطِ

১৩০৬. পরিচ্ছেদ ঃ দরজী প্রসঙ্গে

١٩٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ

اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ اِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى ذٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ ، قَالَ فَلَمْ اَزَلْ اُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ

১৯৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক দরজী খাবার তৈরী করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে দাওয়াত করলেন। আনাস ইব্ন মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সামানে রুটি এবং সুরুয়া যাতে কদু ও গোশ্তের টুকরা ছিল, পেশ করলেন। আমি নবী ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, পেয়ালার পার্শ্ব থেকে তিনি কদুর টুকরা খোঁজ করে নিচ্ছেন। সেদিন থেকে আমি সর্বদা কদু ভালবাসতে থাকি।

١٣٠٧. بَابُ النَّسَّاجِ

১৩০৭. পরিচ্ছেদ ঃ তাঁতী প্রসঙ্গে

١٩٦٣ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ اَبِىْ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَتِ امْرَاَةٌ بِبُرْدَةٍ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْبُرْدَةُ فَقِيْلَ لَهُ نَعَمْ هِىَ الشَّمْلَةُ مَنْسُوْجٌ فِىْ حَاشِيَتِهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ نَسَجْتُ هٰذِهِ بِيَدِىَّ اَكْسُوْكَهَا فَاَخَذَهَا النَّبِىُّ ﷺ مُحْتَاجًا اِلَيْهَا فَخَرَجَ اِلَيْنَا وَاِنَّهَا اِزَارُهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اُكْسُنِيْهَا فَقَالَ نَعَمْ فَجَلَسَ النَّبِىُّ ﷺ فِى الْمَجْلِسِ ثُمَّ رَجَعَ فَطَوَاهَا ، ثُمَّ اَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَالَ لَهُ الْقَوْمُ مَا اَحْسَنْتَ سَاَلْتَهَا اِيَّاهُ وَلَقَدْ عَرَفْتَ اَنَّهُ لَا يَرُدُّ سَائِلًا فَقَالَ الرَّجُلُ وَاللّٰهِ مَا سَاَلْتُهُ اِلَّا لِتَكُوْنَ كَفَنِىْ يَوْمَ اَمُوْتُ قَالَ سَهْلٌ فَكَانَتْ كَفَنَهُ

১৯৬৩ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... সাহল ইব্ন সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক মহিলা একটি বুরদা আনলেন। (সাহল রা.) বললেন, তোমরা জান বুরদা কি? তাকে বলা হয়, হ্যাঁ, তা হল এমন চাদর, যার পাড় বুনানো। মহিলা বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনাকে পরিধান করানোর জন্য আমি এটি নিজ হাতে বুনে নিয়ে এসেছি। নবী ﷺ তা গ্রহণ করলেন এবং তাঁর এর প্রয়োজন ছিল। তারপর তিনি তা তহবন্দরূপে পরিধান করে আমাদের সামনে এলেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তা আমাকে পরিধান করতে দিন। তিনি

banglainternet.com

বললেন, আচ্ছা। নবী ﷺ কিছুক্ষণ মজলিসে বসে পরে ফিরে গেলেন। তারপর চাদরটি ভাঁজ করে সে লোকটির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। লোকজন সে ব্যক্তিকে বললেন, তুমি ভাল কর নি, তুমি তাঁর কাছে চাদরটি চেয়ে ফেললে, অথচ তুমি জান যে, তিনি কোন সাওয়ালকারীকে ফিরিয়ে দেন না। সে লোকটি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম, আমি চাদরটি এ জন্যই সাওয়াল করেছি যে, তা যাতে আমার মৃত্যুর পর আমার কাফন হয়। রাবী সাহল (রা.) বলেন, সেটি তার কাফন হয়েছিল।

١٣٠٨. بَابُ النَّجَّارِ

১৩০৮. পরিচ্ছেদ ঃ সূত্রধর প্রসংগে

١٩٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ عَنْ اَبِى حَازِمٍ قَالَ اَتَى رِجَالٌ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ يَسْاَلُوْنَهُ عَنِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ بَعَثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلَى فُلَانَةَ اِمْرَاَةٍ قَدْ سَمَّاهَا سَهْلٌ اَنْ مُرِىْ غُلَامَكِ النَّجَّارَ يَعْمَلْ لِى اَعْوَادًا اَجْلِسُ عَلَيْهِنَّ اِذَا كَلَّمْتُ النَّاسَ فَاَمَرَتْهُ يَعْمَلُهَا مِنْ طَرْفَاءِ الْغَابَةِ ثُمَّ جَاءَ بِهَا فَاَرْسَلَتْ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ بِهَا فَاَمَرَ بِهَا فَوُضِعَتْ فَجَلَسَ عَلَيْهِ۔

১৯৬৪ কুতাইবা ইব্‌ন সাঈদ (র.)... আবূ হাযিম (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিছু লোক সাহল ইব্‌ন সা'দ (রা.) -এর কাছে এসে মিম্বরে নবী ﷺ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ একজন (আনসারী) মহিলা সাহল (রা.) যার নাম উল্লেখ করেছিলেন, তার কাছে তিনি সংবাদ পাঠালেন যে, তোমার সূত্রধর গোলামকে বল, সে যেন আমার জন্য কাঠ দিয়ে একটি (মিম্বর) তৈরি করে দেয়। লোকদের সাথে কথা বলার সময় যার উপর আমি বসতে পারি। সে মহিলা তাকে গাবা নামক স্থানের কাঠ দিয়ে মিম্বর বানানোর নির্দেশ দিলেন। তারপর গোলামটি তা নিয়ে এল এবং সে মহিলা এটি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তার নির্দেশক্রমে তা স্থাপন করা হল, পরে তার উপর নবী ﷺ উপবেশন করলেন।

١٩٦٥ حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيٰى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ اَيْمَنَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اِمْرَاَةً مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَا اَجْعَلُ لَكَ شَيْئًا تَقْعُدُ عَلَيْهِ فَاِنَّ لِى غُلَامًا نَجَّارًا قَالَ اِنْ شِئْتِ قَالَ فَعَمِلَتْ لَهُ الْمِنْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ قَعَدَ النَّبِىُّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ الَّذِىْ صُنِعَ فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ الَّتِىْ كَانَ يَخْطُبُ عِنْدَهَا حَتّٰى كَادَتْ اَنْ تَنْشَقَّ فَنَزَلَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى اَخَذَهَا فَضَمَّهَا اِلَيْهِ فَجَعَلَتْ تَئِنُّ اَنِيْنَ الصَّبِىِّ الَّذِىْ يُسَكَّتُ حَتّٰى اسْتَقَرَّتْ قَالَ بَكَتْ عَلٰى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّكْرِ۔

১৯৬৫ খাল্লাদ ইব্ন ইয়াহ্ইয়া (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একজন আনসারী মহিলা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি আপনার জন্য এমন একটি জিনিস তৈরি করে দিব না, যার উপর আপনি উপবেশন করবেন? কেননা, আমার একজন সূত্রধর গোলাম আছে। তিনি বললেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তারপর সে মহিলা তাঁর জন্য মিম্বর বানিয়ে দিলেন। যখন জুমু'আর দিন হলো, নবী ﷺ সেই তৈরি মিম্বরের উপরে বসলেন। সে সময় যে খেঁজুর গাছের কাণ্ডের উপর ভর দিয়ে তিনি খুতবা দিতেন, সেটি এমনভাবে চীৎকার করে উঠল, যেন তা ফেটে পড়বে। নবী ﷺ নেমে এসে তাকে নিজের সংগে জড়িয়ে ধরলেন। তখন সেটি ফোঁপাতে লাগল, যেমন ছোট শিশুকে চুপ করানোর সময় ফোঁপায়। অবশেষে তা স্থির হয়ে গেল। (রাবী বলেন,) খেঁজুর কাণ্ডটি যে যিকির- নসীহত শুনত, তা হারানোর কারণে কেঁদেছিল।

١٣٠٩. بَابُ شِرَى الْإِمَامِ الْحَوَائِجَ بِنَفْسِهِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اِشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ جَمَلاً مِنْ عُمَرَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا جَاءَ مُشْرِكٌ بِغَنَمٍ فَاشْتَرَى النَّبِيُّ ﷺ مِنْهُ شَاةً وَاشْتَرٰى مِنْ جَابِرٍ بَعِيْرًا.

১৩০৯. পরিচ্ছেদ ঃ ইমাম কর্তৃক নিজেই প্রয়োজনীয় বস্তু খরিদ করা। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, নবী ﷺ উমর (রা.)-এর নিকট থেকে একটি উট খরিদ করেছিলেন। আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) বলেন, জনৈক মুশরিক তার ছাগলের পাল নিয়ে আসলে নবী ﷺ তার থেকে একটি বকরী খরিদ করেন। আর তিনি জাবির (রা.) থেকে একটি উট খরিদ করেছিলেন।

١٩٦٦ حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ عِيْسٰى حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِشْتَرٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيْئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

১৯৬৬ ইউসুফ ইব্ন ঈসা (র.)...'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জনৈক ইয়াহূদী থেকে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করেন এবং নিজের লৌহ বর্ম তার কাছে বন্ধক রাখেন।

١٣١٠. بَابُ شِرَاءِ الدَّوَابِّ وَالْحَمِيْرِ، وَاِذَا اشْتَرٰى دَابَّةً اَوْ جَمَلاً وَهُوَ عَلَيْهِ هَلْ يَكُوْنُ ذٰلِكَ قَبْضًا قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ . وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِعْنِيْهِ جَمَلَكَ

banglainternet.com

১৩১০. পরিচ্ছেদ ঃ জন্তু ও গাধা খরিদ করা। জন্তু বা উট খরিদ কালে বিক্রেতা যদি তার পিঠে আরোহী অবস্থায় থাকে তবে তার অবতরণের পূর্বেই কি ক্রেতার হস্তগত হয়েছে বলে গণ্য

হতে পারে? ইব্ন উমর (রা.) বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ উমর (রা.) -কে বললেন, আমার কাছে তা অর্থাৎ অবাধ্য উটটি বিক্রয় করে দাও।

١٩٦٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزَاةٍ فَأَبْطَأَ بِي جَمَلِيْ وَاَعْيَا فَاَتَى عَلَيَّ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ جَابِرٌ، فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ مَا شَأْنُكَ، قُلْتُ اَبْطَأَ عَلَيَّ جَمَلِي وَاَعْيَا فَتَخَلَّفْتُ فَنَزَلَ يَحْجُنُهُ بِمِحْجَنِهِ ثُمَّ قَالَ : اِرْكَبْ فَرَكِبْتُ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ اَكُفُّهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ بِكْرًا اَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ اَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ قُلْتُ اِنَّ لِي اَخَوَاتٍ فَاَحْبَبْتُ اَنْ اَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ، قَالَ اَمَا اِنَّكَ قَادِمٌ فَاِذَا قَدِمْتَ فَالْكَيْسَ الْكَيْسَ، ثُمَّ قَالَ اَتَبِيْعُ جَمَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَاشْتَرَاهُ مِنِّي بِاُوْقِيَّةٍ ثُمَّ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَبْلِي وَقَدِمْتُ بِالْغَدَاةِ فَجِئْنَا اِلَى الْمَسْجِدِ فَوَجَدْتُهُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ قَالَ اَلْاٰنَ قَدِمْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَدَعْ جَمَلَكَ فَادْخُلْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَدَخَلْتُ فَصَلَّيْتُ فَاَمَرَ بِلَالًا اَنْ يَزِنَ لِي اُوْقِيَّةً فَوَزَنَ لِي بِلَالٌ فَاَرْجَحَ لِي فِي الْمِيْزَانِ فَانْطَلَقْتُ حَتّٰى وَلَّيْتُ فَقَالَ اُدْعُ لِي جَابِرًا قُلْتُ اَلْاٰنَ يَرُدُّ عَلَيَّ الْجَمَلَ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٍ اَبْغَضَ اِلَيَّ مِنْهُ قَالَ خُذْ جَمَلَكَ وَلَكَ ثَمَنُهُ -

১৯৬৭ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.)....জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক যুদ্ধে আমি নবী ﷺ -এর সঙ্গে ছিলাম। আমার উটটি অত্যন্ত ধীরে চলছিল বরং চলতে অক্ষম হয়ে পড়েছিল। এমতাবস্থায় নবী ﷺ আমার কাছে এলেন এবং বললেন, জাবির? আমি বললাম, জী। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার অবস্থা কী? আমি বললাম, আমার উট আমাকে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে চলছে এবং অক্ষম হয়ে পড়ছে। ফলে আমি পিছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি নেমে চাবুক দিয়ে উটটিকে আঘাত করতে লাগলেন। তারপর বললেন, এবার আরোহণ কর। আমি আরোহণ করলাম। এরপর অবশ্য আমি উটটিকে এমন পেলাম যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে অগ্রসর হওয়ায় বাধা দিতে হয়েছিল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি বিবাহ করেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, কুমারী না বিবাহিতা? আমি বললাম, বিবাহিতা। তিনি বললেন, তরুণী বিবাহ করলে না কেন? তুমি তার সাথে হাঁসি-তামাসা এবং সে তোমার সাথে পূর্ণভাবে হাঁসি তামাসা করত। আমি বললাম, আমার কয়েকটি বোন রয়েছে, ফলে আমি এমন এক মহিলাকে বিবাহ করতে পসন্দ করলাম, যে তাদেরকে মিল-মহব্বতে রাখতে, তাদের পরিচর্যা করতে এবং তাদের উপর উত্তমরূপে কর্তৃত্ব করতে সক্ষম হয়। তিনি

বললেন, শোন! তুমি তো বাড়ীতে পৌছবে? যখন তুমি পৌছবে তখন তুমি বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে। তিনি বললেন, তোমার উটটি বিক্রি করবে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি তা এক উকীয়ার[১] বিনিময়ে আমার নিকট থেকে কিনে নিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার আগে (মদীনায়) পৌছলেন এবং আমি (পরের দিন) ভোরে পৌঁছলাম। আমি মসজিদে নববীতে গিয়ে তাঁকে দরজার সামনে পেলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এখন এলে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমার উটটি রাখ এবং মসজিদে প্রবেশ করে দু' রাকআত সালাত আদায় কর। আমি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায়-করলাম। তারপর তিনি বিলাল (রা.)-কে উকীয়া ওযন করে আমাকে দিতে বললেন। বিলাল (রা.) ওযন করে দিলেন এবং আমার পক্ষে ঝুঁকিয়ে দিলেন। আমি রওয়ানা হলাম। যখন আমি পিছন ফিরেছি তখন তিনি বললেন, জাবিরকে আমার কাছে ডাক। আমি ভাবলাম, এখন হয়ত উটটি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন। আর আমার কাছে এর চাইতে অপসন্দনীয় আর কিছুই ছিল না। তিনি বললেন, তোমার উটটি নিয়ে যাও এবং তার মূল্যও তোমার।

١٣١١. بَابُ الْأَسْوَاقِ الَّتِيْ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَبَايَعَ بِهَا النَّاسُ فِي الْإِسْلَامِ

১৩১১. পরিচ্ছেদ ঃ জাহিলী যুগে যে সকল বাজার ছিল এরপর ইসলামী যুগে সেগুলোতে লোকদের বেচাকেনা করা

١٩٦٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذُو الْمَجَازِ أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ تَأَثَّمُوا مِنَ التِّجَارَةِ فِيْهَا فَأَنْزَلَ اللّٰهُ : لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ كَذَا ـ

১৯৬৮ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, উকায, মাজান্না ও যুল-মাজায জাহিলী যুগের বাজার ছিল, ইসলামের আবির্ভাবের পরে লোকেরা তথায় ব্যবসা করা গুনাহের কাজ মনে করল। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করলেনঃ তোমাদের উপর কোন গুনাহ্ নাই....(অর্থাৎ) হজ্জের মওসুমে। ইব্ন আব্বাস (রা.) এরূপ পড়েছেন।

١٣١٢. بَابُ شِرَاءِ الْإِبِلِ الْهِيْمِ أَوِ الْأَجْرَبِ الْهَائِمُ الْمُخَالِفُ لِلْقَصْدِ فِي كُلِّ شَيْءٍ

banglainternet.com

১। এক উকীয়া সাধারণতঃ ৪০ দিরহাম সমান।

১৩১২. পরিচ্ছেদ ঃ অতি পিপাসাকাতর অথবা চর্মরোগে আক্রান্ত উট ক্রয় করা। হায়িম অর্থ সকল বিষয়ে মধ্যপন্থা বিরোধী

١٩٦٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ عَمْرٌو كَانَ هَاهُنَا رَجُلٌ اِسْمُهُ نَوَّاسٌ وَكَانَتْ عِنْدَهُ اِبِلٌ هِيْمٌ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰه عَنْهُمَا فَاشْتَرَى تِلْكَ الْاِبِلَ مِنْ شَرِيْكٍ لَهُ فَجَاءَ اِلَيْهِ شَرِيْكُهُ فَقَالَ بِعْنَا تِلْكَ الْاِبِلَ فَقَالَ مِمَّنْ بِعْتَهَا قَالَ مِنْ شَيْخٍ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ وَيْحَكَ ذَاكَ وَاللّٰهِ ابْنُ عُمَرَ فَجَاءَهُ فَقَالَ اِنَّ شَرِيْكِىْ بَاعَكَ اِبِلاً هِيْمًا وَلَمْ يَعْرِفْكَ قَالَ فَاسْتَقْهَا قَالَ فَلَمَّا ذَهَبَ يَسْتَاقُهَا فَقَالَ دَعْهَا رَضِيْنَا بِقَضَاءِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لاَعْدْوَى سَمِعَ سُفْيَانُ عَمْرًا

১৯৬৯ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)...আম্র (ইব্ন দীনার) (র.) বলেন, এখানে নাওওয়াস নামক এক ব্যক্তি ছিল। তার নিকট অতি পিপাসা রোগে আক্রান্ত একটি উট ছিল। ইব্ন উমর (রা.) তার শরীকের কাছ থেকে সে উটটি কিনে নেন। পরে তার শরীক তার নিকট উপস্থিত হলে বলল, সে উটটি বিক্রি করে দিয়েছি। নাওওয়াস জিজ্ঞাসা করলেন, কার কাছে বিক্রি করেছ? সে বলল, এমন আকৃতির এক বৃদ্ধের কাছে। নাওওয়াস বলে উঠলেন, আরে কি সর্বনাশ! তিনি তো আল্লাহ্র কসম ইব্ন উমর (রা.) ছিলেন। এরপর নাওওয়াস তাঁর নিকট এলেন এবং বললেন, আমার শরীক আপনাকে চিনতে না পেরে আপনার কাছে একটি পিপাসাক্রান্ত উট বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, তবে উটটি নিয়ে যাও। সে যখন উটটি নিয়ে যেতে উদ্যত হলো, তখন তিনি বললেন, রেখে দাও। আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর ফায়সালায় সন্তুষ্ট যে, রোগে কোন সংক্রামন নেই। সুফ্য়ান, (র.) আম্র (র.) থেকে উক্ত হাদীসটি শুনেছেন।

١٣١٣. بَابُ بَيْعِ السِّلاَحِ فِى الْفِتْنَةِ وَغَيْرِهَا وَكَرِهَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْعَهُ فِى الْفِتْنَةِ

১৩১৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফিত্নার সময় বা অন্য সময়ে অস্ত্র বিক্রয় করা। ইমরান ইব্ন হুসায়ন (রা.) ফিত্নার সময় অস্ত্র বিক্রয়কে ভাল মনে করেন নি।

١٩٧٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ بْنُ كَثِيْرِ ابْنِ اَفْلَحَ عَنْ اَبِى مُحَمَّدٍ مَوْلَى اَبِى قَتَادَةَ عَنْ اَبِى قَتَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ عَامَ حُنَيْنٍ فَاَعْطَاهُ يَعْنِى الدِّرْعَ فَبِعْتُ الدِّرْعَ فَابْتَعْتُ بِهِ مَخْرَفًا فِى بَنِى سَلِمَةَ فَاِنَّهُ اَوَّلُ مَالٍ تَاَثَّلْتُهُ فِى الْاِسْلاَمِ

banglainternet.com

১৯৭০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)... আবূ কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, আমরা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর সঙ্গে হুনায়নের যুদ্ধে গেলাম। তখন তিনি আমাকে একটি বর্ম দিয়েছিলেন। আমি সেটি বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারা বনূ সালিমা গোত্রের এলাকায় অবস্থিত একটি বাগান খরিদ করি। এ ছিল ইসলাম গ্রহণের পর আমার প্রথম স্থাবর সম্পত্তি অর্জন।

١٣١٤. بَابٌ فِى الْعَطَّارِ وَبَيْعِ الْمِسْكِ

১৩১৪. পরিচ্ছেদ ঃ আতর বিক্রেতা ও মিস্ক বিক্রি করা।

١٩٧١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا اَبُوْ بُرْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا بُرْدَةَ بْنَ اَبِى مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ وَكِيْرِ الْحَدَّادِ لَايَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ تَشْتَرِيَهِ وَاِمَا تَجِدُ رِيْحَهُ وَكِيْرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَيْتَكَ اَوْ ثَوْبَكَ اَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيْحًا خَبِيْثَةً

১৯৭১ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আবূ মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সৎ সঙ্গী ও অসৎ সঙ্গীর উদাহরণ মিস্ক বিক্রেতা ও কর্মকারের হাপরের ন্যায়। আতর বিক্রেতাদের থেকে তুমি রেহাই পাবে না। হয় তুমি আতর খরিদ করবে, না হয় তার সুঘ্রাণ পাবে। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার ঘর অথবা তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে, না হয় তুমি তার দুর্গন্ধ পাবে।

١٣١٥. بَابُ ذِكْرِ الْحَجَّامِ

১৩১৫. পরিচ্ছেদ ঃ শিংগা লাগানো

١٩٧٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ اَبُوْ طَيْبَةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ فَاَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُخَفِّفُوْا مِنْ خَرَاجِهِ

banglainternet.com

১৯৭২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তায়বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে শিংগা লাগালেন তখন তিনি তাকে এক সা পরিমাণ খেজুর দিতে আদেশ করলেন এবং তার মালিককে তার দৈনিক পারশ্রমিকের হার কমিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিলেন।

١٩٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ﷺ وَاَعْطَى الَّذِيْ حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

১৯৭৩ মুসাদ্দদ (র.)... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ শিংগা লাগালেন এবং যে তাঁকে শিংগা লাগিয়েছে, তাকে তিনি মজুরী দিলেন। যদি তা হারাম হত তবে তিনি তা দিতেন না।

١٣١٦. بَابُ التِّجَارَةِ فِيْمَا يُكْرَهُ لُبْسُهُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

১৩১৬ পরিচ্ছেদ ঃ পুরুষ এবং মহিলার জন্য যা পরিধান করা নিষিদ্ধ তার ব্যবসা করা।

١٩٧٤ حَدَّثَنَا اٰدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ حَفْصٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ اَرْسَلَ النَّبِيُّ ﷺ اِلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِحُلَّةِ حَرِيْرٍ اَوْ سِيَرَاءَ فَرَاٰهَا عَلَيْهِ فَقَالَ اِنِّى لَمْ اُرْسِلْ بِهَا اِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا اِنَّمَا يَلْبَسُهَا مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ اِنَّمَا بَعَثْتُ اِلَيْكَ لِتَسْتَمْتِعَ بِهَا يَعْنِي تَبِيْعُهَا

১৯৭৪ আদম (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ উমর (রা.)-এর নিকট একটি রেশমী চাদর পাঠিয়ে দেন, পরে তিনি তা তাঁর গায়ে দেখতে পেয়ে বলেন, আমি তা তোমাকে এ জন্য দেইনি যে, তুমি তা পরিধান করবে। অবশ্য তা তারাই পরিধান করে, যার (আখিরাতে) কোন অংশ নেই। আমি তো তা তোমার কাছে এজন্য পাঠিয়েছি যে, তুমি তা দিয়ে উপকৃত হবে অর্থাৎ তা বিক্রি করবে।

١٩٧٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَخْبَرَتْهُ اَنَّهَا اشْتَرَتْ نُمْرُقَةً فِيْهَا تَصَاوِيْرُ فَلَمَّا رَاٰهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْهُ فَعَرَفْتُ فِيْ وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ وَاِلَى رَسُوْلِهِ مَاذَا اَذْنَبْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَا بَالُ هٰذِهِ النُّمْرُقَةِ قُلْتُ اشْتَرَيْتُهَا لَكَ لِتَقْعُدَ عَلَيْهَا وَتَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَصْحَابَ هٰذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُوْنَ فَيُقَالُ لَهُمْ اَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ اِنَّ الْبَيْتَ الَّذِيْ فِيْهِ هٰذِهِ الصُّوَرُ لاَتَدْخُلُهُ الْمَلاَئِكَةُ

১৯৭৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).. উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন যে, তিনি একটি ছবিযুক্ত বালিশ খরিদ করেন। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তা দেখতে পেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন, ভিতরে প্রবেশ করলেন না। আমি তাঁর চেহারায় অসন্তুষ্টির ভাব দেখতে পেলাম। তখন বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের কাছে তওবা করছি। আমি কী অপরাধ করেছি? তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এ বালিশের কী সমাচার? 'আয়িশা (র,) বলেন, আমি বললাম, আমি এটি আপনার জন্য খরিদ করেছি, যাতে আপনি হেলান দিয়ে বসতে পারেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এই ছবিওয়ালাদেরকে কিয়ামতের দিন আযাব দেওয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে, তা জীবিত কর। তিনি আরো বলেন, যে ঘরে এ সব ছবি থাকে, সে ঘরে (রহমতের) ফেরেশতাগণ প্রবেশ করেন না।

١٣١٧. بَابُ صَاحِبِ السِّلْعَةِ اَحَقُّ بِالسَّوْمِ

১৩১৭. পরিচ্ছেদ ঃ পণ্যের মালিক মূল্য বলার অধিক হকদার

١٩٧٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ اَبِى التَّيَّاحِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ يَا بَنِى النَّجَّارِ ثَامِنُوْنِى بِحَائِطِكُمْ وَفِيْهِ خَرِبٌ وَنَخْلٌ

১৯৭৬ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)...আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বললেন, হে বানূ নাজ্জার! আমাকে তোমাদের বাগানের মূল্য বল। বাগানটিতে ঘরের ভাঙা চুরা অংশ ও খেঁজুর গাছ ছিল।

١٣١٨. بَاب كَمْ يَجُوْزُ الْخِيَارُ

১৩১৮ পরিচ্ছেদ ঃ (ক্রেতা-বিক্রেতার) খিয়ার[১] কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে?

١٩٧٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ

১। খিয়ার خيار অর্থ ইখতিয়ার, অধিকার স্বাধীনতা। যে কোন কাজ-কারবার ও লেন-দেনে উভয় পক্ষের স্বাধীনতা থাকা স্বতঃসিদ্ধ কথা। ক্রয়-বিক্রয়ে সাধারণতঃ কয়েক ধরনের খিয়ার থাকে। প্রথমতঃ ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবে অপর পক্ষের গ্রহণ করা না করার ইখ্তিয়ার, একে খিয়ারুল কবূল خِيَارِ قُبول বলে। দ্বিতীয়তঃ লাভ-লোকসান সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য ক্রয়-বিক্রয় কালীন শর্তারোপ করতঃ অবকাশের সুযোগ গ্রহণ করা। অধিকাংশের মতে এটা তিন দিনের মিয়াদে হয়। একে খিয়ারুশ শর্ত (خِيَارِ شرط) বলে।

banglainternet.com

بِالْخِيَارِ فِى بَيْعِهِمَا مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَكُوْنُ الْبَيْعُ خِيَارًا، قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ اِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

১৯৭৭ সাদাকা (র.)... ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ক্রেতা-বিক্রেতা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের বেচা-কেনার ব্যাপারে উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। আর যদি খিয়ারের শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হয় (তাহলে পরেও ইখতিয়ার থাকবে)। নাফি' (র.) বলেন, ইব্ন উমর (রা.) কোন পণ্য ক্রয়ের পর তা পসন্দ হলে মালিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তেন।

١٩٧٨ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَزَادَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا بَهْزٌ قَالَ قَالَ هَمَّامٌ فَذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِاَبِى التَّيَّاحِ فَقَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِى الْخَلِيْلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

১৯৭৮ হাফ্স ইব্ন উমর (র.).... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যতক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হবে ততক্ষণ তাদের খিয়ারের অধিকার থাকবে। আহমদ (র.) বাহ্য (র) সূত্রে অতিরিক্ত বর্ণনা করেন যে হাম্মাম (র.) বলেন, আমি আবূ তাইয়্যাহ্ (র.)-কে এ হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ যখন এই হাদীসটি আবূ খলীলকে বর্ণনা করেন, তখন আমি তার সঙ্গে ছিলাম।

١٣١٩. بَابٌ اِذَا لَمْ يُوَقِّتِ الْخِيَارَ هَلْ يَجُوْزُ الْبَيْعُ

১৩১৯. পরিচ্ছেদ ঃ খিয়ারের সময়-সীমা নির্ধারণ না করলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?

١٩٧٩ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا اَوْ يَقُوْلُ اَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ وَرُبَّمَا قَالَ اَوْ يَكُوْنُ بَيْعُ خِيَارٍ

১৯৭৯ আবূ নু'মান (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের খিয়ার থাকবে অথবা এক পক্ষ অপর পক্ষকে বলবে, গ্রহণ করে নাও। রাবী অনেক সময় বলেছেন, অথবা খিয়ারে শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে।

banglainternet.com

١٣٢٣. بَابُ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَبِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَشُرَيْحٌ وَالشَّعْبِىُّ وَطَاؤُسٌ وَابْنُ اَبِى مُلَيْكَةَ

১৩২০. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। ইব্‌ন উমর (রা.), শুরাইহ্, শা'বী, তাউস ও ইব্‌ন আবূ মুলায়কা (র.) এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

١٩٨٠ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ اَخْبَرَنَا حَبَّانُ هُوَ ابْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ اَخْبَرَنِى عَنْ صَالِحٍ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

১৯৮০ ইসহাক (র.)....হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) সূত্রে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে ও (পণ্যের দোষত্রুটি) যথাযথ বর্ণনা করে তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে ও (দোষ) গোপন করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত বিনষ্ট হয়ে যাবে।

١٩٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الْمُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلٰى صَاحِبِهِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا اِلَّا بَيْعَ الْخِيَارِ

১৯৮১ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন ইউসুফ (র.)....ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকের একে অপরের উপর ইখতিয়ার থাকবে, যতক্ষণ তারা বিচ্ছিন্ন না হবে। তবে খিয়ার-এর শর্তে ক্রয়-বিক্রয়ে (বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরও ইখতিয়ার থাকবে)।

١٣٢١. بَاب اِذَا خَيَّرَ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

১৩২১. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয় শেষে একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান করলে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

١٩٨٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الاٰخَرَ فَتَبَايَعَا عَلٰى ذٰلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ اَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ

১৯৮২ কুতায়বা (র.).... ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন দু' ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয় করে, তখন তাদের উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে অথবা একে অপরকে ইখতিয়ার প্রদান না করবে, ততক্ষণ তাদের উভয়ের ইখতিয়ার থাকবে। এভাবে তারা উভয়ে যদি ক্রয়-বিক্রয় করে তবে তা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। আর যদি তারা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয়ের পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং তাদের কেউ যদি তা পরিত্যাগ না করে তবে ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

١٣٢٢. بَابٌ اِذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ هَلْ يَجُوْزُ الْبَيْعُ

১৩২২. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকলে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে কি?

١٩٨٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ اَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتّٰى يَتَفَرَّقَا اِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ

১৯৮৩ মুহাম্মদ ইব্ন ইউসুফ (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষণ তাদের মাঝে কোন ক্রয়-বিক্রয় সাব্যস্ত হবে না। অবশ্য ইখতিয়ার -এর শর্তে ক্রয়-বিক্রয় হলে তা সাব্যস্ত হবে।

١٩٨٤ حَدَّثَنِى اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ اَبِى الْخَلِيْلِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا قَالَ هَمَّامٌ وَجَدْتُ فِى كِتَابِى يَخْتَارُ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا فَعَسٰى اَنْ يَرْبَحَا رِبْحًا وَيَمْحَقَا بَرَكَةَ بَيْعِهِمَا* قَالَ وَحَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو التَّيَّاحِ اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الْحَارِثِ يُحَدِّثُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ

১৯৮৪ ইসহাক (র.).... হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেছেন, ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকবে উভয়ের বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত। যদি তারা উভয়ে সত্য কথা বলে এবং (পণ্যের দোষগুণ) যথাযথ বর্ণনা করে, তবে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত দেওয়া হবে, আর যদি তারা মিথ্যা বলে এবং গোপন করে, তবে হয়ত খুব লাভ করবে কিন্তু তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত মুছে যাবে। অপর সনদে হাম্মাম... আবদুল্লাহ্ ইব্ন হারিছ (র.) হাকীম ইব্ন হিযাম (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এই হাদীছটি বর্ণনা করেছেন।

banglainternet.com

١٣٢٣. بَابٌ اِذَا اشْتَرٰى شَيْئًا فَوَهَبَ مِنْ سَاعَتِهِ قَبْلَ اَنْ يَتَفَرَّقَا وَ لَمْ يُنْكِرِ الْبَائِعُ عَلَى الْمُشْتَرِى اَوِ اشْتَرٰى عَبْدًا فَاَعْتَقَهُ وَقَالَ طَاؤُسٌ فِيْمَنْ

يَشْتَرِى السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَا ثُمَّ بَاعَهَا وَجَبَتْ لَهُ وَالرِّبْحُ لَهُ، وَقَالَ الْحُمَيْدِىُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرٌو عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ فِى سَفَرٍ فَكُنْتُ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ لِعُمَرَ فَكَانَ يَغْلِبُنِى فَيَتَقَدَّمُ أَمَامَ الْقَوْمِ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ ثُمَّ يَتَقَدَّمُ فَيَزْجُرُهُ عُمَرُ وَيَرُدُّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِعُمَرَ بِعْنِيْهِ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعْنِيْهِ فَبَاعَهُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ هُوَ لَكَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عُمَرَ تَصْنَعُ بِهِ مَاشِئْتَ * قَالَ وَ قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بِعْتُ مِنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ مَالاً بِالْوَادِىْ بِمَالٍ لَهُ بِخَيْبَرَ فَلَمَّا تَبَايَعْنَا رَجَعْتُ عَلَى عَقِبِىْ حَتّٰى خَرَجْتُ مِنْ بَيْتِهِ خَشْيَةَ أَنْ يُرَادَّنِى الْبَيْعَ وَكَانَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنَ بِالْخِيَارِ حَتّٰى يَتَفَرَّقَا قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَلَمَّا وَجَبَ بَيْعِى وَبَيْعُهُ رَأَيْتُ أَنِّى قَدْ غَبَنْتُهُ بِأَنِّى سُقْتُهُ إِلَى أَرْضٍ ثَمُوْدَ بِثَلاَثِ لَيَالٍ وَسَاقَنِى إِلَى الْمَدِيْنَةِ بِثَلاَثِ لَيَالٍ

১৩২৩. পরিচ্ছেদ ঃ পণ্য খরিদ করে উভয়ের বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সে মুহূর্তেই দান করে দিল, এবং ক্রেতার উপর বিক্রেতা কোন আপত্তি করল না অথবা একটি গোলাম খরিদ করে তাকে আযাদ করে দিল। তাউস (র.) বলেন, স্বেচ্ছায় পণ্য ক্রয় করে পরে তা বিক্রি করে দিলে তা সাব্যস্ত হয়ে যবে এবং মুনাফা সেই (প্রথম ক্রেতা যে পরে বিক্রি করল) পাবে। হুমায়দী (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে নবী ﷺ -এর সংগে ছিলাম। আমি (আমার পিতা) উমর (রা.)-এর একটি অবাধ্য জওয়ান উটের উপর সাওয়ার ছিলাম। উটটি আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে সকলের আগে আগে চলে যাচ্ছিল। উমর (রা) তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। আবার সে আগে বেড়ে যাচ্ছিল, আবার উমর (রা.) তাকে তাড়িয়ে ফিরিয়ে আনছিলেন। তখন নবী ﷺ উমর (রা)-কে বললেন, এটি আমার কাছে বিক্রয় করে দাও। তিনি বললেন, ইয়া রাসলাল্লাহ্ ! এটা আপনারই। রাসূলাল্লাহ্ ﷺ বললেন, তুমি এটি আমার কাছে বিক্রি কর। তখন তিনি সেটি রাসূলাল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে বিক্রি করে দিলেন। নবী ﷺ

বললেন, হে আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর! এটি তোমার, তুমি এটি দিয়ে যা ইচ্ছা তা কর। লাইস (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমীরুল মু'মিনীন উসমান ইব্ন আফ্ফান (রা.)-এর খায়বারের যমীনের বিনিময়ে আমি ওয়াদির যমীন তাঁর কাছে বিক্রি করলাম। আমরা যখন ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন করলাম, তখন আমি পিছনের দিকে ফিরে তাঁর ঘর হতে এই ভয়ে বের হয়ে গেলাম যে, তিনি হয়ত আমার এ বিক্রয় রদ্দ করে দিবেন। সে সময়ে এ রীতি প্রচলিত ছিল যে, বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতার ইখতিয়ার থাকত। আবদুল্লাহ্ (রা.) বললেন, যখন আমার ও তাঁর মাঝের ক্রয়-বিক্রয় নিশ্চিত হয়ে গেল তখন আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আমি এভাবে তাঁকে ঠকিয়েছি। আমি তাঁকে ছামূদ ভূখণ্ডের তিন দিনের পথের দূরত্বের পরিমাণ পৌঁছিয়ে দিয়েছি আর তিনি আমাকে মদীনার তিন দিনের পথের দূরত্বের পরিমাণ পৌঁছে দিয়েছেন।

١٣٢٤. بَابُ مَايُكْرَهُ مِنَ الْخِدَاعِ فِى الْبَيْعِ

১৩২৪. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণা করা দোষণীয়

١٩٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَامَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ فَقَالَ اِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ

১৯৮৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক সাহাবী নবী ﷺ-এর নিকট উল্লেখ করলেন যে, তাকে ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকা দেওয়া হয়। তখন তিনি বললেন, যখন তুমি ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলে নিবে কোন প্রকার ধোঁকা নেই।

١٣٢٥. بَابُ مَا ذُكِرَ فِى الْاَسْوَاقِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ لَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ قُلْتُ هَلْ مِنْ سُوْقٍ فِيْهِ تِجَارَةٌ قَالَ سُوْقُ قَيْنُقَاعُ وَقَالَ اَنَسٌ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ دُلُّوْنِى عَلَى السُّوْقِ وَقَالَ عُمَرُ اَلْهَانِى الصَّفْقُ بِالْاَسْوَاقِ

১৩২৫. পরিচ্ছেদ ঃ বাজার সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়েছে। আবদুর রহমান ইব্ন আউফ (রা.) বলেন, আমরা মদীনায় আগমনের পর জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কোন বাজার আছে কি, যেখানে ব্যবসা বাণিজ্য হয়? সে বলল, কায়নুকার বাজার আছে। আনাস (রা.) বলেন, আবদুর রহমান (রা.) বললেন, আমাকে বাজারের রাস্তা দেখিয়ে দাও। উমর (রা.) বলেন, আমাকে বাজারের ক্রয়-বিক্রয় গাফেল করে রেখেছে।

١٩٨٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوْقَةَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ . فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ

১৯৮৬ মুহাম্মদ ইব্ন সাব্বাহ (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, (পরবর্তী যামানায়) একদল সৈন্য কা'বা (ধ্বংসের উদ্দেশ্যে) অভিযান চালাবে। যখন তারা বায়দা নামক স্থানে পৌঁছবে তখন তাদের আগের পিছের সকলকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। 'আয়িশা (রা.) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তাদের অগ্রবাহিনী ও পশ্চাৎবাহিনী সকলকে কীভাবে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে, অথচ সে সেনাবাহিনীতে তাদের বাজারের (পণ্য-সামগ্রী বহনকারী) লোকও থাকবে এবং এমন লোকও থাকবে যারা তাদের দলভুক্ত নয়, তিনি বললেন, তাদের আগের-পিছের সকলকে ধ্বসিয়ে দেওয়া হবে। তারপরে (কিয়ামতের দিবসে) তাদের নিজদের নিয়্যাত অনুযায়ী উত্থান করা হবে।

١٩٨٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِي صَالِحٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلٰوةُ اَحَدِكُمْ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلٰوتِهِ فِي سُوْقِهِ وَبَيْتِهِ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ بِاَنَّهُ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لَايُرِيْدُ اِلَّا الصَّلٰوةَ لَايَنْهَزُهُ اِلَّا الصَّلٰوةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلَّا رُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ وَ حُطَّتْ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ وَالْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي يُصَلِّي فِيْهِ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ مَالَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ مَالَمْ يُؤْذِ فِيْهِ وَقَالَ اَحَدُكُمْ فِي صَلٰوةٍ مَا كَانَتِ الصَّلٰوةُ تَحْبِسُهُ

১৯৮৭ কুতায়বা (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কারো জামা'আতে সালাত আদায় নিজ ঘরের সালাতের চাইতে বিশ গুণেরও অধিক মর্তবা রয়েছে। কারণ সে যখন উত্তমরূপে উযূ করে মসজিদে আসে, সালাত আদায় ছাড়া অন্য কোন অভিপ্রায়ে আসে না, সালাত ছাড়া অন্য কিছুই তাকে উদ্বুদ্ধ করে না। এমতাবস্থায় তার প্রতি কদমে এক মর্তবা বৃদ্ধি করা হবে এবং একটি গুনাহ্ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। আর ফেরেশতাগণ তোমাদের সে ব্যক্তির জন্য

banglainternet.com

(এমর্মে) দু'আ করতে থাকবেন, যতক্ষণ সে যেখানে সালাত আদায় করেছে, সেখানে থাকবেঃ আয় আল্লাহ্ আপনি তার প্রতি অনুগ্রহ করুন, তার প্রতি রহম করুন। যতক্ষণ না সে তথায় উযূ ভঙ্গ করে, যতক্ষণ না সে তথায় কাউকে কষ্ট দেয়। তিনি আরো বলেছেন, তোমাদের সে ব্যক্তি সালাতেরত গণ্য হবে, যতক্ষণ সে সালাতের অপেক্ষায় থাকে।

١٩٨٨ حَدَّثَنَا اٰدَمُ بْنُ اَبِىْ اِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيْلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِىُّ ﷺ فِى السُّوْقِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ اِنَّمَا دَعَوْتُ هٰذا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَاتَكَنَّوْا بِكُنْيَتِىْ

১৯৮৮ আদম ইব্ন আবূ ইয়াস (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ এক সময় বাজারে ছিলেন। তখন এক ব্যক্তি বললেন, হে আবুল কাসিম! নবী ﷺ তার দিকে তাকালে তিনি বললেন, আমি তো তাকে ডেকেছি। তখন নবী ﷺ বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুনিয়াতে কুনিয়াত রেখো না।

١٩٨٩ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَجُلٌ بِالْبَقِيْعِ يَا اَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ لَمْ اَعْنِكَ فَقَالَ سَمُّوْا بِاسْمِىْ وَلَا تَكَنَّوا بِكُنْيَتِىْ

১৯৮৯ মালিক ইব্ন ইসমাঈল (র.)... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক সাহাবী বাকী' নামক স্থানে আবুল কাসিম বলে (কাউকে) ডাক দিলেন। তখন নবী ﷺ তার দিকে তাকালেন। তিনি বললেন, আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি। তখন তিনি বললেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখ কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখো না।[১]

١٩٩٠ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِىْ يَزِيْدَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ ابْنِ مُطْعِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ الدَّوْسِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِىُّ ﷺ فِىْ طَائِفَةِ النَّهَارِ لَايُكَلِّمُنِىْ وَلَا اُكَلِّمُهُ حَتّٰى اَتٰى سُوْقَ بَنِىْ قَيْنُقَاعَ فَجَلَسَ بِفِنَاءِ بَيْتِ فَاطِمَةَ فَقَالَ اَثَمَّ لُكَعُ اَثَمَّ لُكَعُ فَحَبَسَتْهُ شَيْئًا فَظَنَنْتُ اَنَّهَا تُلْبِسُهُ سِخَابًا اَوْ تُغَسِّلُهُ فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتّٰى عَانَقَهُ وَقَبَّلَهُ وَقَالَ اللّٰهُمَّ اَحْبِبْهُ وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ عُبَيْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنِىْ اَنَّهُ رَاٰى نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ اَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ

১. অধিকাংশ উলামার মতে নবী ﷺ -এর জীবদ্দশায় এ নিষেধাজ্ঞা ছিল যাতে সম্বোধনের সময় ভুল ধারণা না হয়।

১৯৯০ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)...আবূ হুরায়রা দাওসী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ দিনের এক অংশে বের হলেন, তিনি আমার সঙ্গে কথা বলেন নি এবং আমিও তাঁর সঙ্গে কথা বলিনি। অবশেষে তিনি বানূ কায়নুকা বাজারে এলেন (সেখান থেকে ফিরে এসে) ফাতিমা (রা.)-এর ঘরের আঙিনায় বসে পড়লেন। তারপর বললেন, এখানে খোকা (হাসান রা.) আছে কি? এখানে খোকা আছে কি? ফাতিমা (রা.) তাঁকে কিছুক্ষণ দেরী করালেন। আমার ধারণা হল তিনি তাঁকে পুতির মালা সোনা রোপা ছাড়া যা বাচ্চাদের পরানো হত, পরাচ্ছিলেন বা তাকে গোসল করালেন। তারপর তিনি দৌড়িয়ে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুমু খেলেন। তখন তিনি বললেন, আয় আল্লাহ্! তুমি তাঁকেও (হাসানকে) মহব্বত কর এবং তাকে যে ভালবাসবে তাকেও মহব্বত কর। সুফিয়ান (র) বলেন, আমার কাছে উবায়দুল্লাহ্ বর্ণনা করেছেন যে, তিনি নাফি ইব্ন জুবায়রকে এক রাকআত মিলিয়ে বিত্র আদায় করতে দেখেছেন।

١٩٩١ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا اَبُوْ ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنَا اِبْنُ عُمَرَ اَنَّهُمْ كَانُوْا يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَبْعَثُ عَلَيْهِمْ مَنْ يَمْنَعُهُمْ اَنْ يَبِيْعُوْهُ حَيْثُ اِشْتَرَوْهُ حَتّٰى يَنْقُلُوْا حَيْثُ يُبَاعُ الطَّعَامُ، قَالَ وَحَدَّثَنَا اِبْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَهٰى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يُبَاعَ الطَّعَامُ اِذَا اشْتَرَاهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيْهُ

১৯৯১ ইব্রাহীম ইব্ন মুনযির (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তারা নবী ﷺ -এর সময়ে বাণিজ্যিক দলের কাছ থেকে (পথিমধ্যে) খাদ্য খরিদ করতেন। সে কারণে খাদ্য-দ্রব্য বিক্রয়ের স্থানে তা স্থানান্তর করার আগে, বণিক দলের কাছ থেকে ক্রয়ের স্থলে বেচা-কেনা করতে নিষেধ করার জন্য তিনি তাদের কাছে লোক পাঠাতেন। রাবী বলেন, ইব্ন উমর (রা.) আরো বর্ণনা করেছেন, নবী ﷺ পূর্ণভাবে অধিকারে আনার আগে খরিদ করা পণ্য বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

١٣٢٦. بَابُ كَرَاهِيَةِ الصَّخَبِ فِى السُّوْقِ

১৩২৬. পরিচ্ছেদ ঃ বাজারে চীৎকার করা অপসন্দনীয়

١٩٩٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ لَقِيْتُ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قُلْتُ اَخْبِرْنِى عَنْ صِفَةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى التَّوْرَاةِ، قَالَ اَجَلْ : وَاللّٰهِ اِنَّهُ لَمَوْصُوْفٌ فِى التَّوْرَاةِ بِبَعْضِ صِفَتِهِ فِى الْقُرْاٰنِ : يَاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَحِرْزًا لِلْاُمِّيِّيْنَ ، اَنْتَ عَبْدِىْ وَرَسُوْلِىْ، سَمَّيْتُكَ

banglainternet.com

الْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظٍّ وَلاَ غَلِيْظٍ وَلاَ صَخَّابٍ فِى الْاَسْوَاقِ، وَلاَ يَدْفَعُ بِالسَّيِّئَةِ السَّيِّئَةَ وَلٰكِنْ يَعْفُوْ وَيَغْفِرُ وَلَنْ يَقْبِضَهُ اللّٰهُ حَتّٰى يُقِيْمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِاَنْ يُقُوْلُوْا : لاَاِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَتُفْتَحُ بِهَا اَعْيُنٌ عُمْىٌ وَاٰذَانٌ صُمٌّ وَقُلُوْبٌ غُلْفٌ * تَابَعَهُ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ هِلاَلٍ وَقَالَ سَعِيْدٌ عَنْ هِلاَلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ سَلاَمٍ قَالَ اَبُوْ عَبْدَ اللّٰهِ غُلْفٌ كُلُّ شَىْءٍ فِى غِلاَفٍ فَهُوَ اَغْلَفُ سَيْفٌ اَغْلَفُ وَقَوْسٌ غَلْفَاءُ وَرَجُلٌ اَغْلَفُ اِذَا لَمْ يَكُنْ مَخْتُوْنًا

১৯৯২ মুহাম্মদ ইব্ন সিনান (র.)... আতা ইব্ন ইয়াসার (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন আস (রা.)-কে বললাম, আপনি আমাদের কাছে তাওরাতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর গুণাবলী বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, আচ্ছা। আল্লাহ্র কসম! কুরআনে বর্ণিত তাঁর কিছু গুণাবলী তাওরাতে ও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ হে নবী! আমি আপনাকে সাক্ষীরূপে, সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী রূপে প্রেরণ করেছি এবং উম্মীদের রক্ষক হিসাবেও। আপনি আমার বান্দা ও আমার রাসূল। আমি আপনার নাম মুতাওয়াক্কিল (আল্লাহ্র উপর ভরসাকারী) রেখেছি। তিনি মন্দ স্বভাবের নন, কঠোর হৃদয়ের নন এবং বাজারে চীৎকারকারীও নন। তিনি অন্যায়কে অন্যায় দ্বারা প্রতিহত করেন না বরং মাফ করে দেন, ক্ষমা করে দেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে ততক্ষণ মৃত্যু দিবেন না যতক্ষণ না, তাঁর দ্বারা বিকৃত মিল্লাতকে ঠিকপথে আনেন অর্থাৎ যতক্ষণ না তারা (আরববাসীরা) লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর ঘোষণা দিবে। আর এ কালিমার মাধ্যমে অন্ধ-চক্ষু, বধির-কর্ণ ও আচ্ছাদিত হৃদয় খুলে যাবে। আবদুল আযীয ইব্ন আবূ সালামা (র.) হিলাল (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় ফুলাইহ (র.)-এর অনুসরণ করেছেন। সাঈদ (র.).... ইব্ন সালাম (র.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন আবূ আবদুল্লাহ্ বুখারী (র.) বলেন, যে সকল বস্তু আবরণের মধ্যে থাকে তাকে غُلْف বলে। তার একবচন اَغْلَف যেমন, বলা হয়, سَيْفٌ اَغْلَف কোষবদ্ধ তরবারি। قَوس غَلْفَاءُ কোষবদ্ধ ধনুক। رَجُل اَغْلَفُ খাতনা না করা পুরুষ।

١٣٢٧. بَابُ الْكَيْلِ عَلَى الْبَائِعِ وَالْمُعْطِىْ وَقَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى : وَاِذَا كَالُوْهُمْ اَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ يَعْنِىْ كَالُوْا لَهُمْ وَوَزَنُوْا لَهُمْ كَقَوْلِهِ يَسْمَعُوْنَكُمْ يَسْمَعُوْنَ لَكُمْ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِكْتَالُوْا حَتّٰى يَسْتَوْفُوْا وَيُذْكَرُ عَنْ عُثْمَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَهُ اِذَا بِعْتَ فَكِلْ وَاِذَا ابْتَعْتَ فَاكْتَلْ

১৩২৭. পরিচ্ছেদ ঃ মেপে দেওয়ার দায়িত্ব বিক্রেতা ও দাতার উপর। আল্লাহ্ তা'আলার বাণীঃ যখন তারা লোকদের মেপে দেয় অথবা ওযন করে দেয় তখন কম দেয় (৮৩ ঃ ৩) এখানে كَالُوْهُمْ অর্থাৎ كَالُوْا لَهُمْ এবং وَزَنُوْهُمْ অর্থাৎ وَزَنُوْا لَهُمْ যেমন বলা হয় يَسْمَعُوْنَكُمْ অর্থাৎ يَسْمَعُوْنَ لَكُمْ। নবী ﷺ বলেছেন, ঠিকভাবে মেপে নিবে। উসমান (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী ﷺ তাঁকে বলেছেন, যখন তুমি বিক্রি করবে তখন মেপে দিবে আর যখন খরিদ করবে তখন মেপে নিবে।

banglainternet.com

١٩٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ

১৯৯৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খাদ্য খরিদ করবে, সে তা পুরাপুরী আয়ত্তে না এনে বিক্রি করবে না।

١٩٩٤ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ اَخْبَرَنَا جَرِيْرٌ عَنْ مُغِيْرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ تُوُفِّيَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَرَامٍ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَاسْتَعَنْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلٰى غُرَمَائِهِ اَنْ يَضَعُوْا مِنْ دَيْنِهِ فَطَلَبَ النَّبِيُّ ﷺ اِلَيْهِمْ فَلَمْ يَفْعَلُوْا فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ ﷺ اِذْهَبْ فَصَنِّفْ تَمْرَكَ اَصْنَافًا، اَلْعَجْوَةَ عَلٰى حِدَةٍ وَعَذْقَ زَيْدٍ عَلٰى حِدَةٍ ثُمَّ اَرْسِلْ اِلَيَّ فَفَعَلْتُ ثُمَّ اَرْسَلْتُ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ فَجَلَسَ عَلٰى اَعْلاَهُ اَوْ فِيْ وَسَطِهِ ثُمَّ قَالَ كِلْ لِلْقَوْمِ فَكِلْتُهُمْ حَتّٰى اَوْفَيْتُهُمُ الَّذِيْ لَهُمْ وَبَقِيَ تَمْرِيْ كَاَنَّهُ لَمْ يَنْقُصْ مِنْهُ شَيْءٌ * وَقَالَ فِرَاسٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَمَازَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتّٰى اَدّٰى، وَقَالَ هِشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ جُذَّلَهُ فَاَوْفِ لَهُ۔

১৯৯৪ আবদান (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আমার পিতা) আবদুল্লাহ্ ইব্ন আম্র ইব্ন হারাম (রা.) ঋণী অবস্থায় মারা যান। পাওনাদারেরা যেন তাঁর কিছু ঋণ ছেড়ে দেয়, এজন্য আমি নবী ﷺ -এর কাছে সাহায্য চাইলাম ; নবী ﷺ তাদের কাছে কিছু ঋণ ছেড়ে দিতে বললে, তারা তা করল না। তখন নবী ﷺ আমাকে বললেন, যাও, তোমার প্রত্যেক ধরনের খেজুরকে আলাদা আলাদা করে রাখ, আজওয়া আলাদা এবং আযকা যায়দ আলাদা করে রাখ। পরে আমাকে খবর দিও। [জাবির (রা.) বলেন] আমি তা করে নবী ﷺ -কে খবর দিলাম। তিনি এসে খেজুরের (স্তূপ এর) উপরে বা তার মাঝখানে বসলেন। তারপর বললেন, পাওনাদারদের মেপে দাও। আমি তাদের মেপে দিতে লাগলাম, এমনকি তাদের পাওনা পুরোপুরী দিয়ে দিলাম। আর আমার খেজুর এরূপ থেকে গেল, যেন এ থেকে কিছুই কমেনি। ফিরাস (র.) শা'বী (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ তাদের এ পর্যন্ত মেপে দিতে থাকলেন যে তাদের ঋণ পরিশোধ করে দিলেন। হিশাম (র.) ওহাব (র.) সূত্রে জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছিলেন গাছ থেকে খেজুর কেটে নাও এবং পুরোপুরী আদায় করে দাও।

banglainternet.com

١٣٢٨. بَابُ مَايُسْتَحَبُّ مِنَ الْكَيْلِ

১৩২৮. পরিচ্ছেদ ঃ মেপে দেওয়া মুস্তাহাব

١٩٩٥ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ ابْنُ مُوْسٰى حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ عَنْ ثَوْرٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ ـ

১৯৯৫ ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মূসা (র.)... মিকদাম ইব্‌ন মা'দীকারিব (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তোমাদের খাদ্য মেপে নিবে, তাতে তোমাদের জন্য বরকত হবে।

١٣٢٩. بَابُ بَرَكَةِ صَاعِ النَّبِيِّ ﷺ وَمُدِّهِمْ، فِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৩২৯. পরিচ্ছেদ ঃ নবী ﷺ-এর সা'[১] ও মুদ এর বরকত। এ প্রসঙ্গে 'আয়িশা (রা) সূত্রে নবী ﷺ থেকে হাদীস বর্ণিত রয়েছ।

١٩٩٦ حَدَّثَنَا مُوْسٰى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيٰى عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمِيْمٍ الْاَنْصَارِيِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَدَعَالَهَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِيْنَةَ كَمَا حَرَّمَ اِبْرَاهِيْمُ مَكَّةَ وَدَعَوْتُ لَهَا فِيْ مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَا دَعَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِمَكَّةَ

১৯৯৬ মূসা (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন যায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেন, ইব্‌রাহীম (আ.) মক্কাকে হারম ঘোষণা করেছেন ও তার জন্য দু'আ করেছেন। আমি মাদীনাকে হারম ঘোষণা করেছি, যেমন ইব্‌রাহীম (আ.) মক্কাকে হারম ঘোষণা করেছেন এবং আমি মদীনার এক মুদ ও সা' এর জন্য দু'আ করেছি। যেমন ইব্‌রাহীম (আ.) মক্কার জন্য দু'আ করেছিলেন।

١٩٩٧ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ اِسْحٰقَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ ابْنِ اَبِيْ طَلْحَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْ مِكْيَالِهِمْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِيْ صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ يَعْنِيْ اَهْلَ الْمَدِيْنَةِ

১৯৯৭ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসলামা (র.)... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত,রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, ইয়া আল্লাহ্! আপনি তাদের মাপের পাত্রে বরকত দিন এবং তাদের সা'ও মুদ-এ বরকত দিন অর্থাৎ মাদীনাবাসীদের।

banglainternet.com

١٣٣٠. بَابُ مَا يُذْكَرُ فِيْ بَيْعِ الطَّعَامِ وَالْحُكْرَةِ

১৩৩০. পরিচ্ছেদ ঃ খাদ্য বিক্রয় ও মজুতদারী সম্পর্কে যা উল্লেখ করা হয়

---

১. মাপের বিভিন্ন পরিমাণের পাত্র বিশেষ। এক সা' সাড়ে তিন সের সমান। মুদ এক সা' এর চতুর্থাংশ।

١٩٩٨ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ اَخْبَرَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَاَيْتُ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ الطَّعَامَ مُجَازَفَةً يُضْرَبُوْنَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعُوْهُ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ

১৯৯৮ ইসহাক ইব্ন ইবরাহীম (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যারা অনুমানে (না মেপে) খাদ্য খরিদ করে নিজের স্থানে পৌঁছানোর আগেই তা বিক্রি করত, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর সময়ে আমি দেখেছি যে, তাদেরকে মারা হত।

١٩٩٩ حَدَّثَنَا مُوْسٰى بْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ طَعَامًا حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ ذَاكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ وَالطَّعَامُ مُرْجَاً قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُرْجَوْنَ مُؤَخَّرُوْنَ

১৯৯৯ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খাদ্য (খরিদ করে) পুরাপুরী আয়ত্বে না এনে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (রাবী তাউস (র.) বলেন,) আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কিভাবে হয়ে থাকে? তিনি বললেন, এ এভাবে হয়ে থাকে যে, দিরহাম এর বিনিময়ে দিরহাম আদান-প্রদান হয় অথচ পণ্যদ্রব্য অনুপস্থিত থাকে। ইমাম বুখারী (র.) বলেন, আয়াতে বর্ণিত مُرْجَوْنَ অর্থ যারা আল্লাহ্র নির্দেশ পালনে বিলম্বিত করে।

٢٠٠٠ حَدَّثَنِىْ اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ

২০০০ আবুল ওয়ালীদ (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, খাদ্য খরিদ করে কেউ যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রি না করে।

٢٠٠١ حَدَّثَنَا عَلِىٌّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كَانَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَنَّهُ قَالَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ صَرْفٌ فَقَالَ طَلْحَةُ اَنَا حَتّٰى يَجِيْئَ خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ قَالَ سُفْيَانُ هُوَ الَّذِىْ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ لَيْسَ فِيْهِ زِيَادَةٌ قَالَ اَخْبَرَنِىْ مَالِكُ بْنُ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُخْبِرُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ۔

banglainternet.com

২০০৯ আলী (র.).... মালিক ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি ঘোষণা দিলেন যে, কে সারফ এর বেচা-কেনা (দিরহাম এর বিনিময়ে দীনার এর বেচা-কেনা) করবে? তালহা (রা.) বললেন, আমি করব। অবশ্য আমার পক্ষের বিনিময় প্রদানে আমার হিসাব রক্ষক গা'বা (এলাকা) থেকে ফিরে আসা পর্যন্ত দেরী হবে। (বর্ণনাকারী) সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি যুহরী (র.) থেকে এটুকু মনে রেখেছি, এর থেকে বেশী নয়। এরপর যুহরী (র.) বলেন, মালিক ইব্ন আওস (রা.) আমাকে বলেছেন যে, তিনি উমর ইব্ন খাত্তাব (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছেন যে, তিনি বলেছেন, নগদ হাতে হাতে বিনিময় ছাড়া সোনার বদলে সোনা বিক্রি, গমের বদলে গম বিক্রি, খেজুরের বদলে খেজুর বিক্রি, যবের বদলে যব বিক্রি করা সূদ হিসাবে গণ্য।

١٣٣١. بَابُ بَيعِ الطَّعَامِ قَبلَ اَن يُقْبَضَ وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

১৩৩১. পরিচ্ছেদ ঃ অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রি করা এবং যে পণ্য নিজের নিকট নেই তা বিক্রি করা

٢٠٠٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الَّذِيْ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ سَمِعَ طَاوُسًا يَقُوْلُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ اَمَّا الَّذِيْ نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ اَنْ يُبَاعَ حَتّٰى يُقْبَضَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَا اَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا مِثْلَهُ –

২০০২ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যা নিষেধ করেছেন, তা হল অধিকারে আনার পূর্বে খাদ্য বিক্রয় করা। ইব্ন আব্বাস (রা.) বলেন, আমি মনে করি, প্রত্যেক পণ্যের ব্যাপারে অনুরূপ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে।

٢٠٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَهُ زَادَ اِسْمٰعِيْلُ مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ

২০০৩ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, খাদ্য খরিদ করে পুরোপুরী মেপে না নিয়ে। রাবী ইসমাঈল (র.) আরো বলেন খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে নিজের অধিকারে না এনে কেউ যেন তা বিক্রি না করে।

banglainternet.com

١٣٣٢. بَابُ مَنْ رَاٰى اِذَا اشْتَرَى طَعَامًا جِزَافًا اَنْ لَا يَبِيْعَهُ حَتّٰى يُؤْوِيَهُ اِلٰى رَحْلِهِ وَالْاَدَبِ فِيْ ذٰلِكَ

১৩৩২. পরিচ্ছেদ ঃ অনুমানে পরিমাণ ঠিক করে খাদ্যদ্রব্য খরিদ করে নিজের ঘরে না এনে তা বিক্রয় করা যিনি বৈধ মনে করেন না এবং এরূপ করা শাস্তিযোগ্য।

٢٠٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ رَاَيْتُ النَّاسَ فِيْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يَبْتَاعُوْنَ جِزَافًا يَعْنِي الطَّعَامَ يُضْرَبُوْنَ اَنْ يَبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِمْ حَتّٰى يُؤْوُوْهُ اِلٰى رِحَالِهِمْ

২০০৪ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ -এর সময়ে দেখেছি যে, লোকেরা খাদ্য আনুমানিক পরিমাণের ভিত্তিতে বেচা-কেনা করত, পরে তা সেখানেই নিজেদের ঘরে তুলে নেওয়ার আগেই বিক্রি করলে তাদেরকে শাস্তি দেওয়া হত।

١٣٣٣. بَابُ اِذَا اشْتَرٰى مَتَاعًا اَوْ دَابَّةً فَوَضَعَهُ عِنْدَ الْبَائِعِ فَبَاعَ اَوْ مَاتَ قَبْلَ اَنْ يُقْبَضَ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَا اَدْرَكْتِ الصَّفْقَةُ حَيًّا مَجْمُوْعًا فَهُوَ مِنَ الْمُبْتَاعِ

১৩৩৩. পরিচ্ছেদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি দ্রব্য সামগ্রী বা জানোয়ার খরিদ করে হস্তগত করার পূর্বে তা বিক্রেতার নিকটই রেখে দেয়, এরপর বিক্রেতা সে পণ্য বিক্রি করে দেয় বা বিক্রেতা মারা যায়। ইব্ন উমর (রা.) বলেন, যদি বিক্রয় কালে বিক্রিত পশু জীবিত ও যথাযথ অবস্থায় থাকে (এবং পরে তার কোন ক্ষতি হয়) তবে তা ক্রেতার মাল নষ্ট হয়েছে বলে গণ্য হবে।

٢٠٠٥ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ بْنُ اَبِي الْمَغْرَاءِ اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَقَلَّ يَوْمٌ كَانَ يَاتِيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ اِلَّا يَاْتِيْ فِيْهِ بَيْتَ اَبِيْ بَكْرٍ اَحَدَ طَرَفَيِ النَّهَارِ فَلَمَّا اُذِنَ لَهُ فِي الْخُرُوْجِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَمْ يَرْعُنَا اِلَّا وَقَدْ اَتَانَا ظُهْرًا فَاُخْبِرَ بِهِ اَبُوْ بَكْرٍ فَقَالَ مَا جَاءَنَا النَّبِيُّ ﷺ فِيْ هٰذِهِ السَّاعَةِ اِلَّا مِنْ حَدَثٍ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ لِاَبِيْ بَكْرٍ اَخْرِجْ مَنْ عِنْدَكَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّمَا هُمَا ابْنَتَايَ يَعْنِيْ عَائِشَةَ وَاَسْمَاءَ قَالَ اَشَعَرْتَ اَنَّهُ قَدْ اُذِنَ لِيْ فِي الْخُرُوْجِ قَالَ الصُّحْبَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ الصُّحْبَةَ، قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنْ عِنْدِيْ نَاقَتَيْنِ اَعْدَدْتُهُمَا لِلْخُرُوْجِ فَخُذْ اِحْدٰاهُمَا فَقَالَ قَدْ اَخَذْتُهَا بِالثَّمَنِ

banglainternet.com

২০০৫ ফারওয়া ইব্‌ন আবুল মাগরা (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এমন দিন খুব কমই গিয়েছে, যে দিন সকালে বা বিকালে নবী করীম ﷺ (আমার পিতা) আবূ বকর (রা.)-এর ঘরে আসেন নি। যখন তাঁকে (আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ হতে) মদীনার উদ্দেশ্যে বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হল, তখন তিনি একদিন দুপুরের সময় আগমন করায় আমরা শংকিত হয়ে পড়লাম। আবূ বকর (রা.)-কে এ সংবাদ জানানো হলে তিনি বলে উঠলেন, নবী ﷺ বিশেষ কোন ঘটনার কারণেই অসময়ে আগমন করেছেন। যখন নবী করীম ﷺ প্রবেশ করলেন তখন তিনি আবূ বকর (রা.)-কে বললেন, যারা তোমার কাছে আছে তাদের সরিয়ে দাও। আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ এরা তো আমার দুই কন্যা 'আয়িশা ও আসমা। তিনি বললেন, তুমি কি জান আমাকে তো বের হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে? আপনার সংগী সফর হওয়া আমার কাম্য ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তিনি বললেন, হ্যাঁ, তুমি আমার সফর সংগী হবে। আবূ বকর (রা.) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমার কাছে দু'টি উটণী রয়েছে, যা আমি হিজরতের জন্য প্রস্তুত রেখেছি। এর একটি আপনি গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আমি মূল্যের বিনিময়ে তা গ্রহণ করলাম।

١٣٣٤ بَابٌ لاَيَبِيْعُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلٰى سَوْمِ اَخِيْهِ حَتّٰى يَأْذَنَ لَهُ اَوْ يَتْرُكَ

১৩৩৪. অনুচ্ছেদ ঃ কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে, দর-দাম করার উপর দর-দাম না করে যতক্ষণ সে তাকে অনুমতি না দেয় বা ত্যাগ না করে

٢٠٠٦ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ -

২০০৬ ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন তোমাদের কেউ যেন তার ভাইয়ের ক্রয় -বিক্রয়ের উপর ক্রয় না করে।

٢٠٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ يَخْطُبُ عَلٰى خِطْبَةِ اَخِيْهِ وَلاَتَسْأَلُ الْمَرْاَةُ طَلاَقَ اُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِيْ اِنَائِهَا

banglainternet.com

২০০৭ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী কর্তৃক বিক্রয় করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে। কেউ যেন

তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। কোন মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের দাবী না করে, যাতে সে তার পাত্রে যা কিছু আছে, তা নিজেই নিয়ে নেয়।

١٣٣٥. بَابُ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ وَقَالَ عَطَاءٌ اَدْرَكْتُ النَّاسَ لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِبَيْعِ الْمَغَانِمِ فِيْمَنْ يَزِيْدُ

১৩৩৫. পরিচ্ছেদ ঃ নিলামের মাধ্যমে বিক্রি। আতা (র.) বলেন, আমি লোকদের (সাহাবায়ে কিরামকে) দেখেছি যে, তারা গনীমতের মাল অধিক মূল্য দানকারীর কাছে বিক্রি করাতে দোষ মনে করতেন না।

٢٠٠٨ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ الْمُكْتِبُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِيْ رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً اَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ فَاحْتَاجَ فَاَخَذَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ مَنْ يَشْتَرِيْهِ مِنِّيْ، فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِكَذَا وَكَذَا فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ

২০০৮ বিশর ইব্ন মুহাম্মদ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, এক ব্যক্তি তার মৃত্যুর পরে তার গোলাম আযাদ হবে বলে ঘোষণা দিল। তার পর সে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ল। নবী ﷺ গোলামটিকে নিয়ে নিলেন এবং বললেন, কে একে আমার নিকট থেকে খরিদ করবে? নুআঈম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) (তাঁর কাছ থেকে) সেটি এত এত মূল্যে খরিদ করলেন। তিনি গোলামটি তার হাওলা করে দিলেন।

١٣٣٦. بَابُ النَّجْشِ وَمَنْ قَالَ لاَ يَجُوْزُ ذٰلِكَ الْبَيْعُ وَقَالَ ابْنُ اَبِيْ اَوْفٰى النَّاجِشُ اٰكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهُوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ لاَ يَحِلُّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْخَدِيْعَةُ فِي النَّارِ وَمَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

১৩৩৬. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতারণামূলক দালালী এবং এরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়িয নয় বলে যিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ইব্ন আবূ আওফা (রা.) বলেন, দালাল হলো সূদখোর, খিয়ানতকারী। আর দালালী হল প্রতারণা, যা বাতিল ও অবৈধ। নবী ﷺ বলেন, প্রতারণার ঠিকানা জাহান্নাম। যে এরূপ আমল করে যা আমাদের শরীআতের পরিপন্থী, তা পরিত্যাজ্য।

banglainternet.com

٢٠٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ النَّجْشِ

২০০৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ প্রতারণামূলক দালালী থেকে নিষেধ করেছেন।

١٣٣٧. بَابُ بَيْعِ الْغَرَرِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ

১৩৩৭. পরিচ্ছেদ ঃ প্রতারণামূলক বিক্রি এবং গর্ভস্থিত বাচ্চা গর্ভ থেকে খালাস হওয়ার পর তা গর্ভবতী হয়ে বাচ্চা প্রসব করা পর্যন্ত মেয়াদে বিক্রি

٢٠١٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ اَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُوْرَ اِلٰى اَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِيْ فِيْ بَطْنِهَا ـ

২০১০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)...আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ গর্ভস্থিত বাচ্চার্ গর্ভের প্রসবের মেয়াদের উপর বিক্রি নিষেধ করেছেন। এ এক ধরনের বিক্রয়, যা জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল। কেউ এ শর্তে উটণী ক্রয় করত যে, এই উটণীটি প্রসব করবে পরে ঐ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য দেওয়া হবে।

١٣٣٨. بَابُ بَيْعِ الْمُلاَمَسَةِ وَقَالَ اَنَسٌ نَهٰى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ

১৩৩৮. পরিচ্ছেদ ঃ স্পর্শের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয়। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ এরূপ বেচা-কেনা থেকে নিষেধ করেছেন

٢٠١١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَهِيَ طَرْحُ الرَّجُلُ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ اِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ اَنْ يُقَلِّبَهُ اَوْ يَنْظُرَ اِلَيْهِ وَنَهٰى عَنِ الْمُلاَمَسَةِ وَالْمُلاَمَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لاَيَنْظُرُ اِلَيْهِ

২০১১ সাঈদ ইব্ন উফায়র (র.)... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুনাবাযা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন। তা হল, বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রেতা কাপড়টি উল্টানো পাল্টানো অথবা দেখে নেওয়ার আগেই বিক্রেতা কর্তৃক তা ক্রেতার দিকে নিক্ষেপ করা। আর তিনি মুলামাসা পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করতেও নিষেধ করেছেন। মুলামাসা হল কাপড়টি না দেখে স্পর্শ করা (এতেই বেচা-কেনা সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হত)।

banglainternet.com

٢٠١٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا اَيُّوْبُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نُهِىَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ اَنْ يَحْتَبِىَ الرَّجُلُ فِى الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ثُمَّ يَرْفَعَهُ عَلٰى مَنْكِبِهِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ

২০১২ কুতায়বা (র.)... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, দুই ধরনের পোশাক পরিধান করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তা হলো একটি কাপড় শরীরে জড়িয়ে তার এক পার্শ্ব কাঁধের উপর তুলে দেওয়া এবং দুই ধরনের বেচা-কেনা হতে নিষেধ করা হয়েছে; স্পর্শের এবং নিক্ষেপের বেচা-কেনা।

١٣٣٩. بَابُ بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ وَقَالَ اَنَسٌ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْهُ

১৩৩৯. পরিচ্ছেদ ঃ পারস্পরিক নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করা। আনাস (রা.) বলেন, নবী ﷺ এরূপ ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٢٠١٣ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِىْ مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيٰى بْنِ حَبَّانَ وَعَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

২০১৩ ইসমাঈল (র.).. আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্পর্শ ও নিক্ষেপের পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ করেছেন।

٢٠١٤ حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيْدَ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

২০১৪ আইয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ (র.).... আবূ সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী ﷺ দু' ধরনের পোশাক পরিধান এবং স্পর্শ ও নিক্ষেপ এরূপ দু' ধরনের (পদ্ধতিতে) বেচা-কেনা নিষেধ করেছেন।

١٣٤٠. بَابُ النَّهْىِ لِلْبَائِعِ اَنْ لَا يُحَفِّلَ الْاِبِلَ وَالْبَقَرَ وَالْغَنَمَ وَكُلُّ مُحَفَّلَةٍ وَالْمُصَرَّاةُ الَّتِىْ صُرِّىَ لَبَنُهَا وَحُبِسَ فِيْهِ وَلَمْ يُحْلَبْ اَيَّامًا وَاَصْلُ التَّصْرِيَةِ حَبْسُ الْمَاءِ يُقَالُ مِنْهُ صَرَّيْتُ الْمَاءَ اِذَا حَبَسْتَهُ

BanglaBook.org

১৩৪০. পরিচ্ছেদ ঃ বিক্রেতার প্রতি নিষেধ যে, উটনী, গাভী ও বকরী এবং প্রত্যেক দুগ্ধবতী জন্তুর দুধ সে যেন জমা করে না রাখে। মুসাররাত সে জন্তুকে বলা হয়, যার দুধ কয়েক দিন

দোহন না করে আটকিয়ে। এবং জমা করে রাখা হয়। তাসরিয়ার মূল অর্থ ঃ পানি আটকিয়ে রাখা। এ থেকে বলা হয় صَرَّيْتُ الْمَاءَ আমি পানি আটকিয়ে রেখেছি বলবে, যখন তুমি পানিকে আটকিয়ে রাখবে

٢٠١٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ عَنِ الْاَعْرَجِ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ لَا تُصَرُّوا الْاِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَاِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلُبَهَا اِنْ شَاءَ اَمْسَكَ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ * وَيُذْكَرُ عَنْ اَبِىْ صَالِحٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْوَالِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ وَمُوْسَى بْنِ يَسَارٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ صَاعَ تَمْرٍ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ وَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثًا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَلَمْ يَذْكُرْ ثَلَاثًا وَالتَّمْرُ اَكْثَرُ

২০১৫ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকায়র (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন যে, তোমরা উটণী ও বকরীর দুধ (স্তন্যে) আটকিয়ে রেখ না। যে ব্যক্তি এরূপ পশু খরিদ করবে, সে দুধ দোহনের পরে দু'টি অধিকারের যেটি তার পক্ষে ভাল মনে করবে, তাই করতে পারবে। যদি সে ইচ্ছা করে তবে ক্রীত পশুটি রেখে দিবে আর যদি ইচ্ছা করে তবে তা ফেরৎ দিবে এবং এর সাথে এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে। আবূ সালিহ্ মুজাহিদ, ওয়ালীদ ইব্ন রাবাহ্ ও মূসা ইব্ন ইয়াসার (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) সূত্রে নবী ﷺ থেকে এক সা' খেজুরের কথা উল্লেখ রয়েছে। কেউ কেউ ইব্ন সীরীন (র.) সূত্রে এক সা' খাদ্যের কথা বলেছেন। এবং ক্রেতার জন্য তিন দিনের ইখতিয়ার থাকবে। আর কেউ কেউ ইব্ন সীরীন (র.) সূত্রে এক সা' খেজুরের কথা বলেছেন, তবে তিন দিনের ইখতিয়ারের কথা উল্লেখ করেননি। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন অধিকাংশের বর্ণনায় খেজুরের উল্লেখ রয়েছে)।

٢٠١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ اَبِىْ يَقُوْلُ حَدَّثَنَا اَبُوْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُحَفَّلَةً فَرَدَّهَا فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا وَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ اَنْ تُلَقَّى الْبُيُوْعُ

২০১৬ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (স্তন্যে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী খরিদ করে তা ফেরৎ দিতে চায়, সে যেন এর সঙ্গে এক সা' পরিমাণ খেজুরও দেয়। আর নবী (পণ্য খরিদ করার জন্য) বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে পথিমধ্যে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

banglainternet.com

٢٠١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ

بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوْا الْغَنَمَ وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ اَنْ يَحْلُبَهَا اِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

২০১৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না তোমাদের কেউ যেন কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয় বিক্রয় না করে। তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না। শহরবাসী তোমাদের কেউ যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। তোমরা বকরীর দুধ আটকিয়ে রাখবে না। যে এ রূপ বকরী খরিদ করবে, সে দুধ দোহনের পরে এ দু'টির মধ্যে যেটি ভাল মনে করবে, তা করতে পারে। সে যদি এতে সন্তুষ্ট হয় তবে বকরী রেখে দিবে, আর যদি সে তা অপসন্দ করে তবে ফেরৎ দিবে এবং এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে।

١٣٤١. بَابٌ اِنْ شَاءَ رَدَّ الْمُصَرَّاةَ وَفِيْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِّنْ تَمْرٍ

১৩৪১. পরিচ্ছেদ ঃ দুধ আটকিয়ে রাখা পশুর ক্রেতা ইচ্ছা করলে ফেরত দিতে পারে এবং দুহিত দুধের বিনিময়ে এক সা' পরিমাণ খেজুর দিবে

٢٠١٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ زِيَادٌ اَنَّ ثَابِتًا مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زَيْدٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا فَاِنْ رَضِيَهَا اَمْسَكَهَا وَاِنْ سَخِطَهَا فَفِيْ حَلْبَتِهَا صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ

২০১৮ মুহাম্মদ ইব্ন আম্র (র.) আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি (স্তনে) দুধ আটকিয়ে রাখা বকরী খরিদ করে, তবে দোহনের পরে যদি ইচ্ছা করে তবে সেটি রেখে দেবে আর যদি অপসন্দ করে তবে দুহিত দুধের বিনিময়ে এক সা' খেজুর দিবে।

١٣٤٢. بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِيْ وَقَالَ شُرَيْحٌ اِنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا

১৩৪২. পরিচ্ছেদ ঃ ব্যভিচারী গোলামের বিক্রয়। (কাযী) শুরায়হ (র.) বলেন, ক্রেতা ইচ্ছা করলে ব্যভিচারের দোষের কারণে গোলাম ফেরত দিতে পারে

banglainternet.com

٢٠١٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ. قَالَ حَدَّثَنِيْ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُوْلُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ

زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا وَلاَ يُثَرِّبْ ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

২০১৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, যদি বাঁদী ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয়, তবে তাকে বেত্রাঘাত করবে। আর তিরস্কার করবে না। তারপর যদি আবার ব্যভিচার করে তাকে বেত্রাঘাত করবে, তিরস্কার করবে না। এরপর যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে তবে তাকে বিক্রি করে দিবে; যদিও পশমের রশির (ন্যায় সামান্য বস্তুর) বিনিময়েও হয়।

٢٠٢٠ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ قَالَ حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْاَمَةِ اِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتْ فَبِيْعُوْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ اَدْرِيْ بَعْدَ الثَّالِثَةِ اَوِ الرَّابِعَةِ

২০২০ ইসমাঈল (র.)....আবূ হুরায়রা ও যায়দ ইব্ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবিবাহিতা দাসী যদি ব্যভিচার করে সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যদি সে ব্যভিচার করে, তবে তাকে বেত্রাঘাত কর। আবার যদি সে ব্যভিচার করে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর যদি ব্যভিচার করে তবে তাকে রশির বিনিময়ে হলেও বিক্রি করে দাও। রাবী ইব্ন শিহাব (র.) বলেন, একথা তৃতীয় বারের না চতুর্থ বারের পর বলেছেন, তা আমার ঠিক জানা নাই।

١٣٤٣. بَابُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ مَعَ النِّسَاءِ

১৩৪৩. পরিচ্ছেদ ঃ মহিলার সাথে ক্রয়-বিক্রয়

٢٠٢١ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِشْتَرِيْ وَاَعْتِقِيْ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْعَشِيِّ فَاَثْنٰى عَلَى اللّٰهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ اُنَاسٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ شَرْطُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَاَوْثَقُ

২০২১ আবুল ইয়ামান (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আমার ঘরে প্রবেশ করলেন তখন আমি তাঁর নিকট (বারীরা নাম্নী দাসীর খরিদ সংক্রান্ত ঘটনা) উল্লেখ

banglainternet.com

করলাম। তিনি বললেন, তুমি খরিদ কর এবং আযাদ করে দাও। কেননা যে আযাদ করবে ওয়ালা (আযাদ সূত্রে উত্তরাধিকার) তারই। তারপর নবী ﷺ বিকালের দিকে (মসজিদে নববীতে) দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'আলার যথাযথ প্রশংসা বর্ণনা করে তারপর বললেন, লোকদের কী হলো যে, তারা এরূপ শর্তারোপ করে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই। কোন ব্যক্তি যদি এমন শর্তারোপ করে, যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তা বাতিল, যদিও সে শত শত শর্তারোপ করে। আল্লাহ্র শর্তই সঠিক ও সুদৃঢ়।

٢٠٢٢ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ اَبِىْ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا سَاوَمَتْ بَرِيْرَةَ فَخَرَجَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ اِنَّهُمْ اَبَوْا اَنْ يَبِيْعُوْهَا اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطُوْا ﷺ الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ قُلْتُ لِنَافِعٍ حُرًا كَانَ زَوْجُهَا اَوْ عَبْدًا فَقَالَ مَايُدْرِيْنِىْ

২০২২ হাস্সান ইব্ন আবূ আব্বাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, 'আয়িশা (রা.) বারীরার দরদাম করেন। নবী ﷺ সালাতের উদ্দেশ্যে বের হয়ে যান। যখন ফিরে আসেন তখন 'আয়িশা (রা.) তাঁকে বললেন যে, তারা (মালিক পক্ষ) ওয়ালা এর শর্ত ছাড়া বিক্রি করতে রাযী নয়। নবী ﷺ বললেন, ওয়ালা তো তারই, যে আযাদ করে। (রাবী হাম্মাম (র.) বলেন, আমি নাফি (র.) -কে জিজ্ঞাসা করলাম, বারীরার স্বামী আযাদ ছিল, না দাস? তিনি বললেন, আমি কি করে জানব?

١٣٤٤. بَابُ هَلْ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ اَجْرٍ وَهَلْ يُعِيْنُهُ اَوْ يَنْصَحُهُ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اسْتَنْصَحَ اَحَدُكُمْ اَخَاهُ فَلْيَنْصَحْ لَهُ وَرَخَّصَ فِيْهِ عَطَاءٌ

১৩৪৪. পরিচ্ছেদ ঃ পারিশ্রমিক ছাড়া শহরবাসী কি গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় করতে পারে? সে কি তার সাহায্য এবং উপকার করতে পারে? নবী ﷺ বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ তার ভাইয়ের সাহায্য কামনা করে তখন সে যেন তার উপকার করে। এ বিষয়ে আতা (র.) অনুমতি প্রদান করেছেন।

٢٠٢٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمٰعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ سَمِعْتُ جَرِيْرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ ، وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

২০২৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ (র.).. জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর হাতে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলাল্লাহ -এ কথা সাক্ষ্য দেওয়ার, সালাত কায়েম করার, যাকাত দেওয়ার আমীরের কথা শুনার ও মেনে চলার এবং প্রত্যেক মুসলমানের হিত কামনা করার উপর বায়আত করেছিলাম।

٢٠٢٤ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَاقَوْلُهُ لاَيَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَيَكُوْنُ لَهُ سِمْسَارًا

২০২৪ সাল্‌ত ইব্‌ন মুহাম্মদ (র.)....ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, তোমরা পণ্যবাহী কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে সস্তায় পণ্য খরিদের উদ্দেশ্যে) সাক্ষাৎ করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। রাবী তাউস (র.) বলেন, আমি ইব্‌ন আব্বাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে, তাঁর একথার অর্থ কী? তিনি বললেন, তার হয়ে যেন সে প্রতারণামূলক দালালী না করে।

١٣٤٥. بَابُ مَنْ كَرِهَ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِاَجْرٍ

১৩৪৫. পরিচ্ছেদ ঃ পারিশ্রমিকের বিনিময় গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা যারা নিষিদ্ধ মনে করেন

٢٠٢٥ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ هُوَ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَبِهٖ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ

২০২৫ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সাব্‌বাহ (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় রাসূলুল্লাহ্ ﷺ নিষেধ করেছেন। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও এ মত পোষণ করেছেন।

١٣٤٦. بَابٌ لاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِالسِّمْسَرَةِ وَكَرِهَهُ ابْنُ سِيْرِيْنَ وَاِبْرَاهِيْمُ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيْ وَقَالَ اِبْرَاهِيْمُ اِنَّ الْعَرَبَ تَقُوْلُ بِعْ لِيْ ثَوْبًا وَهِيَ تَعْنِيْ الشِّرٰى

১৩৪৬. পরিচ্ছেদ ঃ দালালীর মাধ্যমে শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রয় না করে। ইব্‌ন সীরীন ও ইব্‌রাহীম (নাখয়ী) (র.) ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের জন্য তা নাজায়েয বলেছেন। ইব্‌রাহীম (র.) বলেন, আরববাসী বলে, بِعْ لِيْ ثَوْبًا তারা এর অর্থ গ্রহণ করে খরিদ করার, অর্থাৎ আমাকে একটি কাপড় খরিদ করে দাও

banglainternet.com

٢٠٢٦ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ ابْنُ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ اَخْبَرَنِيْ اِبْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَ يَبْتَاعُ الْمَرْءُ عَلٰى بَيْعِ اَخِيْهِ وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ يَبِيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৬ মক্কী ইব্ন ইব্রাহীম (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ যেন তার ভাইয়ের কেনা-বেচার উপরে খরিদ না করে। আর তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করবে না এবং শহরবাসী যেন গ্রামবাসীর পক্ষে বিক্রি না করে।

٢٠٢٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنّٰى حَدَّثَنَا مُعَاذٌ حَدَّثَنَا اِبْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ نُهِيْنَا اَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৭ মুহাম্মদ ইব্ন মুসান্না (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা থেকে আমাদের কে নিষেধ করা হয়েছে।

١٣٤٧. بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ وَاَنْ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ لِاَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ اٰثِمٌ اِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا وَهُوَ خِدَاعٌ فِى الْبَيْعِ وَالْخِدَاعُ لاَيَجُوْزُ

১৩৪৭. পরিচ্ছেদ ঃ (শহরে প্রবেশের পূর্বে কমমূল্যে খরিদের আশায়) বণিক দলের সাথে সাক্ষাৎ করা নিষেধ। এরূপ ক্রয় করা প্রত্যাখ্যাত। কেননা এরূপ ক্রেতা অন্যায়কারী ও অপরাধী হবে, যদি তা জ্ঞাত থাকে। ক্রয়-বিক্রয়ে এ এক রকমের ধোঁকা, আর ধোঁকা জায়িয নয়

٢٠٢٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِيْ سَعِيْدٍ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّلَقِّى وَاَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

২০২৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, শহরে প্রবেশের পূর্বে বণিক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসীর বিক্রয় করা থেকে নবী করীম ﷺ নিষেধ করেছেন।

٢٠٢٩ حَدَّثَنِيْ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْاَعْلٰى حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَاَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا مَا مَعْنٰى قَوْلِهِ لاَ يَبِيْعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ فَقَالَ لاَ يَكُنْ لَهُ سِمْسَارًا

২০২৯ আইয়্যাশ ইব্ন ওয়ালীদ (র.).... তাউস (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)-কে গ্রামবাসীর পক্ষে শহরবাসী বিক্রয় করবে না, এ উক্তির অর্থ কী, তা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তার পক্ষে দালালী করবে না।

٢٠٣٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنِى التَّيْمِىُّ عَنْ اَبِىْ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَنِ اشْتَرٰى مُحَفَّلَةً فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا قَالَ وَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّى الْبُيُوْعِ

২০৩০ মুসাদ্দাদ (র.).... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন মাসঊদ) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকিয়ে রাখা (বকরী-গাভী) উটনী খরিদ করে (তা ফেরৎ দিলে) সে যেন তার সাথে এক সা' (খেজুরও) ফেরৎ দেয়। তিনি আরো বলেন, নবী করীম ﷺ বণিক দলের সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করেছেন।

٢٠٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتّٰى يُهْبَطَ بِهَا اِلَى السُّوْقِ

২০৩১ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমাদের কেউ কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর যেন ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তোমরা পণ্য ক্রয় করো না তা বাজারে উপস্থাপিত না করা পর্যন্ত।

١٣٤٨. بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّى

১৩৪৮ পরিচ্ছেদ ঃ (বণিক দলের সাথে) সাক্ষাতের সীমা

٢٠٣٢ حَدَّثَنَا مُوْسٰى ابْنُ اِسْمٰعِيْلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ فَنَهَانَا النَّبِىُّ ﷺ اَنْ نَبِيْعَهُ حَتّٰى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ سُوْقَ الطَّعَامِ ، قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ هٰذَا فِىْ اَعْلَى السُّوْقِ وَيُبَيِّنُهُ حَدِيْثُ عُبَيْدِ اللّٰهِ-

২০৩২ মূসা ইব্ন ইসমাঈল (র.)..... আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা বণিক দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের থেকে খাদ্য খরিদ করতাম। নবী করীম ﷺ খাদ্যের বাজারে পৌঁছানোর পূর্বে আমাদের তা খরিদ করতে নিষেধ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী (র.) বলেন, তা হল বাজারের প্রান্ত সীমা। উবায়দুল্লাহ্ (র.)-এর হাদীসে এ বর্ণনা রয়েছে।

٢٠٣٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانُوْا يَبْتَاعُوْنَ الطَّعَامَ فِيْ اَعْلَى السُّوْقِ فَيَبِيْعُوْنَهُ فِيْ مَكَانِهِمْ فَنَهَاهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَنْ يَبِيْعُوْهُ فِيْ مَكَانِهِ حَتّٰى يَنْقُلُوْهُ

২০৩৩ মুসাদ্দাদ (র.) .... আবদুল্লাহ্ (ইব্ন উমর) (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, লোকেরা বাজারের প্রান্ত সীমায় খাদ্য খরিদ করে সেখানেই বিক্রি করে দিত। রাসূলুল্লাহ্ ﷺ স্থানান্তর না করে সেখানেই বিক্রি করতে তাদের নিষেধ করলেন।

١٣٤٩. بَابُ اِذَا اشْتَرَطَ شُرُوْطًا فِى الْبَيْعِ لاَ تَحِلُّ

১৩৪৯ পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে এমন শর্ত করা যা অবৈধ

٢٠٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِيْ بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ اَهْلِيْ عَلٰى تِسْعِ اَوَاقٍ فِيْ كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَاَعِيْنِيْنِيْ فَقُلْتُ اِنْ اَحَبَّ اَهْلُكِ اَنْ اَعُدَّهَا لَهُمْ وَيَكُوْنَ وَلاَؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ ، فَذَهَبَتْ بَرِيْرَةُ اِلٰى اَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَاَبَوْا عَلَيْهَا فَجَائَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ جَالِسٌ، فَقَالَتْ اِنِّيْ قَدْ عَرَضْتُ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ فَاَبَوْا اِلاَّ اَنْ يَكُوْنَ الْوَلاَءُ لَهُمْ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ ﷺ فَاَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ خُذِيْهَا وَاشْتَرِطِيْ لَهُمُ الْوَلاَءَ فَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى النَّاسِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : اَمَّا بَعْدُ مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُوْنَ شُرُوْطًا لَيْسَتْ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ مَاكَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَاِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللّٰهِ اَحَقُّ وَشَرْطُ اللّٰهِ اَوْثَقُ وَاِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২০৩৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারীরা (রা.) আমার কাছে এসে বলল, আমি আমার মালিক পক্ষের সাথে নয় উকিয়া দেওয়ার শর্তে মুকাতাবা[১] করেছি-- প্রতি বছর যা থেকে এক উকিয়া[২] করে দেওয়া হবে। আপনি (এ ব্যাপারে) আমাকে সাহায্য করুন। আমি বললাম, যদি তোমার মালিক পক্ষ পসন্দ করে যে,আমি তাদের একবারেই তা পরিশোধ

১. নিজের দাস-দাসীকে কোন কিছুর বিনিময়ে আযাদ করার চুক্তিকে মুকাতাবা বলে।
২. এক উকিয়া ৪০ দিরহাম পরিমাণ।

করব এবং তোমার ওয়ালা-এর অধিকার আমার হবে, তবে আমি তা করব। তখন বারীরা (রা.) তার মালিকদের নিকট গেল এবং তাদের তা বলল। তারা তা অস্বীকার করল। বারীরা (রা.) তাদের নিকট থেকে (আমার কাছে) এল। আর তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সে বলল,আমি (আপনার) সে কথা তাদের কাছে পেশ করেছিলাম। কিন্তু তারা নিজেদের জন্য ওয়ালার অধিকার সংরক্ষণ ছাড়া রাযী হয় নি। নবী করীম ﷺ তা শোনলেন, 'আয়িশা (রা.) নবী করীম ﷺ-কে তা সবিস্তারে জানালেন। তিনি বললেন, তুমি তাকে নিয়ে নাও এবং তাদের জন্য ওয়ালার শর্ত মেনে নাও। কেননা, ওয়ালা এর হক তারই, যে আযাদ করে। 'আয়িশা (রা.) তাই করলেন। এরপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জন সমক্ষে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্র হাম্দ ও সানা বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, লোকদের কী হলো যে, তারা এমন শর্ত আরোপ করে যা আল্লাহ্র বিধানে নেই। আল্লাহ্র বিধানে যে শর্তের উল্লেখ নেই, তা বাতিল বলে গণ্য হবে, শত শর্ত হলেও। আল্লাহ্র ফায়সালাই সঠিক, আল্লাহ্র শর্তই সুদৃঢ়। ওয়ালার হক তো তারই, যে আযাদ করে।

٢٠٣٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ عَائِشَةَ اُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَرَادَتْ اَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهْلُهَا نَبِيْعُكِهَا عَلٰى اَنَّ وَلَاءَ هَا لَنَا فَذَكَرَتْ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ لَا يَمْنَعُكِ ذٰلِكَ فَاِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ اَعْتَقَ

২০৩৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) একটি দাসী খরিদ করে তাকে আযাদ করার ইচ্ছা করেন। দাসীটির মালিক পক্ষ বলল, দাসীটি এ শর্তে বিক্রি করব যে, তার ওয়ালার হক আমাদের থাকবে। তিনি একথা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -এর কাছে উল্লেখ করলেন। তিনি বললেন, এতে তোমার বাধা হবে না। কেননা, ওয়ালা তারই, যে আযাদ করে।

١٣٥٠. بَابُ بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ

১৩৫০. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করা

٢٠٣٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ سَمِعَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلَّا هَاءَ وَهَاءَ

২০৩৬ আবুল ওয়ালীদ (র.).... উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ বলেন, হাতে হাতে (নগদ নগদ) ছাড়া গমের বদলে গম বিক্রি করা সূদ, নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যব বিক্রয় সূদ, নগদ নগদ ব্যতীত খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রয় সূদ।

١٣٥١. بَابُ بَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالزَّبِيْبِ وَالطَّعَامِ بِالطَّعَامِ

১৩৫১. পরিচ্ছেদ ঃ কিসমিসের বিনিময়ে কিসমিস ও খাদ্য দ্রব্যের বিনিময়ে খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করা

٢٠٣٧ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلاً

২০৩৭ ইসমাঈল (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন। তিনি (ইব্ন উমর) বলেন, মুযাবানা হলো তাজা খেজুর শুকনো খেজুরের বদলে ওযন করে বিক্রয় করা এবং কিসমিস তাজা আঙ্গুরের বদলে ওযন করে বিক্রি করা।

٢٠٣٨ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ اَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ قَالَ وَالْمُزَابَنَةُ اَنْ يَبِيْعَ الثَّمَرَ بِكَيْلٍ اِنْ زَادَ فَلِىْ وَاِنْ نَقَصَ فَعَلَىَّ قَالَ وَ حَدَّثَنِىْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ اَنَّ النَّبِىَّ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا

২০৩৮ আবুন্ নু'মান (র.).... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী করীম ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, মুযাবানা হলো- শুকনা খেজুর তাজা খেজুরের বিনিময়ে ওযন করে বিক্রি করা, বেশি হলে আমার তা আমার প্রাপ্য, কম হলে তা পূরণ করা আমার দায়িত্ব। রাবী বলেন, আমাকে যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) বলেন যে, নবী করীম ﷺ অনুমান করে আরায়া[১] এর অনুমতি দিয়েছেন।

١٣٥٢. بَابُ بَيْعِ الشَّعِيْرِ بِالشَّعِيْرِ

১৩৫২. পরিচ্ছেদ ঃ যবের বিনিময়ে যব বিক্রি করা

banglainternet.com

٢٠٣٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ اَوْسٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اِلْتَمَسَ صَرْفًا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ فَدَعَانِىْ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ فَتَرَاوَضْنَا حَتّٰى

১. আরায়া এর ব্যাখ্যা পরে আসছে। তাফসীরুল্ - আরায়া পরিচ্ছেদ দেখুন।

اِصْطَرَفَ مِنِّيْ فَاَخَذَ الذَّهَبَ يُقَلِّبُهَا فِيْ يَدِهِ ثُمَّ قَالَ حَتّٰى يَاْتِيَ خَازِنِيْ مِنَ الْغَابَةِ، وَعُمَرُ يَسْمَعُ ذٰلِكَ، فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ تُفَارِقْهُ حَتّٰى تَاْخُذَ مِنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا اِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ

২০৩৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... মালিক ইব্ন আওস (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি একবার এক দীনারের বিনিময় সার্ফ[১]-এর জন্য লোক সন্ধান করছিলেন। তখন তালহা ইব্ন উবায়দুল্লাহ্ (রা.) আমাকে ডাক দিলেন। আমরা বিনিময় দ্রব্যের পরিমাণ নিয়ে আলোচনা করতে থাকলাম। অবশেষে তিনি আমার সঙ্গে সার্ফ করতে রাযী হলেন এবং আমার থেকে স্বর্ণ নিয়ে তার হাতে নাড়া-চাড়া করতে করতে বললেন, আমার খাযাঞ্জী গাবা (নামক স্থান) হতে আসা পর্যন্ত (আমার জিনিস পেতে) দেরী করতে হবে। ঐ সময়ে উমর (রা.) আমাদের কথা-বার্তা শুনছিলেন। তিনি বলে উঠলেন, আল্লাহ্র কসম! তার জিনিস গ্রহণ না করা পর্যন্ত তুমি তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারবে না। কারণ, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, নগদ নগদ না হলে স্বর্ণের বদলে স্বর্ণের বিক্রয় রিবা (সূদ) হবে। নগদ নগদ ছাড়া গমের বদলে গমের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ ছাড়া যবের বদলে যবের বিক্রয় রিবা হবে। নগদ নগদ না হলে খেজুরের বদলে খেজুরের বিক্রয় রিবা হবে।

١٣٥٣. بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ

১৩৫৩. পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয় করা

٢٠٤٠ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ اَخْبَرَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ قَالَ حَدَّثَنِيْ يَحْيٰى بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، وَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْتُمْ

২০৪০ সাদাকা ইব্ন ফযল (র.)....আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, সমান সমান ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রয় করবে না। অনুরূপ রূপার বদলে রূপা সমান সমান ছাড়া (বিক্রি করবে না)। রূপার বদলে সোনা এবং সোনার বদলে রূপা তোমরা যে রূপ দাও, ক্রয়-বিক্রয় করতে পার।

banglainternet.com

١٣٥٤. بَابُ بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ

১৩৫৪. পরিচ্ছেদ ঃ রৌপের বিনিময়ে রৌপ্য বিক্রয়

১. স্বর্ণ- রৌপের পরস্পর ক্রয়-বিক্রয়কে সার্ফ বলে।

٢٠٤١ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا ابْنُ اَخِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمِّهِ قَالَ حَدَّثَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ اَبَا سَعِيْدٍ حَدَّثَهُ مِثْلَ ذٰلِكَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ فَقَالَ يَااَبَا سَعِيْدٍ مَا هٰذَا الَّذِيْ تُحَدِّثُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ اَبُوْ سَعِيْدٍ فِي الصَّرْفِ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ مِثْلاً بِمِثْلٍ -

২০৪১ উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন সা'দ (র.)... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে (আবূ বাকরার হাদীসের)-অনুরূপ একটি হাদীস তাঁর কাছে বর্ণনা করেন। আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) তাঁর (আবূ সাঈদ (রা.)-এর) সঙ্গে দেখা করে বললেন, হে আবূ সাঈদ! রাসূলুল্লাহ্ ﷺ থেকে আপনি কী হাদীস বর্ণনা করে থাকেন? আবূ সাঈদ (রা.) সারফ (মুদ্রার বিনিময়) সম্পর্কে বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি যে, সোনার বদলে সোনার বিক্রয় সমান পরিমাণ হতে হবে। রূপার বদলে রূপার বিক্রয় সমান হতে হবে।

٢٠٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوْا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ اِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلٰى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيْعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

২০৪২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সমান পরিমাণ ছাড়া তোমরা সোনার বদলে সোনা বিক্রি করবে না,একটি অপরটি থেকে কম-বেশী করবে না। সমান ছাড়া তোমরা রূপার বদলে রূপা বিক্রি করবে না ও একটি অপরটি থেকে কমবেশী করবে না। আর নগদ মুদ্রার বিনিময়ে বাকী মুদ্রা বিক্রি করবে না।

١٣٥٥. بَابُ بَيْعِ الدِّيْنَارِ بِالدِّيْنَارِ نَسَاءً

১৩৫৫. পরিচ্ছেদ ঃ দীনারের বিনিময়ে দীনার বাকীতে ক্রয়-বিক্রয় করা

٢٠٤٣ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ الدِّيْنَارُ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَاِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لاَ يَقُوْلُهُ فَقَالَ

banglainternet.com

أَبُوْ سَعِيْدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللّٰهِ فَقَالَ كُلُّ ذٰلِكَ لاَ أَقُوْلُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنِّيْ وَلٰكِنْ أَخْبَرَنِيْ أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لاَ رِبَا إِلاَّ فِي النَّسِيْئَةِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ لاَ رِبًى إِلاَّ فِي النَّسِيْئَةِ قَالَ هٰذَا عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيْرِ مُتَفَاضِلاً لاَبَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ خَيْرَ فِيْهِ نَسِيْئَةً

২০৪৩ আলী ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ (র.).... আবূ সালিহ যায়য়াত (র.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আবূ সাঈদ খুদরী (রা.)-কে বলতে শুনলাম, দীনারের বদলে দীনার এবং দিরহামের বদলে দিরহাম (সমান সমান বিক্রি করবে)। এতে আমি তাঁকে বললাম, ইব্‌ন আব্বাস (রা.) তো তা বলেন না? উত্তরে আবূ সাঈদ (রা.) বলেন, আমি তাঁকে (ইব্‌ন আব্বাসকে) জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে, আপনি তা নবী করীম ﷺ-এর নিকট থেকে শুনেছেন, না আল্লাহ্‌র কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন, এর কোনটি বলিনি। আপনারাই তো আমার চাইতে নবী করীম ﷺ সম্পর্কে বেশী জানেন। অবশ্য আমাকে উসামা (ইব্‌ন যায়দ (রা.) জানিয়েছেন যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, বাকী বিক্রয় ব্যতীত রিবা হয় না। আবূ আবদুল্লাহ্ (বুখারী) (র.) বলেন, আমি সুলায়মান ইব্‌ন হারব (র.)-কে বলতে শুনেছি, বাকী বিক্রয় ব্যতীত রিবা হয় না, এ কথার অর্থ আমাদের মতে এই যে, সোনা- রূপার বিনিময়ে, গম যবের বিনিময়ে কম বেশী বেচাকেনা করাতে দোষ নেই যদি নগদ নগদ হয়, কিন্তু বাকী বেচা কেনাতে কোন মঙ্গল নেই।

١٣٥٦. بَابُ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ نَسِيْئَةً

১৩৫৬. পরিচ্ছেদ ঃ বাকীতে স্বর্ণের বিনিময়ে রৌপ্যের ক্রয়-বিক্রয়

٢٠٤٤ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِيْ حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْمِنْهَالِ قَالَ سَأَلْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ وَزَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ عَنِ الصَّرْفِ ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُوْلُ هٰذَا خَيْرٌ مِنِّيْ فَكِلاَهُمَا يَقُوْلُ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ دَيْنًا -

banglainternet.com

২০৪৪ হাফস ইব্‌ন উমর (র.).... আবূ মিনহাল (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইব্‌ন আযিব ও যায়দ ইব্‌ন আরকাম (রা.)-কে সারফ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁরা উভয়ে (একে অপরের সম্পর্কে) বললেন, ইনি আমার চাইতে উত্তম। এরপর উভয়েই বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বাকীতে রূপার বিনিময়ে সোনার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

١٣٥٧. بَابُ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ يَدًا بِيَدٍ

১৩৫৭. পরিচ্ছেদ ঃ নগদ-নগদ রৌপের বিনিময়ে স্বর্ণ বিক্রয়

٢٠٤٥ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ اَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِيْ اِسْحٰقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اَبِيْ بَكْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ اِلاَّ سَوَاءً بِسَوَاءٍ وَاَمَرَنَا اَنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْنَا وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ كَيْفَ شِئْنَا

২০৪৫ ইমরান ইব্ন মায়সারা (র.)....আবূ বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ সমান সমান ছাড়া রূপার বদলে রূপার ক্রয়-বিক্রয় এবং সোনার বদলে সোনার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন এবং তিনি রূপার বিনিময়ে সোনার বিক্রয়ে এবং সোনার বিনিময়ে রূপার বিক্রয়ে আমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী অনুমতি দিয়েছেন।

١٣٥٨. بَابُ بَيْعِ الْمُزَابَنَةِ وَهِيَ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَبَيْعُ الزَّبِيْبِ بِالْكَرْمِ وَبَيْعِ الْعَرَايَا قَالَ اَنَسٌ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

১৩৫৮ পরিচ্ছেদ ঃ মুযাবানা ক্রয়-বিক্রয়। এর অর্থ হলো; তাজা খেজুরের বিনিময়ে শুকনা খেজুর, তাজা আংগুরের বিনিময়ে কিসমিসের ক্রয়-বিক্রয় করা আর আরায়া এর ক্রয়-বিক্রয়। আনাস (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালা থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٠٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لاَ تَبِيْعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ وَلاَتَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ قَالَ سَالِمٌ وَاَخْبَرَنِيْ عَبْدُ اللّٰهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ بَعْدَ ذٰلِكَ فِيْ بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ اَوْ بِالتَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِيْ غَيْرِهِ

২০৪৬ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন বুকাইর (র.).... আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উপযোগিতা প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত তোমরা ফল বিক্রি করবে না এবং শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করবে না। রাবী সালিম (র.) বলেন, আবদুল্লাহ্ (রা.) যায়দ ইব্ন সাবিত (রা.) সূত্রে আমার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর পরে তাজা বা শুকনা খেজুরের বিনিময়ে আরিয়্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। আরিয়্যা ব্যতীত অন্য কিছুতে এরূপ বিক্রির অনুমতি দেন নি।

banglainternet.com

٢٠٤٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيْبِ كَيْلاً

২০৪৭ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা থেকে নিষেধ করেছেন। মুযাবানার অর্থ হলো মেপে শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর এবং মেপে কিসমিসের বিনিময়ে আংগুর ক্রয় করা।

٢٠٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ اَبِيْ سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ اَبِيْ اَحْمَدَ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اِشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِيْ رُؤُسِ النَّخْلِ

২০৪৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা ও মুহাকালা নিষেধ করেছেন। মুযাবানার অর্থ- শুকনা খেজুরের বিনিময়ে গাছের মাথায় অবস্থিত তাজা খেজুর ক্রয় করা।

٢٠٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا اَبُوْ مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

২০৪৯ মুসাদ্দাদ (র.).... ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুহাকালা ও মুযাবানা নিষেধ করেছেন।

٢٠٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ اَنْ يَبِيْعَهَا بِخَرْصِهَا

২০৫০ আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসলামা (র.)....যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরিয়্যা এর মালিককে তা অনুমানে বিক্রি করার অনুমতি দিয়েছেন।

banglainternet.com

١٣٥٩. بَابُ بَيْعِ الثَّمَرِ عَلٰى رُؤُسِ النَّخْلِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

১৩৫৯. পরিচ্ছেদ ঃ স্বর্ণ ও রৌপ্যের বিনিময়ে গাছের মাথায় ফল বিক্রি করা

٢٠٥١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَاَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَطِيْبَ وَلاَ يُبَاعُ شَىْءٌ مِنْهُ اِلاَّ بِالدِّيْنَارِ وَالدِّرْهَمِ اِلاَّ الْعَرَايَا

২০৫১ ইয়াহ্ইয়া ইব্ন সুলায়মান (র.)... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ উপযোগী হওয়ার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। (এবং এ-ও বলেছেন যে,) এর কিছুই দীনার ও দিরহাম এর বিনিময় ব্যতীত বিক্রি করা যাবে না, তবে আরায়্যার হুকুম এর ব্যতিক্রম।

٢٠٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا وَسَاَلَهُ عُبَيْدُ اللّٰهِ بْنُ الرَّبِيْعِ اَحَدَّثَكَ دَاوُدُ عَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فِىْ بَيْعِ الْعَرَايَا فِىْ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ اَوْ دُوْنَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ قَالَ نَعَمْ

২০৫২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওহ্হাব (র.) বলেন যে, আমি মালিকের কাছে শুনেছি, উবায়দুল্লাহ্ ইব্ন রাবী' (র.) তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আবূ সুফিয়ান (রা.) সূত্রে আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে দাউদ (র.) এই হাদীস কি আপনার কাছে বর্ণনা করেছেন যে, নবী করীম ﷺ পাঁচ ওসাক[১] অথবা পাঁচ ওসাকের কম পরিমাণে আরিয়্যা বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ।

٢٠٥٣ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرًا قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ اَبِىْ حَثْمَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ وَرَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا يَاْكُلُهَا اَهْلُهَا رُطَبًا وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً اُخْرٰى اِلاَّ اَنَّهُ رَخَّصَ فِى الْعَرِيَّةِ يَبِيْعُهَا اَهْلُهَا بِخَرْصِهَا يَاْكُلُوْنَهَا رُطَبًا قَالَ هُوَ سَوَاءٌ قَالَ سُفْيَانُ فَقُلْتُ لِيَحْيٰى وَاَنَا غُلاَمٌ اِنَّ اَهْلَ مَكَّةَ يَقُوْلُوْنَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَخَّصَ فِى بَيْعِ الْعَرَايَا، فَقَالَ وَمَا يُدْرِىْ اَهْلَ مَكَّةَ قُلْتُ اِنَّهُمْ يَرْوُوْنَهُ عَنْ جَابِرٍ فَسَكَتَ قَالَ سُفْيَانُ اِنَّمَا اَرَدْتُ اَنَّ جَابِرًا مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ قِيْلَ لِسُفْيَانَ وَلَيْسَ فِيْهِ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ قَالَ لاَ

২০৫৩ আলী ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.)...সাহল ইব্ন আবূ হাসমা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং আরিয়্যা-এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন। তা হল তাজা ফল অনুমানে বিক্রি করা, যাতে (ক্রেতা) তাজা খেজুর খাওয়ার সুযোগ লাভ করতে পারে। রাবী সুফিয়ান (র.) আর একবার এভাবে বর্ণনা করেছেন, অবশ্য তিনি (রাসূলাল্লাহ্ ﷺ

banglainternet.com

১. এক ওয়াসক ৬০ সা' পরিমাণ, এক সা' ৩ সের ৯ ছটাক সমান।

আরিয্যা এর ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন যে, ফলের মালিক অনুমানে তাজা খেজুর বিক্রয় করে, যাতে তারা (ক্রেতাগণ) তাজা খেজুর খেতে পারে। রাবী বলেন, এ কথা পূর্বের কথা একই এবং সুফিয়ান (র.) বলেন, আমি তরুণ বয়সে (আমার উস্তাদ) ইয়াহ্ইয়া (ইব্ন সাঈদ র.)-কে বললাম, মক্কাবাসিগণ তো বলে, নবী করীম ﷺ আরায়্যা-এর ক্রয়-বিক্রয়ের অনুমতি দিয়েছেন। তিনি বললেন, মক্কাবাসীদের তা কিসে অবহিত করল? আমি বললাম, তারা জাবির (রা.) থেকে বর্ণনা করে থাকেন। এতে তিনি নীরব হয়ে গেলেন। সুফিয়ান (র.) বলেন, আমার কথার মর্ম এই ছিল যে, জাবির (রা.) মদীনাবাসী। সুফিয়ান (র.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল,এ হাদীসে এ কথাটুকু নাই যে, উপযোগিতা প্রকাশের আগে ফল বিক্রি নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, না।

١٣٦٠. بَابُ تَفْسِيْرِ الْعَرَايَا وَقَالَ مَالِكٌ اَلْعَرِيَّةُ اَنْ يُعْرِىَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ النَّخْلَةَ ثُمَّ يَتَاَذّٰى بِدُخُوْلِهِ عَلَيْهِ فَرُخِّصَ لَهُ اَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِتَمْرٍ ، وَقَالَ ابْنُ اِدْرِيْسَ الْعَرِيَّةُ لاَ تَكُوْنُ اِلاَّ بِالْكَيْلِ مِنَ التَّمْرِ يَدًا بِيَدٍ وَلاَ تَكُوْنُ بِالْجِزَافِ وَمِمَّا يُقَوِّيْهِ قَوْلُ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ بِالْاَوْسُقِ الْمَوْسُقَةِ وَقَالَ ابْنُ اِسْحٰقَ فِىْ حَدِيْثِهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا كَانَتِ الْعَرَايَا اَنْ يُعْرِىَ الرَّجُلُ فِىْ مَالِهِ النَّخْلَةَ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَ قَالَ يَزِيْدُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ الْعَرَايَا نَخْلٌ كَانَتْ تُوْهَبُ لِلْمَسَاكِيْنِ فَلاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ اَنْ يَنْتَظِرُوْا بِهَا رُخِّصَ لَهُمْ اَنْ يَبِيْعُوْهَا بِمَا شَاءُوْا مِنَ التَّمْرِ

১৩৬০. পরিচ্ছেদ ঃ আরিয়্যা এর ব্যাখ্যা। (ইমাম) মালিক (র.) বলেন, আরিয়্যা এর অর্থ-কোন একজন কর্তৃক কাউকে খেজুর গাছ (তার ফল খাওয়ার জন্য) দান করা। পরে ঐ ব্যক্তির বাগানে প্রবেশের কারণে সে বিরক্তিবোধ করে, ফলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় যে, সে শুকনা ফলের বিনিময়ে গাছগুলো (এর ফল) ঐ ব্যক্তির নিকট থেকে খরিদ করে নিবে।[১] মুহাম্মদ ইব্ন ইদরীস (ইমাম শাফিঈ র.) বলেন, শুকনা খেজুর এর বিক্রি নগদ নগদ এবং মাপের মাধ্যমে হবে, অনুমানে হবে না। (ইমাম বুখারী (র.) বলেন,) ইমাম শাফিঈ (র.)-এর মতের সমর্থন পাওয়া যায় সাহল ইব্ন আবূ হাসমা (রা.)-এরএ উক্তির দ্বারা بِالْاَوْسُقِ الْمَوْسُقَةِ সুনির্দিষ্ট মাপের মাধ্যমে। ইব্ন ইসহাক (র.), নাফি' (র.)-এর সূত্রে ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, মালিক কর্তৃক তার বাগান থেকে একটি বা দু'টি খেজুর গাছ দান করাকে আরায়্যা বলা হয়। সুফিয়ান ইব্ন হুসায়ন (র.) ইয়াযীদ

১. ইমাম আবূ হানীফা (র.)-এর ব্যাখ্যা প্রায় অনুরূপ, তবে তিনি বলেন যে, খেজুর গাছগুলো দখলে বা হস্তগত না হওয়ায় ঐ ব্যক্তি গাছগুলোর মালিক হয় নি বিধায় এই বাহ্যিক বিনিময় প্রকৃতপক্ষে দান মাত্র, আইনের দৃষ্টিতে বিক্রয় নয়।

(র.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আরায়্যা হলো কিছু সংখ্যক খেজুর গাছ গরীব মিসকীনদের দান করা হত, কিন্তু তারা খেজুর পাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারত না বিধায় তাদের অনুমতি দেওয়া হতো যে, তারা যে পরিমাণ খেজুরের ইচ্ছা, তা বিক্রি করে দিবে।

٢٠٥٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا اَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً قَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ وَالْعَرَايَا نَخْلاَتٌ مَعْلُوْمَاتٌ يَاتِيْهَا فَيَشْتَرِيْهَا

২০৫৪ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল (র.).... যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ আরায়্যার ব্যাপারে অনুমতি দিয়েছেন যে, ওযন করা খেজুরের বদলে গাছের অনুমান কৃত খেজুর বিক্রি করা যেতে পারে। মূসা ইব্‌ন উকবা (র.) বলেন, আরিয়্যা বলা হয়, বাগানে এসে কতকগুলো নির্দিষ্ট গাছের খেজুর (শুকনা খেজুরের বদলে) খরিদ করে নেওয়া।

١٣٦١. بَابُ بَيْعِ الثِّمَارِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنُ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عَنْ سَهْلِ بْنِ اَبِىْ حَثْمَةَ الْاَنْصَارِيِّ مِنْ بَنِىْ حَارِثَةَ اَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ يَتَبَايَعُوْنَ الثِّمَارَ فَاِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيْهِمْ قَالَ الْمُبْتَاعُ اِنَّهُ اَصَابَ الثَّمَرَ الدُّمَانُ اَصَابَهُ مُرَاضٌ اَصَابَهُ قُشَامٌ عَاهَاتٌ يَحْتَجُّوْنَ بِهَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الْخُصُوْمَةُ فِىْ ذٰلِكَ ، فَاِمَّا لاَ فَلاَ يَتَبَايَعُوْا حَتّٰى يَبْدُوَ صَلاَحُ الثَّمَرِ كَالْمَشُوْرَةِ يُشِيْرُ بِهَا لِكَثْرَةِ خُصُوْمَتِهِمْ وَاَخْبَرَنِىْ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ لَمْ يَكُنْ يَبِيْعُ ثِمَارَ اَرْضِهِ حَتّٰى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا فَيَتَبَيَّنُ الْاَصْفَرُ مِنَ الْاَحْمَرِ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ رَوَاهُ عَلِىُّ بْنُ بَحْرٍ حَدَّثَنَا حَكَّامٌ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ عَنْ زَكَرِيَّاءَ عَنْ اَبِى الزِّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ زَيْدٍ

১৩৬১. পরিচ্ছেদ ঃ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা। লাইস (র.).... যায়দ ইব্‌ন ছাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স.)-এর সময়ে লোকেরা (গাছের) ফলের বেচা-কেনা করত। আবার যখন লোকদের ফল পাড়ার এবং তাদের মূল্য দেওয়ার সময় হত, তখন ক্রেতা ফলে পোকা ধরেছে, নষ্ট হয়ে গিয়েছে, শুকিয়ে গিয়েছে এসব অনিষ্টকারী আপদের কথা উল্লেখ করে ঝগড়া করত। তখন এ

ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-এর নিকটে অনেক অভিযোগ পেশ হতে লাগল, তখন তিনি বললেন, তোমরা যদি এ ধরনের বেচা-কেনা বাদ দিতে না চাও তবে ফলের উপযোগিতা প্রকাশ পাওয়ার পর তার বেচা-কেনা করবে। অনেক অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার কারণে তিনি এ কথাটি পরামর্শ স্বরূপ বলেছেন। রাবী বলেন, খারিজা ইব্ন যায়দ (র.) আমাকে বলেছেন যে, যায়দ ইব্ন ছাবিত (রা.) সুরাইয়্যা তারকা উদিত হওয়ার পর ফলের হলুদ ও লাল রংয়ের পূর্ণ প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর বাগানের ফল বিক্রি করতেন না। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, আলী ইব্ন বাহর (র.).... যায়দ (রা.) থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

٢٠٥٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

২০৫৫ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে ক্রেতা ও বিক্রেতাকে নিষেধ করেছেন।

٢٠٥٦ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى اَنْ تُبَاعَ ثَمَرَةُ النَّخْلِ حَتّٰى تَزْهُوَ قَالَ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ يَعْنِيْ حَتّٰى تَحْمَرَّ

২০৫৬ ইব্ন মুকাতিল (র.)..... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ খেজুর ফল পোখতা হওয়ার আগে বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, অর্থাৎ লালচে হওয়ার আগে।

٢٠٥٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيٰى بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ اَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتّٰى تَشْقَحَ قَالَ تَحْمَارُّ وَتَصْفَارُّ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا

২০৫৭ মুসাদ্দাদ (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ ফলের রং পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, অর্থাৎ লালচে বর্ণের বা হলুদ বর্ণের না হওয়া পর্যন্ত এবং তা খাওয়ার যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত।

banglainternet.com

١٣٦٢. بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

১৩৬২. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুর উপযোগী হওয়ার পূর্বে তা বিক্রয় করা

٢٠٥٨ حَدَّثَنِيْ عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُوْرٍ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ اَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ حَدَّثَنَا اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنِ النَّخْلِ حَتّٰى يَزْهُوَ قِيْلَ وَمَا يَزْهُوَ قَالَ تَحْمَارُّ اَوْ تَصْفَارُّ قَالَ اَبُوْ عَبْدُ اللّٰهِ كَتَبْتُ اَنَا عَنْ مُعَلَّى بْنِ مَنْصُوْرٍ اِلَّا اَنِّيْ لَمْ اَكْتُبْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْهُ

২০৫৮ আলী ইব্ন হায়সাম (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার আগে তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং খেজুরের রং ধরার আগে (বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন।) জিজ্ঞাসা করা হল, রং ধরার অর্থ কী? তিনি বলেন, লাল বর্ণ বা হলদু বর্ণ ধারণ করা। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র)] বলেন, আমি মু'আল্লা ইব্ন মানসূর (র.) থেকে হাদীস লিপিবদ্ধ করেছি। কিন্তু এ হাদীস তার থেকে লিখিনি।

١٣٦٣. بَابُ اِذَا بَاعَ الثِّمَارَ قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهَا ثُمَّ اَصَابَتْهُ عَاهَةٌ فَهُوَ مِنَ الْبَائِعِ

১৩৬৩. পরিচ্ছেদ ঃ ফলের উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে বিক্রি করার পরে যদি তাতে মড়ক দেখা দেয় তবে তা বিক্রেতার হবে।

٢٠٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتّٰى تُزْهِيَ فَقِيْلَ لَهُ وَمَا تُزْهِيَ قَالَ حَتّٰى تَحْمَرَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَرَاَيْتَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَاْخُذُ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيْهِ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِيْ يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ لَوْ اَنَّ رَجُلًا اِبْتَاعَ ثَمَرًا قَبْلَ اَنْ يَبْدُوَ صَلَاحُهُ ، ثُمَّ اَصَابَتْهُ عَاهَةٌ كَانَ مَا اَصَابَهُ عَلٰى رَبِّهِ اَخْبَرَنِيْ سَالِمُ ابْنُ عَبْدِ اللّٰهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَاتَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتّٰى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَلَا تَبِيْعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ-

২০৫৯ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রং ধারণ করার আগে ফল বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। জিজ্ঞাসা করা হল, রং ধারণ করা অর্থ কী? তিনি বললেন, লাল বর্ণ ধারণ করা। পরে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, দেখ, যদি আল্লাহ্ তা'আলা ফল ধরা বন্ধ করে দেন, তবে তোমাদের কেউ (বিক্রেতা) কিসের বদলে তার ভাইয়ের মাল (ফলের মূল্য) নিবে? লাইস (র.)..... ইব্ন শিহাব (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কোন ব্যক্তি যদি ফলের

banglainternet.com

উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তা খরিদ করে, পরে তাতে মড়ক দেখা দেয়, তবে যা নষ্ট হবে তা মালিকের উপর বর্তাবে। [যুহরী (র.)] বলেন আমার কাছে সালিম ইব্ন আবদুল্লাহ্ (র.) ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, উপযোগিতা প্রকাশ হওয়ার পূর্বে তোমরা ফল খরিদ করবে না এবং শুকনা খেজুরের বিনিময় তাজা খেজুর বিক্রি করবে না।

١٣٦٤. بَابُ شِرَى الطَّعَامِ اِلَى اَجَلٍ

১৩৬৪. পরিচ্ছেদ ঃ নির্ধারিত মেয়াদে বাকীতে খাদ্য ক্রয় করা

٢٠٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا اَبِىْ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، قَالَ ذَكَرْنَا عِنْدَ اِبْرَاهِيْمَ الرَّهْنَ فِى السَّلَفِ، فَقَالَ لاَ بَأْسَ بِهِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِشْتَرٰى طَعَامًا مِنْ يَهُوْدِىٍّ اِلٰى اَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ

২০৬০ উমর ইব্ন হাফস ইব্ন গিয়াস (র.).... আ'মাশ (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ইবরাহীম (র.)-এর কাছে বন্ধক রেখে বাকীতে ক্রয় করার ব্যাপারে আলোচনা করলাম। তিনি বললেন, এতে কোন দোষ নেই। এরপর তিনি আসওয়াদ (র.) সূত্রে 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম ﷺ নির্দিষ্ট মেয়াদে (মূল্য বাকী রেখে) জনৈক ইয়াহূদীর নিকট থেকে খাদ্য খরিদ করেন এবং তাঁর বর্ম বন্ধক রাখেন।

١٣٦٥. بَابٌ اِذَا اَرَادَ بَيْعَ تَمْرٍ بِتَمْرٍ خَيْرٍ مِنْهُ

১৩৬৫. পরিচ্ছেদ ঃ উৎকৃষ্ট খেজুরের বিনিময়ে খেজুর বিক্রি করতে চাইলে

٢٠٦١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمٰنِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اِسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلٰى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيْبٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هٰكَذَا قَالَ لاَ وَاللّٰهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّا لَنَاْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لاَتَفْعَلْ بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيْبًا

banglainternet.com

২০৬১ কুতায়বা (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক ব্যক্তিকে খায়বারে তহসীলদার নিযুক্ত করেন। সে জানীব নামক (উত্তম) খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, খায়বারের সব খেজুর কি এ রকমের? সে বলল, না, আল্লাহ্র কসম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এরূপ নয়, বরং আমরা দু' সা' এর পরিবর্তে এ ধরনের এক সা' খেজুর নিয়ে

থাকি এবং তিন সা' এর পরিবের্তে এর দু' সা'। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, এরূপ করবে না। বরং মিশ্রিত খেজুর দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি করে দিরহাম দিয়ে জানীব খেজুর খরিদ করবে।

١٣٦٦. بَابُ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ أَوْ أَرْضًا مَزْرُوعَةً أَوْ بِإِجَارَةٍ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ وَقَالَ لِيْ إِبْرَاهِيْمُ أَخْبَرَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِيْ مُلَيْكَةَ يُخْبِرُ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ أَنَّ أَيُّمَا نَخْلٍ بِيْعَتْ قَدْ أُبِّرَتْ لَمْ يُذْكَرِ الثَّمَرُ فَالثَّمَرُ لِلَّذِيْ أَبَّرَهَا، وَكَذٰلِكَ الْعَبْدُ وَالْحَرْثُ سَمّٰى لَهُ نَافِعٌ هٰؤُلاَءِ الثَّلاَثَ

১৩৬৬. পরিচ্ছেদ ঃ তাবীর[১] কৃত খেজুর গাছ অথবা ফসলকৃত জমি বিক্রয় করলে বা ভাড়ায় নিলে। আবূ আবদুল্লাহ্ [ইমাম বুখারী (র.)] বলেন, ইবরাহীম (র.)... ইব্ন উমর (রা.)-এর আযায়কৃত গোলাম নাফি' (র.) থেকে বর্ণিত যে, তাবীরকৃত খেজুর গাছ ফলের উল্লেখ ব্যতীত বিক্রি করলে যে, তাবীর করেছে সে ফলের মালিক হবে। তেমনি গোলাম[২] ও জমির ফসলও মালিকেরই থাকবে। রাবী নাফি' (র.) এই তিনটিরই উল্লেখ করেছেন।

٢٠٦٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ

২০৬২ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)....আবদুল্লাহ্ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, কেউ তাবীর করার পরে খেজুর গাছ বিক্রি করলে বিক্রেতা সে ফলের মালিক থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি (ফল লাভের) শর্ত করে, তবে সে পাবে।

١٣٦٧. بَابُ بَيْعِ الزَّرْعِ بِالطَّعَامِ كَيْلاً

১৩৬৭. পরিচ্ছেদ ঃ মাপে খাদ্যের বদলে ফসল বিক্রি করা

٢٠٦٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُزَابَنَةِ أَنْ يَبِيْعَ ثَمَرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَ نَخْلاً بِتَمْرٍ كَيْلاً وَإِنْ كَانَ كَرْمًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِزَبِيْبٍ كَيْلاً أَوْ كَانَ زَرْعًا أَنْ يَبِيْعَهُ بِكَيْلِ طَعَامٍ وَنَهٰى عَنْ ذٰلِكَ كُلِّهِ

banglainternet.com

১. অধিক ফলনের আশায় খেজুরের পুং খেজুর স্ত্রী খেজুর গাছের মধ্যে বিশেষ পদ্ধতিতে সংযোগ স্থাপন করাকে তাবীর বলা হয়।
২. দাস-দাসীর বিক্রয়ের সময় যদি তাদের মালিকানায় কোন মাল থাকে তবে তা বিক্রেতার হবে। দাসীর বিক্রয়ের সময় তার সন্তান থাকলে তা বিক্রেতা পাবে।

২০৬৩ কুতায়বা (র.).... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুযাবানা নিষেধ করেছেন, আর তা হলো বাগানের ফল বিক্রয় করা। খেজুর হলে মেপে শুকনা খেজুরের বদলে, আংগুর হলে মেপে কিসমিসের বদলে, আর ফসল হলে মেপে খাদ্যের বদলে বিক্রি করা। তিনি এসব বিক্রি নিষেধ করেছেন।

١٣٦٨. بَابُ بَيْعِ النَّخْلِ بِأَصْلِهِ

১৩৬৮. পরিচ্ছেদ ঃ মূল খেজুর গাছ বিক্রি করা

٢٠٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَيُّمَا اِمْرِئٍ اَبَّرَ نَخْلاً ثُمَّ بَاعَ اَصْلَهَا فَلِلَّذِيْ اَبَّرَ ثَمَرُ النَّخْلِ اِلاَّ اَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ

২০৬৪ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)... ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি খেজুর গাছে তাবীর করার পরে মূল গাছ বিক্রি করল, সে গাছের ফল যে তাবীর করেছে তারই থাকবে, অবশ্য ক্রেতা যদি ফলের শর্ত করে (তবে সে পাবে)।

١٣٦٩. بَابُ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ

১৩৬৯. পরিচ্ছেদ ঃ কাঁচা ফল ও শস্য বিক্রি করা

٢٠٦٥ حَدَّثَنَا اِسْحٰقُ بْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ يُوْنُسَ قَالَ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ قَالَ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ بْنُ اَبِيْ طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيُّ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُلاَمَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَالْمُزَابَنَةِ

২০৬৫ ইসহাক ইব্‌ন ওহাব (র.)..... আনাস ইব্‌ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ মুহাকালা[১], মুখাদারা[২], মুলামাসা[৩], মুনাবাযা ও মুযাবানা নিষেধ করেছেন।

٢٠٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اِسْمٰعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهٰى عَنْ بَيْعِ ثَمَرِ التَّمْرِ حَتّٰى يَزْهُوَ فَقُلْنَا لاَنَسٍ مَا زَهْوُهَا قَالَ تَحْمَرُّ وَتَصْفَرُّ اَرَاَيْتَ اِنْ مَنَعَ اللّٰهُ الثَّمَرَةَ بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ اَخِيْكَ

banglainternet.com

১. ওযন বা মাপকৃত ফসলের বদলে শীষে থাকাবস্থায় ফসল বিক্রি করা।
২. কাঁচা ফল শস্য বিক্রি করা।
৩. এ তিনটির অর্থ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।

২০৬৬ কুতায়বা (র.)... আনাস (রা) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ পাকার পূর্বে ফল বিক্রি নিষেধ করেছেন। (রাবী বলেন) আমরা আনাস (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ফল পাকার অর্থ কী? তিনি বললেন, লালচে বা হলদে হওয়া। (রাসূলুল্লাহ্ ﷺ - বললেন) বলত, আল্লাহ্ তা'আলা যদি ফল নষ্ট করে দেন, তবে কিসের বদলে তোমার ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে?

١٣٧٠. بَابُ بَيْعِ الْجُمَّارِ وَأَكْلِهِ

১৩৭০. পরিচ্ছেদ ঃ খেজুরের মাথি বিক্রয় করা এবং খাওয়া

٢٠٦٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَّارًا فَقَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ كَالرَّجُلِ الْمُؤْمِنِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُوْلَ هِيَ النَّخْلَةُ فَإِذَا أَنَا أَحْدَثُهُمْ قَالَ هِيَ النَّخْلَةُ

২০৬৭ আবুল ওয়ালীদ হিশাম ইব্ন আবদুল মালিক (র.)... ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম ﷺ -এর কাছে ছিলাম, তিনি সে সময়ে খেজুরের মাথি খাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, গাছের মধ্যে এমনও গাছ আছে, যা মু'মিন ব্যক্তির সদৃশ। আমি বলতে ইচ্ছা করলাম যে, তা হল খেজুর গাছ। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম যে, আমি সকলের মাঝে বয়ঃকনিষ্ঠ (তাই লজ্জায় বলি নাই। কেউ উত্তর না দেওয়ায়) তিনি বললেন, তা খেজুর গাছ।

١٣٧١. بَابُ مَنْ أَجْرَى أَمْرَ الْأَمْصَارِ عَلَى مَا يَتَعَارَفُوْنَ بَيْنَهُمْ فِي الْبُيُوْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْمِكْيَالِ وَالْوَزْنِ وَسُنَنِهِمْ عَلَى نِيَّاتِهِمْ وَمَذَاهِبِهِمِ الْمَشْهُوْرَةِ وَقَالَ شُرَيْحٌ لِلْقَزَّالِيْنَ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ وَقَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ مُحَمَّدٍ لَابَأْسَ الْعَشَرَةُ بِأَحَدَ عَشَرَ وَيَأْخُذُ لِلنَّفَقَةِ رِبْحًا وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِهِنْدٍ خُذِيْ مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ، وَقَالَ تَعَالٰى: وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ، وَاكْتَرَى الْحَسَنُ مِنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مِرْدَاسٍ حِمَارًا فَقَالَ بِكَمْ قَالَ بِدَانَقَيْنِ فَرَكِبَهُ ثُمَّ جَاءَ مَرَّةً أُخْرٰى فَقَالَ الْحِمَارَ الْحِمَارَ فَرَكِبَهُ وَلَمْ يُشَارِطْهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ

banglainternet.com

১৩৭১. পরিচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, মাপ ও ওযন ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্ন শহরে প্রচলিত রিওয়াজ ও নিয়ম গ্রহণীয়। এ বিষয়ে তাদের নিয়্যত ও প্রসিদ্ধ পন্থাই অবলম্বন করা

হবে। শুরাইহ (র.) তাঁতী সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমাদের মাঝে প্রচলিত নিয়ম-নীতি (তোমাদের কাজ-কারবারে) গ্রহণযোগ্য। আবদুল ওহাব (র.) আয়ূব (র.) সূত্রে মুহাম্মদ (ইব্ন সীরীন (র.) থেকে বর্ণনা করেন ঃ দশ টাকায় ক্রীত বস্তু এগার টাকায় বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই; খরচের জন্য লাভ গ্রহণ করা যায়। নবী করীম ﷺ (আবূ সুফিয়ান রা.)-এর স্ত্রী হিন্দকে বলেছিলেন, তোমার ও তোমার সন্তানাদির জন্য যা প্রয়োজন, তা বিধিসম্মতভাবে গ্রহণ করতে পার। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ যে অভাবগ্রস্ত, সে যেন সংগত পরিমাণে ভোগ করে (৪ ঃ ৬)। একবার হাসান বসরী (র.) আবদুল্লাহ্ ইব্ন মিরদাস (র.) থেকে গাধা ভাড়া করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন, ভাড়া কত? ইব্ন মিরদাস (র.) বলেন, দুই দানিক।[১] এরপর তিনি এতে আরোহণ করেন। দ্বিতীয় বার এসে তিনি বলেন, গাধাটি আন গাধাটি আন। এরপর তিনি গাধায় আরোহণ করলেন, কিন্তু কোন ভাড়া ঠিক করলেন না। পরে অর্ধ দিরহাম (৩ দানিক) পাঠিয়ে দিলেন (তিনি দয়া করে এক দানিক বেশী দিলেন।)

٢٠٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوسُفَ اَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَجَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ اَبُوْ طَيْبَةَ فَاَمَرَلَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَاَمَرَ اَهْلَهُ اَنْ يُخَفِّفُوْا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ

২০৬৮ আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউসুফ (র.)... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবূ তায়বা রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে শিংগা লাগালেন। তিনি এক সা' খেজুর দিতে বললেন এবং তার উপর থেকে দৈনিক আয়কর কমানোর জন্য তার মালিককে আদেশ দিলেন।

٢٠٦٩ حَدَّثَنَا اَبُوْ نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدٌ اُمُّ مُعَاوِيَةَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِنَّ اَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ اَنْ اٰخُذَ مِنْ مَالِهِ سِرًا قَالَ خُذِيْ اَنْتِ وَبَنُوْكِ مَايَكْفِيْكِ بِالْمَعْرُوْفِ

২০৬৯ আবূ নুআঈম (র.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, মু'আবিয়া (রা.)- এর মা হিন্দ্ রাসূলুল্লাহ্ ﷺ - কে বলেন, আবূ সুফিয়ান (রা.) একজন কৃপণ ব্যক্তি। এমতাবস্থায় আমি যদি তার মাল থেকে গোপনে কিছু গ্রহণ করি, তাতে কি আমার গুনাহ্ হবে? তিনি বললেন, তুমি তোমার ও সন্তানদের প্রয়োজনানুসারে যথাযথভাবে গ্রহণ করতে পার।

banglainternet.com

٢٠٧٠ حَدَّثَنِيْ اِسْحٰقُ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ اَخْبَرَنَا هِشَامٌ وَحَدَّثَنِيْ مُحَمَّدٌ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ فَرْقَدٍ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ

১. ৬ দানিকে এক দিরহাম হয়।

عَنْهَا تَقُوْلُ : وَمَنْ كَانَ غَنِيًا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ ، اُنْزِلَتْ فِىْ وَالِى الْيَتِيْمِ الَّذِىْ يُقِيْمُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُ فِى مَالِهِ اِنْ كَانَ فَقِيْرًا اَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ

২০৭০ ইস্‌হাক ও মুহাম্মদ ইব্‌ন সালাম্‌ (র.)... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, কুরআনের আয়াত ঃ যে অভাবমুক্ত সে যেন নিবৃত্ত থাকে এবং যে অভাবগ্রস্ত সে যেন সঙ্গত পরিমাণে ভোগ করে (৪ ঃ ৬)। ইয়াতীমের ঐ অভিভাবক সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়, যে তার তত্ত্বাবধান করে ও তার সম্পত্তির পরিচর্যা করে, সে যদি অভাবগ্রস্ত হয়, তবে তা থেকে নিয়মমাফিক খেতে পারবে।

١٣٧٢. بَابُ بَيْعِ الشَّرِيْكِ مِنْ شَرِيْكِهِ

১৩৭২. পরিচ্ছেদ ঃ এক শরীকের অপর শরীক থেকে ক্রয় করা

٢٠٧١ حَدَّثَنِىْ مَحْمُوْدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِىْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ –

২০৭১ মাহমূদ (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারা হয়নি, নবী করীম ﷺ তাতে শুফআ[১] এর অধিকার প্রদান করেছেন। যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায়ব এবং রাস্তা ভিন্ন করা হয়, তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকবে না।

١٣٧٣. بَابُ بَيْعِ الْاَرْضِ وَالدُّوْرِ وَالْعُرُوْضِ مُشَاعًا غَيْرَ مَقْسُوْمٍ

১৩৭৩. পরিচ্ছেদ ঃ এজমালী সম্পত্তি, বাড়িঘর ও আসবাবপত্রের বিক্রয়

٢٠٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنْ اَبِىْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَضَى النَّبِىُّ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِىْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ فَاِذَا وَقَعَتِ الْحُدُوْدُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلاَ شُفْعَةَ

২০৭২ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহবুব (র.).... জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ যে সম্পত্তির ভাগ-বাঁটোয়ারা হয়নি, তার মধ্যে শুফআ লাভের ফায়সালা প্রদান করেছেন। তারপর যখন সীমানা নির্ধারিত হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র করা হয় তখন আর শুফআ এর অধিকার থাকবে না।

٢٠٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بِهٰذَا وَقَالَ فِىْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ تَابَعَهُ هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فِىْ كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ اِسْحٰقَ عَنِ الزُّهْرِىِّ

banglainternet.com

১. যৌথ মালিকানা বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে জমি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে তা লাভ করার অগ্রাধিকারকে শুফআ বলে।

২০৭৩ মুসাদ্দদ (র.)...আবদুল ওয়াহিদ (র.) থেকে এটি বর্ণনা করেছেন এবং তিনি বলেছেন, যে সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়নি (ত'তে শুফআ)। হিশাম (র.) মা'মর (র.) থেকে হাদীস বর্ণনায় মুসাদ্দদের অনুসরণ করেছেন। আবদুর রায্যাক (র.) বলেছেন, যে সম্পদ ভাগ- বাটোয়ারা হয়নি, সে সব সম্পদেই (শুফআ রয়েছে।)। হাদীসটি আবদুর রহমান ইব্ন ইসহাক (র.) যুহরী (র.) থেকে বর্ণনা করেছেন।

١٣٧٤. بَابٌ اِذَا اشْتَرَي شَيْئًا لِغَيْرِهِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ فَرَضِيَ

১৩৭৪. পরিচ্ছেদ ঃ বিনা অনুমতিতে অন্যের জন্য কিছু খরিদ করার পরে সে রাযী হলে

٢٠٧٤ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ اَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ اَخْبَرَنِيْ مُوْسٰى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ خَرَجَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ يَمْشُوْنَ فَاَصَابَهُمُ الْمَطَرُ فَدَخَلُوْا فِيْ غَارٍ فِيْ جَبَلٍ فَانْحَطَّتْ عَلَيْهِمْ صَخْرَةٌ قَالَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ اُدْعُوا اللّٰهَ بِاَفْضَلِ عَمَلٍ عَمِلْتُمُوْهُ فَقَالَ اَحَدُهُمْ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ كَانَ لِيْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ، فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَرْعٰى ثُمَّ اَجِيْئُ فَاَحْلُبُ فَاَجِيْئُ بِالْحِلاَبِ، فَاَتِيْ بِهِ اَبَوَيَّ فَيَشْرَبَانِ، ثُمَّ اَسْقِي الصِّبْيَةَ وَاَهْلِيْ وَامْرَاَتِيْ فَاحْتَبَسْتُ لَيْلَةً فَجِئْتُ فَاِذَا هُمَا نَائِمَانِ، قَالَ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا، وَالصِّبْيَةُ يَتَصَاغَوْنَ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَلَمْ يَزَلْ ذٰلِكَ دَابِيْ وَدَابَهُمَا حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً نَرٰى مِنْهَا السَّمَاءَ ، قَالَ فَفُرِّجَ عَنْهُمْ، وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ كُنْتُ اُحِبُّ امْرَاَةً مِنْ بَنَاتِ عَمِّيْ كَاَشَدِّ مَايُحِبُّ الرَّجُلُ النِّسَاءَ ، فَقَالَتْ لاَ تَنَالُ ذٰلِكَ مِنْهَا حَتّٰى تُعْطِيَهَا مِائَةَ دِيْنَارٍ فَسَعَيْتُ فِيْهَا حَتّٰى جَمَعْتُهَا فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَقُمْتُ وَتَرَكْتُهَا فَاِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فُرْجَةً قَالَ فَفَرَّجَ عَنْهُمُ الثُّلُثَيْنِ، وَقَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ اسْتَاْجَرْتُ اَجِيْرًا بِفَرَقٍ مِنْ ذُرَةٍ فَاَعْطَيْتُهُ وَاَبٰى ذَاكَ اَنْ يَاْخُذَ، فَعَمَدْتُ اِلٰى ذٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ حَتّٰى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيَهَا ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَعْطِنِيْ حَقِّيْ فَقُلْتُ انْطَلِقْ اِلٰى تِلْكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيْهَا فَاِنَّهَا لَكَ فَقَالَ اَتَسْتَهْزِئُ بِيْ قَالَ فَقُلْتُ مَا اَسْتَهْزِئُ بِكَ وَلٰكِنَّهَا لَكَ، اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنِّيْ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا فَكُشِفَ عَنْهُمْ

banglainternet.com

২০৭৪ ইয়াকূব ইব্ন ইব্রাহীম (র.)..... ইব্ন উমর (রা.) সূত্রে নবী করীম^থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা তিন ব্যক্তি হেঁটে চলছিল। এমন সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। হঠাৎ একটি পাথর গড়িয়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন আরেক জনকে বলল; তোমরা যে সব আমল করেছ, তার মধ্যে উত্তম আমলের ওয়াসীলা করে আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ কর। তাদের একজন বলল, ইয়া আল্লাহ্! আমার অতিবৃদ্ধ পিতামাতা ছিলেন, আমি (প্রত্যহ সকালে) মেষ চরাতে বের হতাম। তারপর ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম। এবং এ দুধ নিয়ে আমার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হতাম ও তাঁরা তা পান করতেন। তারপরে আমি শিশুদের, পরিজনদের এবং আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। একরাত্রে আমি আটকা পড়ে যাই। তারপর আমি যখন এলাম তখন তাঁরা দু'জনে ঘুমিয়ে পড়েছেন। সে বলল, আমি তাদের জাগানো পসন্দ করলাম না। আর তখন শিশুরা আমার পায়ের কাছে (ক্ষুধায়) চীৎকার করছিল। এ অবস্থায়ই আমার এবং পিতামাতার ফজর হয়ে গেল। ইয়া আল্লাহ্! তুমি যদি জান তা আমি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম। তা হলে তুমি আমাদের গুহার মুখ এতটুকু ফাঁক করে দাও, যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন একটু ফাঁকা হয়ে গেল। আরেকজন বলল, ইয়া আল্লাহ্! তুমি জান যে, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এত চরম ভালবাসতাম, যা একজন পুরুষ নারীকে ভালবেসে থাকে। সে বলল, তুমি আমা থেকে সে মনস্কামনা সিদ্ধ করতে পারবে না, যতক্ষণ আমাকে একশত দীনার না দেবে। আমি চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করি। তারপর যখন আমি তার পদদ্বয়ের মাঝে উপবেশন করি, তখন সে বলে আল্লাহ্‌কে ভয় কর। বৈধ অধিকার ছাড়া মাহ্‌র কৃত বস্তুর সীল ভাঙবে না। এতে আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়ি। (হে আল্লাহ্) তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের থেকে আরো একটু ফাঁক করে দাও। তখন তাদের থেকে (গুহার মুখের) দুই-তৃতীয়াংশ ফাঁক হয়ে গেল। অপরজন বলল, হে আল্লাহ্! তুমি জান যে, এক ফারাক[১] (পরিমাণ) শস্য দানার বিনিময়ে আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। আমি যখন তাকে তা দিতে গেলে সে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। তারপর আমি সে এক ফারাক শস্য দানা দিয়ে চাষ করে ফসল উৎপন্ন করি এবং তা দিয়ে গরু খরিদ করি ও রাখাল নিযুক্ত করি। কিছুকাল পরে সে মজুর এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র বান্দা ! আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম, এই গরুগুলো ও রাখাল নিয়ে যাও। সে বলল, তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছ? আমি বললাম, আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না বরং এসব তোমার। হে আল্লাহ্! তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে করেছি, তবে আমাদের থেকে (গুহারমুখ) খুলে দাও। তখন তাদের থেকে গুহারমুখ খুলে গেল।

١٣٧٥. بَابُ الشِّرَى وَالْبَيْعِ مَعَ الْمُشْرِكِيْنَ وَأَهْلِ الْحَرْبِ

banglainternet.com

১৩৭৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুশরিক ও শত্রুপক্ষের সাথে বেচা-কেনা

১. তিন সা' পরিমাণের মাপের পাত্র।

٢٠٧٥ حَدَّثَنَا اَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِى بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ ﷺ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَوِيْلٌ بِغَنَمٍ يَسُوْقُهَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعًا اَمْ عَطِيَّةً اَوْ قَالَ اَمْ هِبَةً قَالَ لاَ بَلْ بَيْعٌ فَاشْتَرٰى مِنْهُ شَاةً -

২০৭৫ আবুন্ নু'মান (র.).... আবদুর রাহমান ইব্ন আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা নবী করীম ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। এ সময়ে এলোমেলো লম্বা লম্বা চুল বিশিষ্ট এক মুশরিক ব্যক্তি তার বকরী হাঁকিয়ে উপস্থিত হলো। নবী করীম ﷺ তাকে বললেন, এটা কি বিক্রির জন্য, না দান হিসাবে, অথবা তিনি বললেন, না হেবা হিসাবে? সে বলল, বরং বিক্রির জন্য। তখন তিনি তার কাছ থেকে একটি বকরী খরিদ করলেন।

١٣٧٦. بَابُ شِرَى الْمَمْلُوْكِ مِنَ الْحَرْبِىِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ وَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لِسَلْمَانَ كَاتِبْ وَكَانَ حُرًّا فَظَلَمُوْهُ وَبَاعُوْهُ، وَسُبِىَ عَمَّارٌ وَصُهَيْبٌ وَبِلاَلٌ وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاللّٰهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلٰى بَعْضٍ فِى الرِّزْقِ فَمَا الَّذِيْنَ فُضِّلُوْا بِرَادِّى رِزْقِهِمْ عَلٰى مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيْهِ سَوَاءٌ اَفَبِنِعْمَةِ اللّٰهِ يَجْحَدُوْنَ

১৩৭৬. পরিচ্ছেদ ঃ শত্রুপক্ষ থেকে গোলাম খরিদ করা, হেবা করা এবং আযাদ করা। নবী করীম ﷺ সালমান (ফারসী রা.)-কে বলেন, (তোমরা মনিবের সাথে) মুক্তির জন্য চুক্তি কর। সালমান (রা.) আসলে স্বাধীন ছিলেন, লোকেরা তাকে অন্যায়ভাবে গোলাম বানিয়ে বিক্রি করে দেয়। আম্মার, সুহাইব ও বিলাল (রা.)-কে বন্দী করে গোলাম বানানো হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ আল্লাহ্ জীবনোপকরণে তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। যাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তারা তাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদেরকে নিজেদের জীবনোপকরণ থেকে এমন কিছু দেয় না, যাতে ওরা এ বিষয়ে তাদের সমান হয়ে যায়। তবে কি ওরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (১৬ঃ৭১)

٢٠٧٦ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا اَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ هَاجَرَ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ بِسَارَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَرْيَةً فِيْهَا مَلِكٌ مِنَ الْمُلُوْكِ اَوْ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ دَخَلَ اِبْرَاهِيْمُ بِامْرَاَةٍ هِىَ مِنْ اَحْسَنِ

banglainternet.com

النِّسَاءِ فَأَرْسَلَ اِلَيْهِ اَنْ يَّاابْرَاهِيْمُ مَنْ هٰذِهِ الَّتِى مَعَكَ قَالَ اُخْتِى ثُمَّ رَجَعَ اِلَيْهَا فَقَالَ لاَ تُكَذِّبِى حَدِّثِنِى فَاِنِّى اَخْبَرْتُهُمْ اَنَّكِ اُخْتِىْ وَاللّٰهِ اِنْ عَلَى الْاَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِىْ وَغَيْرُكِ فَاَرْسَلَ بِهَا اِلَيْهِ فَقَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ وَتُصَلِّى فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَاَحْصَنْتُ فَرْجِى اِلاَّ عَلٰى زَوْجِىْ فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ الْكَافِرَ فَغَطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ الْاَعْرَجُ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اِنَّ اَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَتِ اللّٰهُمَّ اِنْ يَمُتْ يُقَالُ هِىَ قَتَلَتْهُ فَاُرْسِلَ ثُمَّ قَامَ اِلَيْهَا فَقَامَتْ تَوَضَّأُ تُصَلِّى وَتَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ اٰمَنْتُ بِكَ وَبِرَسُوْلِكَ وَاَحْصَنْتُ فَرْجِى اِلاَّ عَلٰى زَوْجِى فَلاَ تُسَلِّطْ عَلَىَّ هٰذَا الْكَافِرَ فَغَطَّ حَتّٰى رَكَضَ بِرِجْلِهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ قَالَ اَبُوْ سَلَمَةَ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ فَقَالَتِ اللّٰهُمَّ اِنْ يَمُتْ فَيُقَالُ هِىَ قَتَلَتْهُ فَاُرْسِلَ فِى الثَّانِيَةِ اَوْ فِى الثَّالِثَةِ فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اَرْسَلْتُمْ اِلَىَّ اِلاَّ شَيْطَانًا اِرْجِعُوْهَا اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَاَعْطُوْهَا هَاجَرَ فَرَجَعَتْ اِلٰى اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَتْ اَشَعَرْتَ اَنَّ اللّٰهَ كَبَتَ الْكَافِرَ وَاَخْدَمَ وَلِيْدَةً

২০৭৬ আবুল ইয়ামান (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ বলেছেন, (হযরত) ইবরাহীম (আ.) সারাকে সাথে নিয়ে হিজরত করলেন এবং এমন এক জনপদে প্রবেশ করলেন, যেখানে এক বাদশাহ ছিল, অথবা বললেন, এক অত্যাচারী শাসক ছিল। তাকে বলা হলো যে, ইব্‌রাহীম (নামক এক ব্যক্তি) এক পরমা সুন্দরী নারীকে নিয়ে (আমাদের এখানে) প্রবেশ করেছে। সে তখন তাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে জিজ্ঞাসা করল, হে ইব্‌রাহীম! তোমার সাথে এ নারী কে? তিনি বললেন, আমার বোন। তারপর তিনি সারার কাছে ফিরে এসে বললেন, তুমি আমার কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন কর না। আমি তাদেরকে বলেছি যে, তুমি আমার বোন। আল্লাহ্‌র কসম! দুনিয়াতে (এখন) তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ মু'মিন নেই। সুতরাং আমি ও তুমি দীনী ভাই বোন। এরপর ইবরাহীম (আ.) (বাদশাহর নির্দেশে) সারাকে বাদশাহর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বাদশাহ তাঁর দিকে অগ্রসর হল। সারা উযূ করে সালাত আদায়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এ দু'আ করলেন, হে আল্লাহ্! আমিও তোমার উপর এবং তোমার রাসূলের উপর ঈমান এনেছি এবং আমার স্বামী ছাড়া সকল থেকে আমার লজ্জাস্থানের সংরক্ষণ করেছি। তুমি এই কাফিরকে আমার উপর ক্ষমতা দিও না। তখন বাদশাহ বেহুঁশ হয়ে পড়ে মাটিতে পায়ের আঘাত করতে লাগল। তখন সারা বললেন, আয় আল্লাহ্! এ যদি মারা যায় তবে লোকে বলবে, স্ত্রীলোকটি একে হত্যা করেছে। তখন সে সংজ্ঞা ফিরে পেল। এভাবে দুইবার বা তিনবারের পর বাদশাহ বলল, আল্লাহর কসম! তোমরা তো আমার নিকট এক শয়তানকে পাঠিয়েছ। একে ইব্‌রাহীমের কাছে ফিরিয়ে দাও এবং তার জন্য হাজিরাকে হাদিয়া স্বরূপ দান কর। সারা (রা.) ইব্‌রাহীম (আ.)-এর

নিকট ফিরে এসে বললেন, আপনি জানেন কি, আল্লাহ্ তা'আলা কাফিরকে লজ্জিত ও নিরাশ করেছেন এবং সে এক বাঁদী হাদিয়া হিসাবে দেয়।

٢٠٧٧ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ اخْتَصَمَ سَعْدُ بْنُ اَبِي وَقَّاصٍ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فِي غُلَامٍ فَقَالَ سَعْدٌ هٰذَا يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ابْنُ اَخِي عُتْبَةُ بْنِ اَبِي وَقَّاصٍ عَهِدَ اِلَيَّ اَنَّهُ ابْنُهُ اُنْظُرْ اِلٰى شَبَهِهِ وَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ هٰذَا اَخِي يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وُلِدَ عَلٰى فِرَاشِ اَبِي مِنْ وَلِيْدَتِهِ فَنَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى شَبَهِهِ فَرَاٰى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ فَقَالَ هُوَ لَكَ يَاعَبْدُ اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَاحْتَجِبِيْ مِنْهُ يَا سَوْدَةُ بِنْتَ زَمْعَةَ فَلَمْ تَرَهُ سَوْدَةُ قَطُّ

২০৭৭ কুতায়বা ইব্ন সাঈদ (রা.).... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সা'দ ইব্ন আবূ ওয়াক্কাস ও আব্দ ইব্ন যাম্'আ উভয়ে এক বালকের ব্যাপারে বিতর্ক করেন। সা'দ (রা.) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! এ-তো আমার ভাই উৎবা ইব্ন আবী ওয়াক্কাসের পুত্র। সে তার পুত্র হিসাবে আমাকে ওয়াসিয়্যত করে গেছে। আপনি ওর সাদৃশ্যের প্রতি লক্ষ্য করুন। আবদ ইব্ন যাম্'আ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এ আমার ভাই, আমার পিতার দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তখন রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তার চেহারার দিকে তাকিয়ে দেখতে পেলেন যে, উত্বার সাথে তার পরিষ্কার সাদৃশ্য রয়েছে। তিনি বললেন, এ ছেলেটি তুমি পাবে, হে আব্দ ইব্ন যাম্'আ! বিছানা যার, সন্তান তার। ব্যভিচারীর জন্য রয়েছে বঞ্চনা। হে সাওদা বিন্ত যামআ! তুমি এর থেকে পর্দা কর। ফলে সাওদা (রা.) কখনও তাকে দেখেননি।

٢٠٧٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ لِصُهَيْبٍ اتَّقِ اللّٰهَ وَلَا تَدَّعِ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْكَ فَقَالَ صُهَيْبٌ مَا يَسُرُّنِي اَنَّ لِي كَذَا وَكَذَا وَاِنِّي قُلْتُ ذٰلِكَ وَلٰكِنِّي سُرِقْتُ وَاَنَا صَبِيٌّ

২০৭৮ মুহাম্মদ ইব্ন বাশ্শার (র.).... আবদুর রহমান ইব্ন আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি সুহায়ব (রা.)-কে বলেন, আল্লাহ্কে ভয় কর। তুমি নিজ পিতা ছাড়া অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করো না। এর উত্তরে সুহায়ব (রা.) বলেন, আমি এতে আনন্দবোধ করব না যে, এত এত সম্পদ হোক আর আমি আমার পিতৃত্বের দাবী অন্যের প্রতি আরোপ করি, বরং (আসল ব্যাপার) আমাকে শিশুকালে চুরি করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

banglainternet.com

٢٠٧٩ حَدَّثَنَا اَبُو الْيَمَانِ اَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ اَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ابْنُ الزُّبَيْرِ اَنَّ حَكِيْمَ بْنَ حِزَامٍ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اُمُوْرًا كُنْتُ اَتَحَنَّثُ اَوْ اَتَحَنَّثُ بِهَا فِي

الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ صِلَةٍ وَ عَتَاقَةٍ وَصَدَقَةٍ هَلْ لِى فِيْهَا اَجْرٌ قَالَ حَكِيْمٌ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَسْلَمْتَ عَلٰى مَا سَلَفَ مِنْ خَيْرٍ

২০৭৯ আবুল ইয়ামান (র.)..... হাকীম ইব্‌ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আপনি বলুন, আমি জাহিলিয়্যা যুগে দান, খায়রাত, গোলাম আযাদ ও আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার ইত্যাদি যে সব নেকীর কাজ করেছি, এতে কি আমি সাওয়াব পাব? হাকীম (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বললেন, অতীতের সৎ কর্মসহ তুমি ইসলাম গ্রহণ করেছ অর্থাৎ তুমি যে সব নেকী করেছ, তার পুরোপুরি সাওয়াব লাভ করবে।

١٣٧٧. بَابُ جُلُوْدِ الْمَيْتَةِ قَبْلَ اَنْ تُدْبَغَ

১৩৭৭. পরিচ্ছেদ ঃ পাকা করার পূর্বে মৃত জন্তুর চামড়ার ব্যবহার

٢٠٨٠ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ شِهَابٍ اَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ اَخْبَرَهُ اَنَّ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ فَقَالَ هَلَّا اِسْتَمْتَعْتُمْ بِاِهَابِهَا قَالُوْا اِنَّهَا مَيْتَةٌ قَالَ اِنَّمَا حُرِّمَ اَكْلُهَا

২০৮০ যুহায়র ইব্‌ন হারব (র.)..... আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ এক মৃত বকরীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন, তোমরা এর চামড়া কাজে লাগাও না কেন? তারা বললেন, এ-তো মৃত। তিনি বললেন, শুধু তার গোশত খাওয়া হারাম করা হয়েছে।

١٣٧٨. بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيْرِ وَقَالَ جَابِرٌ حَرَّمَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيْرِ

১৩৭৮. পরিচ্ছেদ ঃ শূকর হত্যা করা।

জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ শূকর বিক্রয় হারাম করেছেন।

٢٠٨١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِهِ لَيُوْشِكَنَّ اَنْ يَنْزِلَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرُ الصَّلِيْبَ وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيْرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيَفِيْضُ الْمَالُ حَتّٰى لَا يَقْبَلَهُ اَحَدٌ

banglainternet.com

২০৮১ কুতায়বা ইব্‌ন সাঈদ (র.)...আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারক রূপে মারয়াম তনয় (ঈসা আ.) অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেংগে ফেলবেন, শূকর হত্যা করবেন, জিয্‌য়া রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না।

١٣٧٩. بَابٌ لاَ يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلاَ يُبَاعُ وَدَكُهُ رَوَاهُ جَابِرٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

১৩৭৯. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তুর চর্বি গলানো বৈধ নয় এবং তার তেল বিক্রি করাও বৈধ নয়। জাবির (রা.) নবী করীম ﷺ থেকে তা বর্ণনা করেছেন

٢٠٨٢ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ قَالَ أَخْبَرَنِي طَاؤُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلاَنًا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ فُلاَنًا : أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَجَمَلُوْهَا فَبَاعُوْهَا

২০৮২ হুমাইদী (র.) .... ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বণিত, তিনি বলেন, ইব্‌ন খাত্তাব (রা.)-এর নিকট সংবাদ পৌঁছল যে, অমুক ব্যক্তি শরাব বিক্রি করেছে। তিনি বললেন, আল্লাহ্ তা'আলা অমুকের বিনাশ করুন। সে কি জানে না যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের সর্বনাশ করুন, তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছিল; কিন্তু তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে।

٢٠٨٣ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّٰهِ أَخْبَرَنَا يُوْنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ قَاتَلَ اللّٰهُ يَهُوْدَ حُرِمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُوْمُ فَبَاعُوْهَا وَ أَكَلُوْا أَثْمَانَهَا قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ لَعَنَهُمْ قُتِلَ لُعِنَ- الْخَرَّاصُوْنَ الْكَذَّابُوْنَ

২০৮৩ আবদান (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিনাশ করুন! তাদের জন্য চর্বি হারাম করা হয়েছে। তারা তা (গলিয়ে) বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করে। আবূ আবদুল্লাহ্ (র.) বলেন, (ইমাম বুখারী قاتلهم الله এর অর্থ আল্লাহ তাদের বিনাশ করুন قتل অর্থ বিনাশ করা গেল-الخرصون এর অর্থ মিথ্যাবাদী

١٣٨٠. بَابُ بَيْعِ التَّصَاوِيْرِ الَّتِي لَيْسَ فِيْهَا رُوْحٌ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذٰلِكَ

১৩৮০ পরিচ্ছেদ ঃ প্রাণী ব্যতীত অন্য বস্তুর ছবি বিক্রয় এবং এ সম্পর্কে যা নিষিদ্ধ

٢٠٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ أَخْبَرَنَا عَوْفٌ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِى الْحَسَنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّى إِنْسَانٌ إِنَّمَا مَعِيْشَتِى مِنْ صَنْعَةِ يَدِى وَإِنِّى أَصْنَعُ هٰذِهِ التَّصَاوِيْرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لاَ أُحَدِّثُكَ إِلاَّ مَاسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ سَمِعْتُهُ مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فَإِنَّ اللّٰهَ مُعَذِّبُهُ حَتّٰى يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيْهَا أَبَدًا فَرَبَا الرَّجُلُ رَبْوَةً شَدِيْدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ ، فَقَالَ وَيْحَكَ إِنْ أَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهٰذَا الشَّجَرِ كُلِّ شَىْءٍ لَيْسَ فِيْهِ رُوْحٌ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدَةَ عَنْ سَعِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمِعَ سَعِيْدُ بْنُ أَبِى عَرُوْبَةَ مِنَ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ هٰذَا الْوَاحِدَ

২০৮৪ আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবদুল ওয়াহ্হাব (র.).... সাঈদ ইব্ন আবুল হাসান (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইব্ন আব্বাস (রা.)- এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, এমন সময়ে তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আবূ আব্বাস! আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার জীবিকা হস্তশিল্পে। আমি এ সব ছবি তৈরি করি। ইব্ন আব্বাস (রা.) তাঁকে বলেন, (এ বিষয়) রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে আমি যা বলতে শুনেছি, তাই তোমাকে শোনাব। তাঁকে আমি বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন ছবি তৈরি করে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে শাস্তি দিবেন, যতক্ষণ না সে তাতে প্রাণ সঞ্চার করে। আর সে তাতে কখনো প্রাণ সঞ্চার করতে পারবে না। (এ কথা শুনে) লোকটি ভীষণভাবে ভয় পেয়ে গেল এবং তার চেহারা ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এতে ইব্ন আব্বাস (রা.) বললেন, আক্ষেপ তোমার জন্য, তুমি যদি এ কাজ না-ই ছাড়তে পার, তবে এ গাছ-পালা এবং যে সকল জিনিসে প্রাণ নেই, তা তৈরি করতে পার। আবূ আব্দুল্লাহ্ (ইমাম বুখারী) (র.) বলেন সাঈদ (রা.) বলেছেন আমি নযর ইব্ন আনাস (রা.) থেকে শুনেছি তিনি বলেছেন, ইব্ন আব্বাস (রা.) হাদীস বর্ণনা করার সময় আমি তার কাছে ছিলাম। ইমাম বুখারী (র.) আরো বলেন, সাঈদ ইব্ন আবূ আরুবাহ (র.) একমাত্র এ হাদীসটি নযর ইব্ন আনাস (র.) থেকে শুনেছেন।

١٣٨١. بَابُ تَحْرِيْمِ التِّجَارَةِ فِى الْخَمْرِ وَقَالَ جَابِرٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ حَرَّمَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْعَ الْخَمْرِ

banglainternet.com

১৩৮১. পরিচ্ছেদ ঃ শরাবের ব্যবসা হারাম। জাবির (রা.) বলেন, নবী করীম ﷺ শরাব বিক্রি করা হারাম করেছেন

٢٠٨٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا نَزَلَتْ أٰيَاتُ سُوْرَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ اٰخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ حُرِّمَتِ التِّجَارَةُ فِي الْخَمْرِ

২০৮৫ মুসলিম (র.)..... 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন সূরা বাকারার শেষ আয়াতগুলো নাযিল হলো, তখন নবী ﷺ বের হয়ে বললেন, শরাবের ব্যবসা হারাম করা হয়েছে।

١٣٨٢. بَابُ إِثْمِ مَنْ بَاعَ حُرًّا

১৩৮২. পরিচ্ছেদ ঃ আযাদ মানুষ বিক্রেতার পাপ

٢٠٨٦ حَدَّثَنِي بِشْرُ ابْنُ مَرْحُوْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ إِسْمٰعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ اللّٰهُ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ

২০৮৬ বিশর ইব্ন মারহূম (র.)....আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী করীম ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিবসে আমি নিজে তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাদী হবো। এক ব্যক্তি, যে আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল। আরেক ব্যক্তি, যে কোন আযাদ মানুষকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল। আর এক ব্যক্তি, যে কোন মজুর নিয়োগ করে তার থেকে পুরা কাজ আদায় করে এবং তার পারিশ্রমিক দেয় না।

١٣٨٣. بَابُ بَيْعِ الْعَبِيْدِ بِالْعَبْدِ وَالْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيْئَةً، وَاشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ رَاحِلَةً بِأَرْبَعَةِ أَبْعِرَةٍ مَضْمُوْنَةٍ عَلَيْهِ يُوَفِّيْهَا صَاحِبَهَا بِالرَّبَذَةِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ يَكُوْنُ الْبَعِيْرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيْرَيْنِ وَاشْتَرَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْجٍ بَعِيْرًا بِبَعِيْرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ أٰتِيْكَ بِالْأٰخَرِ غَدًا رَهْوًا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ ، وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ لَا بَأْسَ فِي الْحَيَوَانِ الْبَعِيْرِ بِالْبَعِيْرِ وَالشَّاةُ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ ، وَقَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ لَا بَأْسَ بِبَعِيْرٍ بِبَعِيْرَيْنِ وَ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمٍ نَسِيْئَةً

১৩৮৩. পরিচ্ছেদ ঃ গোলামের বিনিময়ে গোলাম এবং জানোয়ারের বিনিময়ে জানোয়ার বাকীতে বিক্রয়। ইব্‌ন উমর (রা.) চারটি উটের বিনিময়ে প্রাপ্য একটি আরোহণযোগ্য উট এই শর্তে খরিদ করেন যে, মালিক তা 'রাবাযা' নামক স্থানে হস্তান্তর করবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বলেন, অনেক সময় একটি উট দু'টি উট অপেক্ষা উত্তম হয়। রাফি' ইব্‌ন খাদীজ (রা.) দু'টি উটের বিনিময়ে একটি উট খরিদ করে দু'টি উটের একটি (তখনই) দিলেন আর বললেন, আর একটি উট ইনশা-আল্লাহ্ আগামীকাল যথারীতি দিয়ে দিব। ইব্‌ন মুসাইয়্যিব (র.) বলেন, জানোয়ারের মধ্যে কোন 'রিবা' হয় না। দু'উটের বিনিময়ে এক উট দু'বকরীর বিনিময়ে এক বকরী বাকীতে বিক্রয় করলে সূদ হয় না। ইব্‌ন সীরীন (র.) বলেন, দু'উটের বিনিময়ে এক উট এবং এক দিরহামের বিনিময়ে এক দিরহাম বাকী বিক্রি করাতে কোন দোষ নেই।

٢٠٨٧ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ

২০৮৭ সুলায়মান ইব্‌ন হার্‌ব (র.).... আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, সাফিয়্যা (রা.) বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, তিনি দিহ্‌য়া কালবী (রা.)-এর ভাগে পড়েন, এর পরে তিনি নবী করীম ﷺ -এর অধীনে এসে যান।

١٣٨٤. بَابُ بَيْعِ الرَّقِيْقِ

১৩৮৪ পরিচ্ছেদ ঃ গোলাম বিক্রয় করা

٢٠٨٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِنَّا نُصِيْبُ سَبْيًا، فَنُحِبُّ الْأَثْمَانَ فَكَيْفَ تَرَى فِي الْعَزْلِ، فَقَالَ : أَوَ إِنَّكُمْ تَفْعَلُوْنَ ذٰلِكَ لَاعَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوْا ذٰلِكُمْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ نَسَمَةٌ كَتَبَ اللّٰهُ أَنْ تَخْرُجَ ، إِلَّا هِيَ خَارِجَةٌ

২০৮৮ আবুল ইয়ামান (র.).... আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, একদা তিনি নবী করীম ﷺ -এর নিকট বসা ছিলেন, তখন তিনি বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমরা বন্দী দাসীর সাথে সংগত হই। কিন্তু আমরা তাদের (বিক্রয় করে) মূল্য হাসিল করতে চাই। এমতাবস্থায় আযল-(নিরুদ্ধ সংগম করা) সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বললেন, আরে তোমরা কি এরূপ করে থাক! তোমরা যদি তা (আযল) না কর তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা যে সন্তান জন্ম হওয়ার ফায়সালা করে রেখেছেন, তা অবশ্যই জন্ম গ্রহণ করবে।

banglainternet.com

١٣٨٥. بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

১৩৮৫. পরিচ্ছেদ ঃ মুদাব্বার[১] গোলাম বিক্রয় করা

٢٠٨٩ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إِسْمٰعِيلُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَاعَ النَّبِيُّ ﷺ الْمُدَبَّرَ -

২০৮৯ ইব্ন নুমাইর (র.).... জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুদাব্বার গোলাম বিক্রি করেছেন।

٢٠٩٠ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَاعَهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ

২০৯০ কুতায়বা (র.).... জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ মুদাব্বার বিক্রি করেছেন।

٢٠٩١ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَ ابْنُ شِهَابٍ أَنَّ عُبَيْدَ اللّٰهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ اجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ بِيعُوهَا بَعْدَ الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ

২০৯১ যুহাইর ইব্ন হারব (র.)... যায়দ ইব্ন খালিদ ও আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে অবিবাহিত ব্যভিচারিণী দাসী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তাঁকে বলতে শুনেছেন যে, ব্যভিচারিণীকে বেত্রাঘাত কর। সে আবার ব্যভিচার করলে আবার বেত্রাঘাত কর। এরপর তাকে বিক্রি করে দাও তৃতীয় বা চতুর্থ বারের পরে।

٢٠٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا، فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ-

banglainternet.com

১. আমার মৃত্যুর পরে তুমি আযাদ, মালিক যদি দাস-দাসীকে এরূপ বলে তবে তাকে মুদাব্বার বলা হয়।

২০৯২ আবদুল আযীয ইব্‌ন আবদুল্লাহ (র.).... আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি, তোমাদের কোন দাসী ব্যভিচার করলে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হলে তাকে 'হদ' স্বরূপ বেত্রাঘাত করবে এবং তাকে ভর্ৎসনা করবে না। এরপর যদি সে আবার ব্যভিচার করে তাকে 'হদ' হিসাবে বেত্রাঘাত করবে কিন্তু তাকে ভর্ৎসনা করবে না। তারপর সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচার করে এবং তার ব্যভিচার প্রমাণিত হয় তবে তাকে বিক্রি করে দেবে, যদিও তা চুলের রশির (তুচ্ছ মূল্যের) বিনিময়ে হয়।

١٣٨٦. بَابٌ هَلْ يُسَافِرُ بِالْجَارِيَةِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بَأْسًا أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُبَاشِرَهَا ، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا إِذَا وُهِبَتِ الْوَلِيدَةُ الَّتِي تُوطَأُ، أَوْ بِيعَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلْتَسْتَبْرَأْ رَحِمُهَا بِحَيْضَةٍ وَلاَ تُسْتَبْرَأُ الْعَذْرَاءُ ، وَقَالَ عَطَاءٌ : لاَ بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْ جَارِيَتِهِ الْحَامِلِ مَادُونَ الْفَرْجِ ، وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ

১৩৮৬. পরিচ্ছেদ ঃ ইসতিবরা অর্থাৎ জরায়ু গর্ভমুক্ত কি-না তা জানার পূর্বে বাঁদীকে নিয়ে সফর করা। হাসান (বাসরী) (র.) তাকে চুম্বন করা বা তার সাথে মিলামিশা করায় কোন দোষ মনে করেন না। ইব্‌ন উমর (রা.) বলেন, সহবাসকৃত দাসীকে দান বা বিক্রি বা আযাদ করলে এক হায়য পর্যন্ত তার জরায়ু মুক্ত কি-না দেখতে হবে। কুমারীর বেলায় ইসতিবরার প্রয়োজন নেই। আতা (র.) বলেন, (অপর কর্তৃক) গর্ভবতী নিজ দাসীকে যৌনাংগ ব্যতীত ভোগ করতে পারবে। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী ঃ নিজেদের স্ত্রী অথবা অধিকারভুক্ত বাঁদী ব্যতীত, এতে তারা নিন্দীয় হবে না....। (২৩ ঃ ৬)

٢٠٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ خَيْبَرَ فَلَمَّا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ لِنَفْسِهِ فَخَرَجَ بِهَا حَتّٰى بَلَغْنَا سَدَّ الرَّوْحَاءِ حَلَّتْ فَبَنٰى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ صَغِيرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَانَتْ تِلْكَ وَلِيمَةَ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ عَلٰى صَفِيَّةَ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ

banglainternet.com

يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ

২০৯৩ আবদুল গাফ্ফার ইব্ন দাউদ (র.).... আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ খায়বার গমন করেন। যখন আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর পক্ষে দুর্গের বিজয় দান করেন, তখন তাঁর সামনে সাফিয়্যা (রা.) বিন্ত হুয়ায়্যি ইব্ন আখতাব এর সৌন্দর্যের আলোচনা করা হয়। তাঁর স্বামী নিহত হয় এবং তিনি তখন ছিলেন নব-বিবাহিতা। অবশেষে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ তাঁকে নিজের জন্য গ্রহণ করে নেন। তিনি তাঁকে নিয়ে রওয়ানা হন। যখন আমরা সাদ্দা রাওহা নামক স্থানে উপনীত হলাম, তখন সাফিয়্যা (রা.) পবিত্র হলেন! তখন নবী ﷺ তাঁর সঙ্গে মিলিত হন। তারপর চামড়ার ছোট দস্তরখানে হায়েস (খেজুরের ছাতু ও ঘি মিশ্রিত খাদ্য) তৈরি করে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, তোমরা আশেপাশের লোকদের উপস্থিত হওয়ার জন্য খবর দিয়ে দাও। এই ছিল সাফিয়্যা (রা.)-এর বিবাহে রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কর্তৃক ওলীমা। এরপর আমরা মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। আনাস (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ-কে দেখতে পেলাম যে, তাঁকে নিজের আবা' দিয়ে ঘেরাও করে দিচ্ছেন। তারপর তিনি তাঁর উটের পাশে বসে হাঁটু সোজা করে রাখলেন, পরে সাফিয়্যা (রা.) তাঁর হাঁটুর উপর পা দিয়ে ভর করে আরোহণ করলেন।

١٣٨٧. بَابُ بَيْعِ الْمَيْتَةِ وَالْأَصْنَامِ

১৩৮৭. পরিচ্ছেদ ঃ মৃত জন্তু ও মূর্তি বিক্রয়

٢٠٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيْلَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ فَقَالَ لَا هُوَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ ذٰلِكَ قَاتَلَ اللّٰهُ الْيَهُوْدَ إِنَّ اللّٰهَ لَمَّا حَرَّمَ شُحُوْمَهَا أَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ * وَ قَالَ أَبُوْ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ كَتَبَ إِلَيَّ عَطَاءٌ سَمِعْتُ جَابِرًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

২০৯৪ কুতায়বা (র.) জাবির ইবন আবদুল্লাহ্ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসূলুল্লাহ্ ﷺ -কে মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় অবস্থানকালে বলতে শুনেছেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা ও তাঁর রাসূল শরাব, মৃত জন্তু, শূকর ও মূর্তি কেনা-বেচা হারাম করে দিয়েছেন। তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তা দিয়ে তো নৌকায় প্রলেপ দেওয়া হয় এবং চামড়া তৈলাক্ত

করা হয় আর লোকে তা দ্বারা চেরাগ জ্বালিয়ে থাকে। তিনি বললেন, না, তাও হারাম। তারপর রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেন, আল্লাহ্ তা'আলা ইয়াহূদীদের বিনাশ করুন! আল্লাহ্ যখন তাদের জন্য মৃতের চর্বি হারাম করে দেন, তখন তারা তা গলিয়ে বিক্রি করে মূল্য ভোগ করে। আবূ আসিম (র.).... আতা (র.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি জাবির (রা.)-কে (হাদীসটি) নবী ﷺ থেকে বর্ণনা করতে শুনেছি।

١٣٨٨. بَابُ ثَمَنِ الْكَلْبِ

১৩৮৮. পরিচ্ছেদ ঃ কুকুরের মূল্য

٢٠٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ يُوْسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ

২০৯৫ আবদুল্লাহ ইব্ন ইউসুফ (র.)..... আবূ মাসউদ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক (গ্রহণ করা) থেকে নিষেধ করেছেন।

٢٠٩٦ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ رَأَيْتُ أَبِي اشْتَرٰى حَجَّامًا فَأَمَرَ بِمَحَاجِمِهِ فَكُسِرَتْ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، قَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهٰى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْأَمَةِ، وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبٰوا وَمُوْكِلَهُ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرَ

২০৯৬ হাজ্জাজ ইব্ন মিনহাল (র.)..... আউন ইব্ন আবূ জুহায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে দেখেছি যে, তিনি একটি শিংগা লাগানেওয়ালা গোলাম কিনলেন। তিনি তার শিংগা লাগানোর যন্ত্র ভেংগে ফেলতে নির্দেশ দিলে তা ভেংগে ফেলা হলো। আমি তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ্ ﷺ রক্তের মূল্য, কুকুরের মূল্য, দাসীর (ব্যভিচারের মাধ্যমে) উপার্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। আর তিনি শরীরে উলকি অংকনকারী ও উলকি গ্রহণকারী, সূদখোর ও সূদ দাতার উপর এবং (জীবের) ছবি অংকনকারীর উপর লা'নত করেছেন।

banglainternet.com